পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1560, Saturday, 13 January 2024 FREE www.parichoy.com

ট্রাম্পের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ভাগ্য এখন আদালতের হাতে

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এএফপি-র প্রশ্ন :শেখ হাসিনার পর কে? - ৫ম পাতায়
- ২০২১ সালের পর বাংলাদেশে চীনের উন্নয়ন সহায়তার গতি থেমে যায়-৫ম পাতায়
- লোহিত সাগরের সংঘাত দীর্ঘমেয়াদি হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে-৫ম পাতায়
- গরুর মাংসের ব্যবসায় নামছেন ফেসবুকের জাকারবার্গ, দেড় হাজার একরজুড়ে খামার-৬ষ্ঠ পাতায়
- নিউইয়র্কে নতুন নিয়ম জারির পর সঙ্কটে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা-৬ষ্ঠ পাতায়
- ইউরোপে হামলা হলে সাহায্য করবে না যুক্তরাষ্ট্র, বলেছিলেন ট্রাম্প-৭ম পাতায়
- ফের শেখ হাসিনার জয় ভারতের কাছে যেসব কারণে গুরুত্বপুর্ন - ৮ম পাতায়
- এক দল থেকে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা: যা ছিল ‘কার্যত’, এখন তা ‘আইনসিদ্ধ’-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক চর্চার আগ্রহ ও তা পূরণের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়ক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশের অর্থনীতি পাঁচ ঝুঁকিতে-ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম-১০ম পাতায়
- রিজার্ভ নিম্ন পর্যায়ে থাকলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে:বিশ্বব্যাংক-১০ম পাতায়

ইয়েমেনে হামলা চলবে বললেন বাইডেন

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বৈশ্বিক মেরুকরণে বাংলাদেশ: পশ্চিমের উদ্বেগ, পূর্বের অভিনন্দন

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs - Inquiries - Collections - Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
REBNY
MOINUL ISLAM

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting,
and Job Placement Since 2005
EARN 100K
TO 200K
PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship
for Bachelor's and Master's Degree as
PeopleNTech Alumni from
Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University
of Science and Technology
Authorized
Employment
Agency by:
NYC
Consumer and
Worker Protection
Certified Training
Institute by:
SCHEV
Proprietary School
NYS
Education
Department
Licensed
Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এএফপি-র প্রশ্ন

শেখ হাসিনার পর কে?

পরিচয় ডেস্ক: গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারী) পঞ্চম মেয়াদে শপথ নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য আরও মজবুত করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু একইসঙ্গে তার যোগ্য উত্তরসূরির অভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গণগ্রেপ্তারের মাধ্যমে বিরোধী দলকে নিষ্ক্রিয় করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। জনসংখ্যার হিসাবে বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশটির প্রধানমন্ত্রী এখন ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, শেখ হাসিনা যদি তার মেয়াদ সম্পন্ন করতে পারেন, তবে তার বয়স হবে ৮১ বছর। তিনি হয়ত এ সময়ের মধ্যে তার উত্তরসূরিকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে তার উত্তরসূরি হবেন এখন সেটাই বড় প্রশ্ন। শেখ হাসিনার পর দলের কী হবে- তা নিয়ে আওয়ামী লীগের বেশক'জন নেতার কাছে প্রশ্ন করেছিল এএফপি।

কিন্তু বিষয়টির সংবেদনশীলতার কারণে কেউই এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি। আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক শাখায় কাজ করা একজন মধ্যম সারির নেতা এএফপিকে বলেন- তিনি এই উত্তরাধিকার ইস্যু নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করছেন না।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতার কন্যা এবং দেশের বংশানুক্রমিক রাজনীতির ঐতিহ্যের প্রতীক। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের পিয়ের প্রকাশ এএফপিকে বলেছেন যে, হাসিনার তার পরিবারের বাইরে থেকে উপযুক্ত উত্তরসূরি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সাল থেকে তার পিতার রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। প্রকাশ বলেছিলেন যে, দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর তার লৌহকঠিন দৃঢ়তার কারণে যোগ্য তরুণ নেতাদের উত্থান আটকে আছে। পর্যবেক্ষকরা বিশ্বাস করেন যে, হাসিনার উত্তরসূরি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

২০২১ সালের পর বাংলাদেশে চীনের উন্নয়ন সহায়তার গতি থেমে যায়

পরিচয় ডেস্ক: রাজশাহীতে ওয়াসার ভূগর্ভস্থ পানির ট্রিটমেন্ট প্লান্ট প্রকল্পে প্রায় ২৮ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দিতে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় চীন। এর আগে ২০২২ সালে দেশটির পক্ষ থেকে নতুন কোনো প্রকল্পে ঋণ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। দেশের বড় কোনো প্রকল্পে চীন সর্বশেষ ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ২০২১ সালে। ওই বছর ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে প্রায় ১১৩ কোটি ডলার ঋণ সহায়তার দেয়ার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় বেইজিং।

যদিও ২০১৬ সালে সফরের সময় বাংলাদেশে প্রায় ২৫ বিলিয়ন (আড়াই হাজার কোটি) ডলারের বিনিয়োগ ও আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিলেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এর ধারাবাহিকতায় ২০২১ সাল পর্যন্ত এখানে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে চীন। ওই সময়ের মধ্যেই পদ্মা সেতু রেল লিংক (সহায়তার পরিমাণ প্রায় ২৬৭ কোটি ডলার) এবং বিদ্যুৎ সংযোগ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের (১৪০ কোটি ডলারের কিছু বেশি) মতো বৃহৎ প্রকল্পগুলোয় ঋণ দেয়ার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল চীন। যদিও ২০২১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে সে জায়গা থেকে অনেকটাই সরে এসেছে দেশটি।

আর্থিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ঋণ ও অনুদান হিসেবে ১ হাজার ১০৪ কোটি ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীন। এ প্রতিশ্রুতির বিপরীতে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

লোহিত সাগরের সংঘাত দীর্ঘমেয়াদি হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম গতকাল একদিনেই বেড়েছে ৪ শতাংশের বেশি। জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার আদর্শ ব্রেন্টের দাম এরই মধ্যে ব্যারেলপ্রতি ৮০ ডলার ছাড়িয়েছে। জ্বালানি তেলের এ বাজার ঊর্ধ্বমুখিতার জন্য লোহিত সাগরের সংঘাতকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করে হুথি বিদ্রোহীদের ওপর বৃহস্পতিবার রাতভর হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এর জবাব দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে হুথিরাও। এ অবস্থায় সংঘাত কতদিন স্থায়ী হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারছেন না কেউই। বাজার পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এ সংঘাত যতদিন চলবে, জ্বালানি তেলসহ সব ধরনের জ্বালানি পণ্যের বাজারমূল্যেও অস্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। অসম্ভব হয়ে পড়বে লোহিত সাগর-সুয়েজ খাল-ভূমধ্যসাগর রুট দিয়ে পণ্য পরিবহনও। বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটতে যাচ্ছে জ্বালানিসহ সব ধরনের পণ্যের বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে। লোহিত সাগরের এ সংঘাতের ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সঙ্গে হুথিদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়ে অভিযুক্ত ইরানের উত্তেজনাও এখন বাড়ছে। এতে পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রণালি দিয়েও পণ্য পরিবহন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

HUMAN RIGHTS WATCH

এইচআরডব্লিউ-র বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রসঙ্গ

পরিচয় ডেস্ক: বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এ বছরের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। নিজেদের ওয়েবসাইটে বৃহস্পতিবার ওই রিপোর্টটি প্রকাশ করে সংগঠনটি। এতে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

“কে কি বললেন”

নির্বাচনে মানুষ যেন ভোট দিতে না আসে, সেটা ঠেকাতে চেয়েছিল। কিন্তু তারপরেও ৪১ দশমিক ৮ ভাগ ভোট পড়েছে। এটা সোজা কথা নয়। আমি অনেকবারই নির্বাচন করেছি। সেই ১৯৮৬ সাল থেকে আটবার আমার নির্বাচন করা হয়ে গেছে। তবে মানুষের এত আগ্রহ আগে আর কখনো দেখিনি। **- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা**

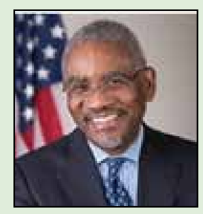

বাংলাদেশের জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় অব্যাহত সমর্থন দিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র **- নিউ ইয়র্ক এর ডেমোক্রেট কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিকস**

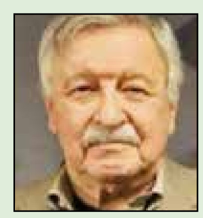

বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দিন **- বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম**

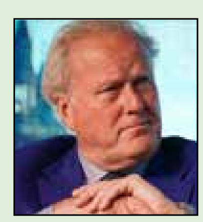

‘আমরা আপনার প্রশাসনের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতা করতে আগ্রহী।’-দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামী লীগের বিজয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন **কমনওয়েলথের চেয়ারম্যান লর্ড মারল্যান্ড।**

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যসহ সব দেশের রাষ্ট্রদূতরা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন **- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ**

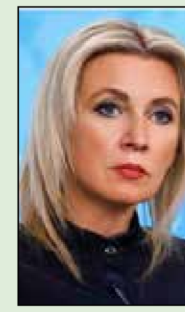

কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ না নেওয়াটা ছিল দুঃখজনক। বাইরে থেকেও নির্বাচন প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে ভোটারদের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করা উচিত।**- মস্কোতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা**

‘নির্বাচন হয়েছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কে জিতবে আর কে জিতবে না।’ **- জাতীয় পার্টির নেতা জি এম কাদের**

জনগণের ভোটে নয়, কারচুপির ভোটে পরাজিত হয়েছি। প্রশাসন অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি।**- সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু**

নির্বাচনে অলৌকিক শক্তি কাজ করায় ভোটে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। ‘ডিসি, এসপি, ওসি, ইউএনওড়্সব আমাদের লোক, এই সরকারের লোক। এর বাইরে একটি শক্তি কাজ করল।’**-প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারীদের একজন ও দলের প্রচার সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ**

কিছু জায়গায় অস্বাভাবিক ভোট পড়েছে। মারা গেছেড় তাঁদের ভোটও দেওয়া হয়েছে।**- সুপরিচিত শিল্পী মমতাজ**

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

গরুর মাংসের ব্যবসায় নামছেন ফেসবুকের জাকারবার্গ, দেড় হাজার একরজুড়ে খামার

পরিচয় ডেস্ক: মার্ক জাকারবার্গ, মেটা (ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান) সহপ্রতিষ্ঠাতা, সিইও, সমাজসেবী। এবার তাঁর নামের বিশেষণে নতুন সংযোজনড়কাউবয়। জাকারবার্গের সর্বশেষ উদ্যোগ হলো পশুপালন। গত মঙ্গলবার (০৯ জানুয়ারী) ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি।

জাকারবার্গ পোস্টে বলেছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে বিশাল খামার করেছেন। সেখানে গবাদিপশু পালন শুরু করেছেন। আর এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি তাঁর খামারের গরুগুলোকে শুকনো ফল আর বিয়ার খাওয়াবেন। এভাবে পালন করা গরু থেকে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট মানের মাংস সরবরাহ করতে চান তিনি।

সিলিকন ভ্যালির এই বিলিয়নিয়ার ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকে পোস্টের ক্যাপশনে কৃষিখামারে নিজের আগ্রহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ঘোষণা করেন। সঙ্গে জুড়ে দেন নিজের ছবিসহ সামনে টেবিলে একটি প্লেটে রাখা বিশাল স্টেক।

ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘কাউইএর কোওলাউ র‍্যাঞ্চে (উন্মুক্ত পশুখামার) গবাদিপশু পালন শুরু করেছি, আমার লক্ষ্য হলো বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের

গরুর মাংস উৎপাদন করা। গবাদিপশুগুলো হলো ওয়াগিউ এবং অ্যাঙ্গাস, এরা ম্যাকাডামিয়া (কাঠবাদামের মতো একটি ফল) খেয়ে এবং বিয়ার পান করে বড় হবে। আমরা এখানেই ম্যাকাডামিয়া চাষ করি এবং বিয়ার উৎপাদন করি।’

গরুর মাংস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকমোর ওয়াগিউর মতে, ওয়াগিউ একটি জাপানি গরুর জাত। তাদের খামারে কখনো কখনো ক্ষুধা উদ্দীপক হিসেবে গরুগুলোকে বিয়ার পান করতে দেওয়া হয়।

ফোর্বসের প্রতিবেদন অনুসারে, জাকারবার্গ ২০১৪ সালে হাওয়াইয়ের কাউইতে ৭০০ একরের একটি এস্টেটে ১০ কোটি ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছেন। ম্যানশন গ্লোবালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে আরও ৫ কোটি ৩০ লাখ ডলারে আরও ৬০০ একর জমি ওই এস্টেটে যোগ করেন জাকারবার্গ। একই বছর তিনি কাউয়াইতে আরও ১১০ একর জমি কিনেছিলেন।

এস্টেটটিতে এখন প্রায় ১ হাজার ৫০০ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে একটি উন্মুক্ত সমুদ্র সৈকতও রয়েছে। এখানে একটি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ক্যান্সার ধরা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের প্রস্টেট ক্যান্সার ধরা পড়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর মাসেই তার ক্যান্সার সনাক্ত হয়। এরপর গত সপ্তাহ থেকে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ০৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিক্যাল সেন্টার এ তথ্য দিয়েছে। এর আগে বিভিন্ন মিডিয়া জানিয়েছিল, নিজের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়া ও হাসপাতালে ভর্তির কথা জনগণের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন অস্টিন। এমনকি হোয়াইট হাউসও এ বিষয়ে কিছু জানতো না। গত শুক্রবার (০৫ জানুয়ারী) প্রথ মবারের মতো অস্টিনের অনুপস্থিতির কথা জানায় পেন্টাগন। তিনি এখনও হাসপাতালে ভর্তি এবং সেখান থেকেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাজ করছেন।

এর আগে পেন্টাগন জানিয়েছিল, অস্টিনের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার স্বার্থে তিনি কি কারণে হাসপাতালে ভর্তি তার বিস্তারিত

নিউইয়র্কে নতুন নিয়ম জারির পর সঙ্কটে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির একটি হোটেলের অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল ১২ বছর বয়সী সাল্লি হারনান্দেজ ও তার পরিবার। তবে নতুন সিটির আবাসনবিধির আওতায় গত বুধবার (১০ জানুয়ারী) হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের বহিষ্কার করেছে। তাদের নতুন আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। এএফপির প্রতিনিধির সঙ্গে সাল্লি যখন কথা বলছিল, তখন সে হাঁপাচ্ছিল।

নিউইয়র্কে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল সামাল দিতে নতুন আবাসনবিধি কার্যকর করার কারণে অনেককেই এখন এভাবে আশ্রয়ের খোঁজ করতে হচ্ছে। নভেম্বরের নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র না থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বিষয়টি এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্কে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে কিছু মানুষ একই জায়গায় দুই বছর পর্যন্ত আছেন। নগর কর্তৃপক্ষের নতুন বিধি অনুযায়ী, অভিবাসীরা একটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৬০ দিনের বেশি সময় থাকতে পারবেন না। আবার পুরোনো আশ্রয়স্থলটি না ছাড়া পর্যন্ত তাঁরা নতুন জায়গার জন্য আবেদনও করতে পারবেন না। মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্রই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আশ্রয়স্থলটি

বৈরী আবহাওয়ার কারণে তাঁবুতে থাকা কিছুসংখ্যক অভিবাসীকে ফ্লয়েড বেনেট ফিল্ড থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ ছবি: এএফপি

ছেড়ে অন্যত্র সরে যেতে হবে। সেদিন থেকেই তাদের ভিন্ন আশ্রয় খুঁজতে হবে, প্রতিদিন নতুন করে আসা (প্রধানত লাতিন আমেরিকা থেকে) অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

সাল্লিরা কলম্বিয়ান বংশোদ্ভূত। তার মা কারোল হারনান্দেজ, বাবা সেবাস্তিয়ান আরানগো। ১৮ মাসের আরেক সন্তানসহ নতুন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন হারনান্দেজ-আরানগো দম্পতি। তাঁরা ভারী ব্যাগ টানতে টানতে একটি অভিবাসনপ্রক্রিয়ার কেন্দ্রের দিকে চলে যান।

বৃষ্টি ও হিমশীতল আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁদের ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে টানা বৃষ্টির কারণে ব্রুকলিনে তাঁবুতে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

সমুদ্রের তীরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুরুষ সঙ্গী অলিভার মুলহেরিনের সঙ্গে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন অল্টম্যান

পুরুষ সঙ্গীকে বিয়ে করলেন ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যান বিয়ে করেছেন। সমুদ্রের তীরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুরুষ সঙ্গী অলিভার মুলহেরিনের সঙ্গে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারী) অনলাইনে বিয়ের ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর স্যাম অল্টম্যান এনবিসি নিউজকে পাঠানো খুদে বার্তায় খবরটি নিশ্চিত করেছেন। ছবিতে পামগাছে ঘেরা একটি জায়গায় অল্টম্যান ও মুলহেরিনকে দেখা গেছে। অনুষ্ঠানে ১২ জনের মতো অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তবে সমুদ্রতীরবর্তী ওই অনুষ্ঠানস্থলের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

সেন্ট লুই এলাকার অধিবাসী স্যাম অল্টম্যান কয়েক বছর ধরে প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ওয়াই কম্বিনেটরের মাধ্যমে প্রযুক্তিশিল্পে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন। তবে তিনি জনসমক্ষে খুব একটা আসতে চাইতেন না। তবে ওপেনএআইয়ের সিইও হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর জনসমক্ষে তাঁর উপস্থিতি বাড়তে দেখা যায়। গণমাধ্যমেও আলোচনায় আসেন তিনি। ২০২৩ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ ঘোষণা করে। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

উড়োজাহাজের দরজা ভেঙে পড়ার ঘটনায় বোয়িংয়ের ভুল স্বীকার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের একটি উড়োজাহাজ থেকে মাঝআকাশে দরজা ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী ভুল স্বীকার করেছেন। শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রেখে সমস্যাটি সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

গত শুক্রবার (০৫ জানুয়ারী) পোর্টল্যান্ডের ওরিগন থেকে রওনা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাস্কা এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজ থেকে অব্যবহৃত একটি দরজা (ডোর প্লাগ) ভেঙে পড়ে। উড়োজাহাজটি ছিল বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ মডেলের।

ঘটনার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ মডেলের ১৭১টি উড়োজাহাজকে গ্রাউন্ডেড করে (মাটিতে বসিয়ে রাখা) রেখেছে। গত মঙ্গলবার (০৯ জানুয়ারী) বোয়িংয়ের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান নির্বাহী ডেভ ক্যালহুন তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলেন, ‘আমাদের ভুল স্বীকার করছি।’

উড়োজাহাজের ভেঙে পড়া অংশটির ওজন ২৭ কেজি। উড়োজাহাজের একটি জরুরি বহির্গমনের স্থান ঢেকে রাখতে দরজাটি লাগানো হয়েছিল। তবে আলাস্কা এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষকে কখনো এটি ব্যবহার করতে হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে পরিবহনের নিরাপত্তা তদারককারী এবং দুর্ঘটনা তদন্তবিষয়ক সংস্থা এনটিএসবি ঘটনাটির তদন্ত করছে। সংস্থাটি বলেছে, পোর্টল্যান্ডের এক শিক্ষকের বাড়ির পেছনের আঙিনার বাগানে উড়োজাহাজের নিখোঁজ অংশটির হদিস পাওয়া গেছে।

বোয়িংয়ের কর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে ক্যালহুন বলেছেন, শতভাগ এবং পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে বিষয়টির সমাধান করা হবে। কী কারণে ঘটনাটি ঘটেছে, তা নিশ্চিত হতে এনটিএসবিকে তদন্তকাজে সহযোগিতা করারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ইরানের সঙ্গে সংঘাত চায় না যুক্তরাষ্ট্র বলেছে হোয়াইট হাউস

ইয়েমেনে হামলা চলবে বললেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: পুনরায় ইয়েমেনে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সামরিক বাহিনী ১৩ জানুয়ারী শনিবার ভোরে ইয়েমেনের হুতি নিয়ন্ত্রিত আরেকটি স্থানে হামলা চালিয়েছে।বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এ তথ্য জানিয়েছে।

দুই মার্কিন সেনা কর্মকর্তা বলেছেন, ওই জায়গা থেকেই লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর ওপর হামলা চালাচ্ছিল হুতি যোদ্ধারা।শনিবার (৩ জানুয়ারী) ভোরে হুতি টিভি চ্যানেল আল-মাসিরাহ দেশটির রাজধানী সানাকে লক্ষ্য করে অভিযান চালানোর সংবাদ প্রকাশের কয়েক মিনিট পর এ খবর সামনে আসে।

এপি বলছে, ইয়েমেনের রাজধানী সানায় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিকরা একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। হামলার প্রথম দিনে গত শুক্রবার (১২ জানুয়ারী) ২৮টি স্থানে আঘাত হানে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য। ওই হামলায় লক্ষ্যবস্তু ছিল ৬০টিরও বেশি। পরে দ্বিতীয় দিনে এই হামলা চালানো হলো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, দ্বিতীয় দিনের হামলাটি মার্কিন নৌবাহিনীর একটি জাহাজ থেকে চালানো হয়েছে।

দুই কর্মকর্তা এপিকে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি রাডার সাইটকে টার্গেট করেছে, যা এখনও সামুদ্রিক ট্র্যাফিকের জন্য হুমকি তৈরি করতে বদ্ধপরিকর।

এদিকে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'আমরা নিশ্চিত করছি যে, আমরা হুতিদের প্রতিক্রিয়া জানাবো, যদি তারা এই আপত্তিজনক আচরণ চালিয়ে যায়।' আক্রমণ বন্ধ না হলে আপনি কি হুতিদের ওপর বোমা হামলা চালিয়ে যাবেন-এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ইরানের সঙ্গে সংঘাত চায় না যুক্তরাষ্ট্র বলেছে হোয়াইট হাউস

পরিচয় ডেস্ক: লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজে তেহরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলা বন্ধের জন্য পাল্টাহামলা চালানো সত্ত্বেও ইরানের সঙ্গে সংঘাত চায় না যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার হোয়াইট হাউস এ কথা বলেছে বলে এএফপি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি এমএসএনবিসিকে বলেছেন, 'আমরা ইরানের সঙ্গে সংঘাত চাই না। আমরা উত্তেজনা বাড়াতে চাই না। গত কয়েক দিনে যা ঘটেছে তার বাইরে এটি বাড়ানোর কোনো কারণও নেই।'

কিরবি আরো বলেছেন, 'আমরা জানি, ইরান হুতিদের সমর্থন করে। আমরা জানি, তারা তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সরবরাহ করছে। একই জিনিস তারা জাহাজে হামলা চালাতে ব্যবহার করেছে। আমরা খুব স্পষ্ট করে বলেছি, ইরানের উচিত এই সমর্থন বন্ধ করা।'

এদিকে হুতিরা শুক্রবার বলেছে, হামলার পর মার্কিন ও ব্রিটিশ স্বার্থ এখন 'বৈধ লক্ষ্যবস্তু'। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, জাহাজে আক্রমণ করতে হুতিদের ক্ষমতা শেষ করার জন্য এ পাল্টাহামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে হোয়াইট হাউসের এই মুখপাত্র বিদ্রোহীদের প্রতিক্রিয়া না দেখানোর বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

কিরবি বলেছেন, 'আমি তাদের গত রাতে প্রেসিডেন্টের বিবৃতিতে শেষ বাক্যটির দিকে ইঙ্গিত করব, যেখানে তিনি আরো পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেছেন এবং তিনি তা করতে দ্বিধা করবেন না।'

ট্রাম্পের মামলার বিচারক আর্থার অ্যাঙ্গরনের বাড়িতে বোমা হামলার হুমকি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি মামলার বিচারকের বাড়িতে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। এরই মধ্যে ওই বিচারকের বাড়িতে বাড়তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান জালিয়াতি মামলার বিচারক আর্থার অ্যাঙ্গরনের বাড়িতে এই হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

আদালত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান জালিয়াতি মামলার শুনানির শেষ পর্যায়ের শুরু হওয়া কথা ছিল। তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে হামলার হুমকি দেওয়া হয়। আদালতের মুখপাত্র আল বাকের জানিয়েছেন, এই হুমকি মামলার কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে পারবে না। আল বাকের বলেন, 'আমরা একটি হুমকির খবর পেয়েছি, আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি এটি একটি বোমা হামলার হুমকি ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা এখন পর্যন্ত সময়সূচি অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছি এবং আদালতের কার্যক্রম ও সমাপনী যুক্তি-তর্কও পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে।'

এর আগে, ২০২২ সালে জালিয়াতির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। ট্রাম্পের পারিবারিক কোম্পানি 'ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের' বিষয়ে কয়েক বিলিয়ন ডলারের বিষয়ে মিথ্যা বলার অভিযোগে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই বিষয়ে তদন্তের পর নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমস এ মামলা দায়ের করেন।

এই মামলায় ট্রাম্পের পাশাপাশি তাঁর তিন সন্তান ডোনাল্ড জুনিয়র, ইভাঙ্কা ট্রাম্প এবং এরিক ট্রাম্পকেও আসামি করা হয়। এ ছাড়া, মামলায় ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের দুই নির্বাহী অ্যালেন ওয়েইসেলবার্গ এবং জেফরি ম্যাককনিকেও আসামি করা হয়। লেটিয়া জেমস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান মিলে সে সময় তার আগের তিন বছর ধরে তদন্ত চালিয়ে ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তথ্য জালিয়াতির প্রমাণাদি সংগ্রহ করেন।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়ড়ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কমিয়ে দেখাতে দুই শতাধিক ভুয়া মূল্যায়ন এবং আর্থিক বিবরণী তৈরি করেছিলেন। ঋণ প্রাপ্তি ও কম ট্যাক্সের সুবিধা পেতে ট্রাম্পের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ভাগ্য এখন আদালতের হাতে

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কি না, এ বিষয়ে শুনানি করতে সম্মত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) দেশটির সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে সম্মত হয়েছেন।

৯ ডিসেম্বর কলোরাডো রাজ্যের আদালত ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'অযোগ্য' ঘোষণা করেন। কলোরাডো আদালতের এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছেন ট্রাম্প। গত ০৬ জানুয়ারী শুক্রবার বিচারকরা তার এ আপিল শুনতে সম্মত হয়েছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে এ মামলার শুনানি হবে। যে রায় দেওয়া হবে সেটি পুরো দেশজুড়ে কার্যকর হবে।

২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি নির্বাচনে কারচুপির মিথ্যা গুজব রটিয়ে ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গা লাগানোর অভিযোগ রয়েছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। এটা নিয়ে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। আর এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যে তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার চেষ্টা চলছে।

কলোরাডোর আদালতের পর মেইন রাজ্য নির্বাচন কর্মকর্তাও ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করেছেন।

মিনোসোটা এবং মিশিগান রাজ্য থেকেও অযোগ্য ঘোষণার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে এই প্রচেষ্টা বাতিল করে দিয়েছেন রাজ্যগুলোর সর্বোচ্চ আদালত।

২০২৪ সালের নভেম্বরের পরবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা শুরু করেছেন ট্রাম্প। একই নির্বাচন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষ থেকে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

ট্রাম্পের অভিযোগ, বাইডেন তার কাছে হেরে যেতে পারেন। তাই তাকে বিভিন্ন মামলা দিয়ে এবং আদালতকে ব্যবহার করে হয়রানি করা হচ্ছে। সূত্র : রয়টার্স

এপস্টাইনের যৌনাচারের মামলার নথিতে হিলারি ক্লিনটনের নাম

পরিচয় ডেস্ক: জেফ্রি এপস্টাইন ও গিসলেইন ম্যাক্সওয়েল দম্পতির মানবপাচার মামলা সম্পর্কিত নথির তৃতীয় অংশ ফাঁস হয়েছে। গত ০৬ জানুয়ারী শুক্রবার ফাঁস হওয়া নথিতে বাদী ভার্জিনিয়া জিউফ্রে ও জোহানা জোবার্গের

দেওয়া সাক্ষ্যে '১৩ ক্ষমতাধর সাক্ষীর' মধ্যে সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনের নামও উঠে এসেছে।

জিউফ্রে এপস্টাইন ও ম্যাক্সওয়েল পাচারকৃত অসংখ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে একজন

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ইউরোপে হামলা হলে সাহায্য করবে না যুক্তরাষ্ট্র, বলেছিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপ আক্রান্ত হলে অর্থাৎ ইউরোপে হামলা হলে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই সাহায্য করবে না। ২০২০ সালে ইউরোপীয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেনকে এ কথা বলেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বের হয়ে যাওয়ার হুমকিও দেন ট্রাম্প।

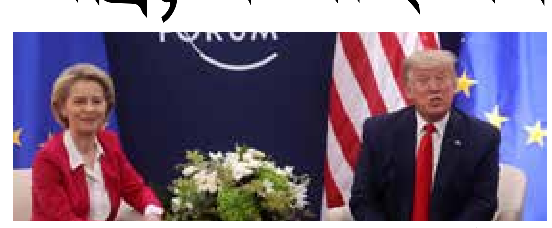

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠক করেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউরোপীয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন। দাভোস, সুইজারল্যান্ড, ২১ জানুয়ারি, ২০২০

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে সুইজারল্যান্ডের দাভোস শহরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই উরসুলাকে এসব কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। সম্প্রতি ট্রাম্পের এমন বক্তব্যের কথা জানাজানি হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন ইউরোপীয়ান কমিশনের একজন কর্মকর্তা।

ইউরোপীয় কমিশনের একজন কমিশনার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ফের শেখ হাসিনার জয় ভারতের কাছে যেসব কারণে গুরুত্বপূর্ণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারত কী অবস্থান নেয়, সেদিকে নজর ছিল সবারই। নভেম্বর মাসে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব দিল্লিতে এক বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের সচিবদের সামনে নিজেদের স্পষ্ট অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষই স্থির করবে, সে দেশে নির্বাচন কিভাবে হবে। তখনই দেশটির অবস্থান বোঝা গিয়েছিলড়চিরাচরিত মিত্রের পেছনেই দাঁড়াচ্ছে তারা। তাই আওয়ামী লীগ বিপুল আসনে জয়ী হওয়ার পর প্রথম যে কয়েকজন রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের ফোন আসবে ঢাকায়, তাদের মধ্যে যে নরেন্দ্র মোদির নাম থাকবে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পরে মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বললাম এবং সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করায় তাঁকে অভিনন্দন জানালাম।’ বাংলাদেশের সঙ্গে চলমান অংশীদারিত্ব আরো দৃঢ় করার বার্তাও দিয়েছেন মোদি।

প্রতিবেশী দেশে স্থিতিশীল সরকার চায় ভারত

বিশ্লেষকরা বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলে সব সময়ই ভারত স্বস্তিতে থাকে। ভারত আর আওয়ামী লীগের মধ্যে সুসম্পর্ক যেমন ঐতিহাসিকভাবে থেকেছে, তেমনই শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকার গত দেড় দশকে তা আরো দৃঢ় হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ঢাকায় ভারতের সাবেক হাইকমিশনার ভিনা সিক্রি বলছিলেন, ‘দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে যদি একটা ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে অংশীদারিত্ব জোরদার হয়। আর ভারত সব সময়ই চাইবে, প্রতিবেশী দেশগুলোতে একটা স্থিতিশীল সরকার থাকুক।’

সিক্রি বলেছেন, ‘এর ফলে কূটনৈতিক সম্পর্ক বলুন বা বাণিজ্য অথবা যৌথ প্রকল্পগুলোড়সব ক্ষেত্রেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। দুই দেশই লাভবান হবে, এ রকম অনেকগুলো যৌথ প্রকল্প তো চলছে, *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

এক দল থেকে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা: যা ছিল ‘কার্যত’, এখন তা ‘আইনসিদ্ধ’

মাহফুজ আনাম : পঞ্চমবারের মতো ও টানা চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো প্রধানমন্ত্রীর এটিই দীর্ঘতম মেয়াদ। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বাংলাদেশের সবকিছুই তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় তার যোগ্যতা সম্পর্কে এবং একইসঙ্গে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেই সম্পর্কে।

নীতি গ্রহণ থেকে শুরু করে পরিকল্পনা, প্রকল্প ও এর বাস্তবায়ন, ব্যষ্টিক থেকে সামষ্টিক, ফ্লাইওভার তৈরি থেকে কাঁচামরিচ সংরক্ষণ, বৃহত্তর পরিসর থেকে একেবারে খুঁটিনাটিড়আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়তে না চাইলে সবকিছুতেই তার প্রত্যক্ষ সম্মতি থাকতে হবে। প্রত্যেকটি মেগা প্রকল্প এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য।

জনশ্রুতি আছে, ফায়ার সার্ভিসের এক টিম লিডার ঢাকায় একটি বহুতল ভবনে আগুন নেভানোর সময় একটি টিভি চ্যানেলকে বলেছিলেন, তিনি ও তার দল প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি দিকনির্দেশনায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছেন। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে এর থেকে প্রধানমন্ত্রীর অফুরন্ত কর্মক্ষমতা, অসংখ্য বিষয়ে আগ্রহ এবং তার সর্বময় কর্তৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকদের মতে, তিনি এর যোগ্য, কারণ তার আগে কেউ বাংলাদেশে এত বেশি ইতিবাচক পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি। তাদের এই দাবি ভিত্তিহীন নয়।

গণতান্ত্রিক দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন নির্বাচনের ওপরও শেখ হাসিনার কতটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তার আরেকটি উদাহরণ হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনড়বিরোধী দল বর্জন করায় যেটা তার জন্য আরও সহজ হয়ে যায়। বেশিরভাগ বিষয়ে আগে থেকেই রফা হয়ে যাওয়ায় নির্বাচনের দিন তেমন কোনো বাধা-বিঘ্নের ঘটনা ঘটেনি। বিএনপি প্রমাণ করেছে যে, তারা শেখ হাসিনার কৌশলী চিন্তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম না এবং নির্বাচন বর্জন করায় তাদেরকে যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে চড়া মূল্য চুকাতে হবে, সে বিষয়েও খুব সামান্যই ভেবেছে।

প্রধানমন্ত্রীর জাতীয়তাবাদী কার্ডের (ন্যাশনালিসটিক কার্ড) ব্যবহার ছিল সাহসিকতাপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি দক্ষতার সঙ্গে বড় শক্তিগুলো *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

সরকারে লীন জবাবদিহিতা ও সংসদের বিরোধী দল

হারুন উর রশীদ স্বপন : বাংলাদেশে এখন সংসদে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ নেই। ফলে সরকার চাইলেই ভালো কিছু হবে, না চাইলে হবে না।

এবার সংসদে আসন পেয়েছে মাত্র পাঁচটি রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, ওয়াকার্স পার্টি এবং কল্যাণ পার্টি। তাদের মধ্যে জাসদ, ওয়াকার্স পার্টি এবং কল্যাণ পার্টি একটি করে এবং জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১১টি আসন। ২২২ আসন পাওয়ায় ২০১৮ সালের তুলনায় এবার আওয়ামী লীগের আসন কমেছে। তারা ওই নির্বাচনে ২৫৭টি আসন পেয়েছিল। জাতীয় পার্টি পেয়েছিল ২২টি। এবার জাতীয় পার্টির আসন অর্ধেক হয়েছে। জাসদ দুটি এবং ওয়াকার্স পার্টি তিনটি আসন পেয়েছিল। ওই নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিয়ে আসন পেয়েছিল ৬টি। ২০১৮ সালের নির্বাচনে স্বতন্ত্ররা মাত্র তিনটি আসনে জয়ী হয়েছিল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৩৫টি আসন কমলেও আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র মিলে মোট আসন ২৮৪টি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার মনে করেন,

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৩৫টি আসন কমলেও আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র মিলে মোট আসন ২৮৪টি।

“আগের দুটি সংসদেরও প্রায় একই অবস্থা ছিল। ওয়েস্ট মিনিস্টার সিস্টেমে সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান অনেক উঁচু। আমরা বিলেতের দিকে তাকালে দেখি, বিরোধী দল যে-কোনো সময় সরকারি দল হতে পারে এইরকম তাদের অবস্থান। সক্রিয় বিরোধী দল সংসদে থাকলে তারা সব সময় সরকারকে নজরদারির মধ্যে রাখতে পারে। সেটা শুধু সংসদে নয়, সংসদীয় কমিটিসহ নানা জায়গায়।”

“এখন সংসদে যখন বিরোধী দল না থাকে, অথবা থাকলেও দুর্বল। সেই ক্ষেত্রে সরকার অসতর্ক হয়ে যেতে পারে। তবে যদি দক্ষ ও সত্যিকার বিরোধীরা সংসদে থাকে, তাহলে তারা সংখ্যায় কম হলেও সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারে। কিন্তু জাতীয় পার্টি সেটা কী পারবে?,” প্রশ্ন তার।

“সেপারেশন অব পাওয়ার এবং গণতন্ত্রের অন্যান্য যে সংজ্ঞা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

‘এটা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা’- সদ্য সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: নতুন মন্ত্রিসভায় ডাক পাননি সদ্য সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন,“আমার জন্য মন্ত্রিত্ব একটা বিশেষ সুযোগ ছিল এবং এটা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই হয়েছিল”

কেন তাকে এবার মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হলো, জানতে চাইলে মোমেন টেলিফোনে দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন,“প্রধানমন্ত্রী আমাকে একটি সুযোগ দিয়েছিলেন এবং আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে গত পাঁচ বছর আন্তরিকতা, সততা ও আমার সামর্থ্যের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছি।“এটা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা” বলেন তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আব্দুল মোমেনের সময়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে করোনাভাইরাস

মহামারি ও গত দুই বছর বাংলাদেশ মানবাধিকার, গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে নতুন করে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে হয়েছে। তার সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের ওপর নতুন ভিসা নীতি জারি করে।

মন্ত্রী আব্দুল মোমেন প্রায়ই গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তার অকপট বক্তব্যের কারণে। অনেকেই বলেছিলেন যে তিনি“কূটনৈতিকভাবে যথেষ্ট পরিপক্ক নন” মোমেন অবশ্য মনে করেন, বিশ্বের সেরা কূটনীতিকরা সবসময়ই অকপট, খোলামেলা ও দৃঢ়চেতা।তিনি বলেন, *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

‘বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি’ বিবৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন বলেছে, ‘নির্বাচন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত’

বৈশ্বিক মেরুকরণে বাংলাদেশ: পশ্চিমের উদ্বেগ, পূর্বের অভিনন্দন

অনুপম দেব কানুনজ্ঞ : বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে থেকেই এই ইস্যুতে স্পষ্ট দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। বৈশ্বিক মেরুকরণে বাংলাদেশ কি টানাপড়েনে পড়তে যাচ্ছে? বাংলাদেশের করণীয় কী?

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মনে করে, বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ। অন্যদিকে রাশিয়া, চীন, ভারতসহ অন্য অনেক দেশের প্রতিনিধিদের অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছে আওয়ামী লীগ।

অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি: যুক্তরাষ্ট্র

নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় হতাশা ব্যক্ত করে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার ৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি, সে বিষয়ে অন্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রও একমত।” তিনি আরো বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র খেয়াল করেছে যে, আওয়ামী লীগ ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে বেশিরভাগ আসনে জয় পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলের কয়েক হাজার সদস্য গ্রেপ্তার এবং নির্বাচনের দিন অনিয়মের খবরে আমরা উদ্বিগ্ন।” সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি সহিংস আচরণ পরিহারের আহ্বানও জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। বিভিন্ন সহিংসতার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার আহ্বানও জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতিতে।

বিশ্বাসযোগ্য ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মান পূরণ হয়নি: যুক্তরাজ্য

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ৯ জানুয়ারি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস- এফসিডিও। দপ্তরটির মুখপাত্র বিবৃতিতে বলেছেন, নির্বাচনের সময়ে বিশ্বাসযোগ্য ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মান ধারাবাহিকভাবে পূরণ হয়নি।

ভোটের আগে বিরোধী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে বিবৃতিতে। বলা হয়েছে, “মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি।” সব দল অংশ নেয়নি বলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভোট দেয়ার যথেষ্ট বিকল্প ছিল না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

তবে বিবৃতিতে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে, “বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে আমরা সকল রাজনৈতিক দলকে তাদের মতপার্থক্য দূর করতে এবং একটি অভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করি। আমরা এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন অব্যাহত রাখবো।”

নির্বাচনকালীন সহিংসতায় উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ

জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে ৯ জানুয়ারি উঠে এসেছে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গও। মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোটো নিনো জানিয়েছেন, বাংলাদেশ পরিস্থিতি উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছেন মহাসচিব। এক প্রশ্নের জবাবে নিনো বলেন, “নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচন চলাকালীন সহিংসতার ঘটনা নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব উদ্বিগ্ন। তিনি সব পক্ষকে সব রকম সহিংসতা পরিহার এবং মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে শ্রদ্ধা করার আহ্বান জানিয়েছেন।”

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

বাদ পড়লেন ১৫ মন্ত্রী ও ১৩ জন প্রতিমন্ত্রী

আব্দুর রাজ্জাক, আ হ ম মুস্তফা কামাল ও এ কে আব্দুল মোমেন (ওপরে বাঁ থেকে); এম এ মান্নান, টিপু মুনশি ও জাহিদ মালেক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকসহ ১৫ জন মন্ত্রী। এ ছাড়া ১৩ জন প্রতিমন্ত্রী এবং দুজন উপমন্ত্রী বাদ পড়েছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ২৫ জন মন্ত্রী, ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৩ জন উপমন্ত্রী ছিলেন। তফসিল ঘোষণার পর টেকনোক্র্যাট (সংসদ সদস্য নন এমন) দুজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম। এর মধ্যে নতুন মন্ত্রিসভায় শুধু ইয়াফেস ওসমান আছেন। স্থান পাননি মোস্তাফা জব্বার ও শামসুল আলম।

পরাজিত ‘এমপি’রাও বলছেন নির্বাচনে কারচুপি, অনিয়ম হয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনিয়ম-কারচুপির অভিযোগ এনেছেন অংশ নেয়া বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। সদ্য সাবেক সংসদ সদস্যদের যারা পরাজিত হয়েছেন তাদেরও অনেকে এমন অভিযোগ করেছেন। নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগও দাখিল করেছেন কেউ কেউ।

পরাজিত হওয়া এমপিদের কেউ বলছেন, মৃত ব্যক্তিদের ভোটও কাস্ট করা হয়েছে। আবার কেউ বেআইনিভাবে ভোট গণনা ও ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত করার অভিযোগ এনেছেন। এ ছাড়া সুবিধাভোগীর কার্ড আটকে রেখে অন্য প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, প্রশাসনের অসহযোগিতা, পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো ও ভোটের হার বেশি দেখানোর অভিযোগ এনেছেন কেউ কেউ।

দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এবারের ভোটে জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগেরই বেশ কয়েকজন নেতা। তারা নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। নৌকা নিয়ে হেরে যাওয়ার তালিকায় রয়েছেন-আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবদুস সোবহান মিয়া গোলাপ, টানা তিনবারের সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্যাহ, বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী দুইবারের সংসদ সদস্য এডভোকেট মাহবুব আলী, ত্রাণ ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী দুইবারের সংসদ সদস্য এনামুর রহমান এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী তিনবারের সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য।

এ ছাড়া ১৪ দলীয় জোটের নেতাদের মধ্যে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ফজলে হোসেন বাদশা আওয়ামী লীগের শরিক হিসেবে নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট করে হেরে যান। এসব প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনেছেন।

মাদারীপুর-৩ আসনের আওয়ামী লীগের পরাজিত প্রার্থী ও দলটির প্রচার সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনে গত মঙ্গলবার বলেছেন, নির্বাচনে নৌকার ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দিয়েছে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগমের সমর্থকরা। তারা কালকিনি পৌরসভাসহ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে নৌকার পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়েছে।

বিশেষ করে কালকিনি পৌরসভার ১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২টি কেন্দ্র তারা দখলে নিয়ে ভোটে সূক্ষ্ম কারচুপি করেছে। এই

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের জনগণের গণতন্ত্রিক চর্চার আগ্রহ ও তা পূরণের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়ক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি

পরিচয় ডেস্ক: ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের গণতন্ত্রিক চর্চার আগ্রহ ও তা পূরণের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়ক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে জানিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের (এনএসসি) স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশনের সমন্বয়ক অ্যাডমিরাল জন কিরবি। তবে হোয়াইট হাউস আয়োজিত ব্রিফিংয়ে নোবেলজয়ী বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কারাদণ্ড প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কোনো মন্তব্য করেননি এই কর্মকর্তা।

গতবুধবার (১০ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত এক ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে সদ্যঃসমাপ্ত নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের বিষয়ে জন কিরবিকে প্রশ্ন করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে কিরবি বলেন, ‘অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক ধারার প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থনের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তিনি আরো বলেন, ‘গণতান্ত্রিক চর্চা ও ধারা সমুন্নত রাখতে বিশ্বব্যাপী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহত রেখেছে। সেই সঙ্গে মুক্ত এবং গতিশীল গণতন্ত্র নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন।’

প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যঁ-পিয়েরে প্রশ্নের জন্য আহ্বান জানালে ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এক সাংবাদিক জানতে চান, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাইডেন প্রশাসনের বিশ্বব্যাপী সুষ্ঠু গণতন্ত্রিক ধারা প্রচারের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিল বাংলাদেশ। এর আগে আপনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে যা করা দরকার তাই করবেন।

এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচনের পূর্বে আপনারা ভিসানীতি ঘোষণা করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী বাইডেন

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি পাঁচ ঝুঁকিতে-ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এখন সবচেয়ে বড় ঝুঁকির কারণ জ্বালানিস্বল্পতা। এ কারণে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সেই সঙ্গে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিও অর্থনীতির জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। অর্থনীতিতে ঝুঁকির অন্যান্য ক্ষেত্র হচ্ছে প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়া, সম্পদ ও আয়বৈষম্য এবং সরকারি ঋণ বেড়ে যাওয়া ও বেকারত্ব।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তাদের বার্ষিক বৈঠকের আগে গত বুধবার বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনে বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য ঝুঁকির সাধারণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের প্রসঙ্গে ঝুঁকির উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। মহামারির পর চলতি বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হবে সবচেয়ে কম বিশ্বব্যাংক সদ্যই এ কথা বলার পর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন দিলো। সেখানে তারা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে।

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

৭১টি কোম্পানির ওপর জরিপ করে ঝুঁকির এই তালিকা প্রস্তুত করেছে তারা।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পিছিয়ে থাকবে। এ ক্ষেত্রে যে অর্থায়ন প্রয়োজন, সেই নিরিখে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে।

বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশকে মাথাপিছু প্রায় ৪০০ ডলার বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে ২৩০ ডলারের মতো বিনিয়োগ হতে পারে বলে মনে করছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম।

ঝুঁকির পঞ্চম ক্ষেত্রটি হচ্ছে সরকারি ঋণ বেড়ে যাওয়া। প্রতিবেদনে বলা হয় সরকারি ঋণ বেড়ে গেলে প্রথমত বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবাহ কমে যায়। এই বিষয়ে ব্যবসায়ীরা অতীতে বারবার উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। সরকারি ঋণ বাড়লে ব্যাংক ঋণের সুদও বেড়ে যায়।

প্রতিবেদনে বৈশ্বিক পরিসরে আগামী ২ বছরে ১০টি প্রধান ঝুঁকির ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো যথাক্রমে ভুল ও অপতথ্য, আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতা, সামাজিক বিভেদ, সাইবার নিরাপত্তাহীনতা, দেশে অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত, অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, মূল্যস্ফীতি, অনিচ্ছাকৃত অভিবাসন, প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়া ও দূষণ।

এর আগে ২০২৩ সালে ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের প্রধান যে পাঁচটি ঝুঁকি চিহ্নিত করেছিলেন, সেগুলো ছিল উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণসঙ্কট, উচ্চ পণ্যমূল্যের ধাক্কা, মানবসৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষতি ও সম্পদের জন্য ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা।

রিজার্ভ নিম্ন পর্যায়ে থাকলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে-বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক : চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরজুড়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো অব্যাহত থাকবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির আশঙ্কা, চলতি অর্থবছরেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে যেতে পারে নিম্ন পর্যায়ে। সেক্ষেত্রে সরকারকেও আমদানি নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে হতে পারে। চাপ থাকবে মূল্যস্ফীতিরও। এর ধারাবাহিকতায় বাধাগ্রস্ত হবে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ। সব মিলিয়ে এ অর্থবছরেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আমদানি, রফতানি ও বেসরকারি বিনিয়োগের মতো সূচকগুলোয় উন্নতির সম্ভাবনা তেমন একটা নেই।হ্রাস পেতে পারে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারও।

বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে মঙ্গলবার 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। এতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের সম্ভাব্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আমদানি, রফতানি এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অর্থনীতিকে চাপে রেখেছে মূল্যস্ফীতি। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ শতাংশের ওপরে। অর্থবছরের বাকি সময়েও এ ধারা অব্যাহত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্বব্যাংক।

দেশে মূল্যস্ফীতির হার প্রথম ৯ শতাংশের ঘর অতিক্রম করে গত অর্থবছরের মার্চে। সে সময় এর হার ছিল ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশে। শেষ মাস জুনে ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ মূল্যস্ফীতির মধ্য দিয়ে শেষ হয় গত অর্থবছর। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৯ দশমিক শূন্য ২ শতাংশে। এরপর চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসেও মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ শতাংশের কাছাকাছি। এর মধ্যে জুলাইয়ে ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ, আগস্টে ৯ দশমিক ৯২, সেপ্টেম্বরে ৯ দশমিক ৬৩, অক্টোবরে ৯ দশমিক ৯৩ ও সর্বশেষ নভেম্বরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৪৯ শতাংশে।

রিজার্ভ সংকট এবারো দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যকে চাপে রাখবে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির পূর্বাভাস অনুযায়ী, এবারো দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকবে নিম্ন পর্যায়ে। রিজার্ভের ক্ষয় মোকাবেলায় আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে হতে পারে সরকারকে। ফলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হবে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে ঋণচুক্তির শর্ত অনুযায়ী রিজার্ভ গণনায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (বিপিএম৬) অনুসরণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ পদ্ধতি অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২৩ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার। এরপর আগস্টে তা কমে দাঁড়ায় ২৩ দশমিক ২৬ বিলিয়নে। এ নিম্নমুখিতা অব্যাহত রেখে সেপ্টেম্বর শেষে ২১ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলারে, অক্টোবর শেষে ২০ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ও নভেম্বর শেষে ১৯ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে রিজার্ভ। ডিসেম্বর শেষে তা ২১ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার হয়। যদিও পঞ্জিকাবর্ষের শেষে আইএমএফের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে নিট রিজার্ভ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ গত ৯ জানুয়ারি রিজার্ভ নেমে আসে ২০ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলারে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, 'মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্যও ডলার সংকট দূর হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। রিজার্ভ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার হবে না। ফলে এক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যজনক পর্যায়ে পৌঁছতে হলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার এক্ষেত্রে মুদ্রানীতির মাধ্যমে কিছু উদ্যোগ নিলেও সেটি আংশিক। তাছাড়া বাংলাদেশের বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতির স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকা কতটুকু সম্ভব হবে, সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।'

ডলার সংকটের কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে দেশের আমদানি কমেছে প্রায় ২১ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে আমদানি হয়েছে ২৫ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলার, যেখানে এর আগের অর্থবছরের একই সময়ে ৩২ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলারের আমদানি হয়েছিল। আমদানি কমার প্রভাব পড়েছে দেশের শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রেও। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে মূলধনি যন্ত্রপাতি, শিল্পের মধ্যবর্তী পণ্য ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র (এলসি) খোলা ও নিষ্পত্তির পরিমাণ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। এর মধ্যে মূলধনি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির এলসি নিষ্পত্তির পরিমাণ কমেছে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনকে ছাড়িয়ে শীর্ষে এখন বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে পরিমাণের বিবেচনায় চীনকে ছাড়িয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে দেশটিতে ১৭ কোটি ৯৩ লাখ কেজি পোশাক রপ্তানি হয় বাংলাদেশ থেকে। একই সময়ে চীন থেকে রপ্তানি হয় ১৫ কোটি ৯৩ লাখ কেজি পোশাক। ওই ১০ মাসে বিশ্ববাজার থেকে ৬০ কোটি ৪০ লাখ কেজি পোশাক আমদানি করে যুক্তরাজ্য।

এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে নিট পোশাক রপ্তানিতে চীনকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইইউ জোটের দেশগুলোতে নিট, অর্থাৎ গেঞ্জি জাতীয় পোশাক রপ্তানিতে প্রথমবারের মতো চীনকে ছাড়িয়ে যায় বাংলাদেশ। জোটে ডেনিম রপ্তানিতে তিন বছর আগেই চীনকে পেছনে ফেলে আসে বাংলাদেশ।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ববাজারে পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষে থাকা চীনের হিস্যা ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ৭ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২২ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল রিভিউ-২০২৩ প্রতিবেদনে সর্বশেষ এই *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে পোশাক নিতে আগ্রহী আমেরিকান ব্র্যান্ডগুলো: জরিপ

পরিচয় ডেস্ক : প্রতিযোগিতামূলক কম দামে পোশাকের সোর্সিংয়ে সেরা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন কম্পানিগুলোর কাছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কদর বাড়ছে। সম্প্রতি এক বৈশ্বিক জরিপে এমনটাই উঠে এসেছে। জরিপে অংশ নেওয়া বেশির ভাগ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান চীনকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ থেকেই পোশাক আমদানির বিষয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে।

ইউনাইটেড স্টেটস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (ইউএসএফআইএ) এবং ডেলাওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এই জরিপ করে।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের ৬২ শতাংশ আসছে পাঁচ দেশ থেকে

পরিচয় ডেস্ক: এক দশক আগেও রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় বেশি আসত সৌদি আরব থেকে। বর্তমানে সেই সূচক ঘুরে গিয়েছে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস জুলাই থেকে ডিসেম্বরে দেশে ১ হাজার ৭৯ কোটি ৮৬ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই এসেছে মাত্র পাঁচটি দেশ থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী সেই দেশগুলো হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যমতে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে শীর্ষ পাঁচ দেশ থেকে ৬৬৬ কোটি ১৯ লাখ ডলার এসেছে, যা মোট রেমিট্যান্সের ৬১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। এছাড়া শীর্ষ ১০টি দেশ থেকে ৯২৮ কোটি ৮৮ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে।

তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ১ হাজার ৪৯ কোটি ৩৪ লাখ ডলার। সে হিসাবে গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ৩০ কোটি ৫২ লাখ ডলার বেশি এসেছে। তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে ক্রমেই বাড়ছে রেমিট্যান্সের হার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য মতে, আলোচ্য ছয় মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১৯৮, সৌদি আরব থেকে ১৪২, যুক্তরাজ্য থেকে ১৩৭, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১১২, ইতালি থেকে ৭৬, কুয়েত থেকে ৭১, মালয়েশিয়া ৬৮, কাতার ৫২, ওমান ৪৪ ও

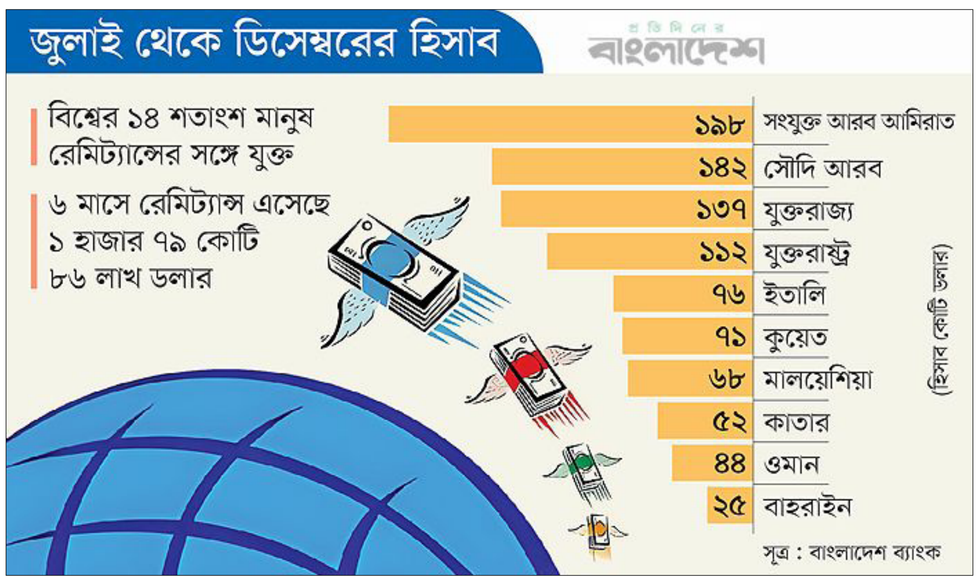

বাহরাইন থেকে ২৫ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে।
সরকার গত কয়েক বছর ধরে রেমিট্যান্সের বিপরীতে আড়াই শতাংশ বাড়তি প্রণোদনা দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের অর্জিত অর্থের বিপরীতেও আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া দেশে বসে আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে যে অর্থ আয় হয়, সেটির বিপরীতেও প্রণোদনা সুবিধা দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাপানি শিল্পোদ্যোক্তা সজল ডি. ক্রুজ বলেন, 'বিদায়ি অর্থবছরে প্রায় ২ কোটি টাকা বাংলাদেশে পাঠিয়েছি। তার আগের অর্থবছরে পাঠিয়েছি ৪ কোটি টাকার মতো। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে এ টাকা পাঠাই। ছুটিতে অন্য কোথাও যাই না। বাংলাদেশে গিয়ে ঘোরাঘুরি করি। দেশের প্রতি প্রাণের টান আছে। যে টান কখনও ভুলে থাকতে পারি না।'

তিনি বলেন, '২০০৪ সালে জাপানে আসি লেখাপড়া করতে। লেখাপড়া শেষ করে কিছুদিন চাকরি করি। স্বপ্ন দেখি উদ্যোক্তা হওয়ার। এরপর গঠন করি কোম্পানি। এভাবেই আজকে একটি অবস্থানে এসেছি।'

রেমিট্যান্সে প্রণোদনার প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'এটা খুব ভালো উদ্যোগ। তবে দেশের ভেতর এবং বাইরে রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের আরও বেশি সম্মানিত করলে খুশি হতাম।'

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইএমওর হিসেবে বিশ্ব জনসংখ্যার ৩ দশমিক ৪ শতাংশ অভিবাসী। আর তাদের উপার্জিত অর্থ পুরো বিশ্বের জিডিপিতে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ অবদান রাখে।

সংস্থাটি বলছে, সব মিলিয়ে বিশ্বের ১৪ শতাংশ মানুষ রেমিট্যান্সের সঙ্গে যুক্ত, যাদের কেউ *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ কমে ২০ বিলিয়ন ডলারে

পরিচয় ডেস্ক: এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) আমদানি বিল পরিশোধের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ফের কমেছে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের আমদানি দায় বাবদ আকুকে ১২৮ কোটি ডলার (১ দশমিক ২৮ বিলিয়ন) দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে গতকাল সোমবার আকুর এই দায় সমন্বয় করা হয়েছে। এতে বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসেবে তা দাঁড়িয়েছে ২৫ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

এর আগে সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আকুর দায় বাবদ ১২১ কোটি ডলার পরিশোধ করে বাংলাদেশ। এবার দায় কিছুটা বেড়েছে। মূলত. এলসি খোলা আগের মাসগুলোর তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দায় বেড়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩ জানুয়ারি আইএমএফ স্বীকৃত বিপিএম ৬ পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের কাছে গ্রস রিজার্ভের স্থিতি ছিল ২১ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার। এরপর আকু বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ এখন ২০ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসেবে ৩ জানুয়ারি রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলার। আকুর দায় পরিশোধের পর তা কমে ২৫ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে শিক্ষার চেয়ে চিকিৎসার পেছনেই বেশি খরচ হচ্ছে পরিবারগুলোর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে চিকিৎসা খাতে ব্যয় বেড়েছে ২০২ শতাংশ। শিক্ষায় প্রতি এক টাকা ব্যয়ের বিপরীতে পরিবারগুলোর স্বাস্থ্য ব্যয় ২০২২ সালে ৩.৬৬ টাকায় উঠেছে, যা ২০১৭ সালে ছিল মাত্র ০.৮৪ টাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, স্বাস্থ্য খাতে ক্রমবর্ধমান বাড়তি ব্যয় দেশের পরিবারগুলোকে কঠিন সিদ্ধান্তের মুখে ফেলে দিয়েছে। গত কয়েক বছরে চিকিৎসা খাতে ব্যয় বেড়েছে ২০২ শতাংশ। ফলে পারিবারিক ব্যয় অগ্রাধিকারে শিক্ষাকে ছাড়িয়ে গেছে স্বাস্থ্য খাত।

বিবিএসের খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০২২-এর প্রতিবেদন বলছে, শিক্ষায় প্রতি এক টাকা ব্যয়ের বিপরীতে পরিবারগুলোর স্বাস্থ্য ব্যয় ২০২২ সালে ৩.৬৬ টাকায় উঠেছে, যা ২০১৭ সালে ছিল মাত্র ০.৮৪ টাকা।

এ সময়ে পরিবারগুলোর সামগ্রিক ব্যয় গড়ে ৯৮ শতাংশ বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় বেড়েছে ২০২ শতাংশ। বিপরীতে একই সময়ে শিক্ষায় গড় ব্যয় কমেছে প্রায় ৩১ শতাংশ।

ব্যয়ের ধরন যেভাবে বদলে গেল

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত বিবিএস জরিপের তথ্য বলছে, শিক্ষায় পরিবারগুলোর মাসিক গড় ব্যয় ৫৭৮ টাকায় নেমে এসেছে, যা মাসিক সামগ্রিক গড় ব্যয়ের মাত্র ১.৮৯ শতাংশ। ২০১৭ সালে পরিবারগুলো শিক্ষায় গড়ে ৮৩৬ টাকা বা পরিবারের সামগ্রিক ব্যয়ের ৫.৪২ শতাংশ ব্যয় করত।

অন্যদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবায় গড়ে মাসিক পারিবারিক ব্যয় *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে চিকিৎসক পরিবারে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি ৪৬,৯৩৮ টাকা, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রকৌশলী পরিবারে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে এমবিবিএস চিকিৎসক ও প্রকৌশলী বা ইঞ্জিনিয়ার পরিবার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২-এ এই তথ্য উঠে এসেছে।

বিবিএসের জরিপ অনুসারে, দেশে এমবিবিএস চিকিৎসক পরিবারের সদস্যদের মাসিক মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি। জরিপ বলছে, কোনো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি একজন পুরুষ চিকিৎসক হলে সেই পরিবারের সদস্যদের

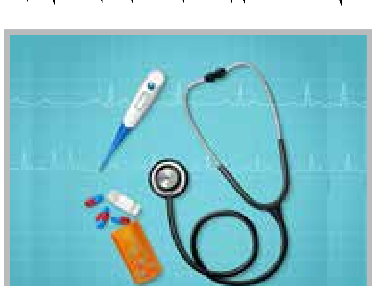

মাথাপিছু মাসিক গড় আয় হয় ৪৬ হাজার ৯৩৮ টাকা। আর কোনো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি একজন নারী চিকিৎসক হলে সেই পরিবারের সদস্যদের মাসিক গড় আয় হয় ৪৮ হাজার ৪৮৪ টাকা।

গ্রাম অঞ্চলের কোনো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি একজন পুরুষ চিকিৎসক হলে ওই পরিবারের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় হয় ৮২ হাজার ৭৭৭ টাকা। তবে গ্রামাঞ্চলের পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

হুতিদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের হামলায় বাড়ছে তেলের দাম

পরিচয় ডেস্ক: ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের ব্যবহৃত এলাকাগুলোতে গত শুক্রবার (১২ জানুয়ারী) ভোরে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় চলাচলকারী জাহাজের ওপর হামলার প্রতিশোধ হিসেবে এ হামলা চালানো হয়।

অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, কানাডা ও নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতায় এই হামলা চালানোর কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এর পরই বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেড়ে ৭৯ দশমিক ২৫ ডলার হয়েছে। অন্যদিকে, ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে ৭৩ দশমিক ৮৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

ডাইওয়া ক্যাপিটাল মার্কেটের হেড অব ইকোনমিক রিসার্চ ক্রিস সিক্লুনা রয়টার্সকে বলেন, আজ সকালে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম পরিমিতভাবে বেড়েছে।

যদিও তা এখন পর্যন্ত ৮০ ডলারের নিচে আছে। তবে মূল্যস্ফীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বেগ তৈরি করবে না। তার কারণ মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক কিছু ঘটবে না বলেই তিনি মনে করেন।

গাজায় হামাসের সমর্থনে গত বছরের অক্টোবরের মাঝামাঝিতে সুয়েজ খালের দক্ষিণ অংশ দিয়ে যাতায়াত করা বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা শুরু করেন ইয়েমেনের ইরানপন্থী হুতি বিদ্রোহীরা। জাহাজগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের সংযোগ রয়েছে বলে বিশ্বাস তাদের।

ইয়েমেনের কয়েকটি শহরে আজ ভোরে হামলা হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন দেশটির হুতি বিদ্রোহীরা। হুতি কর্মকর্তা আবদুল কাদের আল-মোরতাদা এক্স অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'মার্কিন-জায়নবাদী-ব্রিটিশ আগ্রাসনকারীরা ইয়েমেনের রাজধানী সানা, হোদেইদাহ গভর্নরেট, সাদা ও ধামারে হামলা চালিয়েছে।'

ইয়েমেনে হামলার জেরে নতুন করে তেলের দাম বাড়লেও বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম গত সোমবার ৩ শতাংশের বেশি কমেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে তেলের সরবরাহে সংকটের আশঙ্কা করা হলেও বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব তেলের দাম কমায়। অন্যদিকে ওপেকে তেল উৎপাদন বাড়ায়।

'কারার ঐ লৌহ কপাট' বিতর্কের পর মুখ খুললেন রহমান

মাঝেমাঝে মনে হত, নিজেকে শেষ করে দিই!

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিল 'পিপ্পা' ছবিতে ব্যবহৃত নজরুলগীতি 'কারার ঐ লৌহ কপাট'। বিতর্কে জড়িয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী এ.আর রহমান। কিন্তু সে বিষয়ে মুখ খোলেননি গায়ক।

২০২৩ সালের অন্যতম বিতর্কিত বিষয় ছিল কাজী নজরুলের গান 'কারার ঐ লৌহ কপাট'। যে গানটি নতুন ভাবে সুর দিয়ে তৈরি করেছিলেন সুরকার এ.আর.রহমান। 'পিপ্পা' ছবিতে ব্যবহৃত এই গান প্রকাশ্যে আসার পর নজরুল ভক্তদের সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে তাঁর উপর। অন্য দিকে নজরুল পরিবারের একাংশও *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ব্লিঙ্কেনের সফরে গাজায় যুদ্ধ বন্ধের ইঙ্গিত নেই

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো মধ্যপ্রাচ্য সফর করলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সফরের শেষ দিন বৃহস্পতিবার মিসরে পৌঁছান তিনি। তবে তাঁর এ সফরে এখন পর্যন্ত গাজায় তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি হামলা বন্ধের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

সমালোচকেরা বলছেন, ব্লিঙ্কেনের এ সফর অনেকটাই 'মুখ রক্ষার'। পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষকেরা প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর এ সফর 'কূটনৈতিক তৎপরতা' নাকি নিছকই 'ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টা'র অংশ!

৫ জানুয়ারি তুরস্কে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে এ সফর শুরু করেন ব্লিঙ্কেন। এরপর তিনি একে একে গ্রিস, জর্ডান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বাহরাইন, ইসরায়েল ও পশ্চিম তীর সফর করেন। গতকাল তিনি মিসরে পৌঁছান।

গাজায় তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় প্রায় সাড়ে ২৩ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

তাই ব্লিঙ্কেনের এ সফরে সবার নজর ছিল ইসরায়েলের প্রতি দেশটির অব্যাহত সমর্থনের ওপর।

গত মঙ্গলবার (০৯ জানুয়ারী) তেল আবিবে সংবাদ সম্মেলনে ব্লিঙ্কেন আবারও জানান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে। তবে তিনি বলেন, গাজায় বেসামরিক লোকজনের হতাহতের সংখ্যা 'অনেক বেশি'। ব্লিঙ্কেন আরও বলেন, 'আমরা চাই, যত দ্রুত সম্ভব, এই যুদ্ধের অবসান হোক।'

তবে বিশ্লেষকেরা বলেন, ব্লিঙ্কেনের এই সফর 'মুখ রক্ষার'। ডেমোক্রেসি ফর দ্য আরব ওয়ার্ল্ড নাও (ডন)-এর ইসরায়েল-ফিলিস্তিন গবেষণার পরিচালক মাইকেল শেফার ওমের-ম্যান বলেন, যুদ্ধের তিন মাস হয়ে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যে অস্থায়ী ভিসা নিয়ে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা পাবেন সরকারি আর্থিক সুবিধা-আদালতের যুগান্তকারী রায়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে অস্থায়ী ভিসা নিয়ে অবস্থান করছেন এমন ব্যক্তিদের সরকারি আর্থিক সুবিধা নিয়ে যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করেছে উচ্চ আদালত। আদালতের রায়ের পর গত ১০ জানুয়ারি বুধবার হোম অফিস সরকারি ওয়েবসাইট এ ব্যাপারে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে।

হোম অফিস গাইডলাইনে বলা হয়েছে যুক্তরাজ্যে যাঁরা কেয়ার কিংবা ওয়ার্ক স্টুডেন্ট পারমিটের মতো নন-সেটেল্ড ভিসাধারী তাদের ভিসার শর্তে ও ভিসার বায়োমেট্রিক কার্ডে পাবলিক ফান্ডের এক্সেস উল্লেখ নেই বিশেষ সংকট বা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ও শিশু সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তারা হোম অফিসের আগের দেয়া শর্তের বাইরে গিয়েও (বিশেষ ক্ষেত্রে) সরকারি আর্থিক সুবিধা নিতে পারবেন। হোম অফিসে নতুন ভিসা বা বর্ধিতকরণের ভিসার আবেদন জমা থাকার সময়ও বেনিফিট সুবিধার আবেদন করতে পারবেন অস্থায়ী ভিসায় থাকা ব্যক্তি।

তবে আদালতের রায়ে বিশেষ লাইনে লেখা হয়েছে যদি উক্ত সুবিধা গ্রহণকারী আর্থিক সুবিধা নেয়া উদ্দেশ্যমূলক মূলক হয় আর তা প্রমাণিত হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির ভিসা বাতিল হতে পারে এবং গাইড লাইনে আরো বলা হয়েছে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি আবেদনকারী যে ভিসায় আছেন তাঁকে ঘোষিত আর্থিক সুবিধা দেয়ার আগে তিনি ভিসার অনুসারে যুক্তরাজ্যের সকল আইন -শর্তগুলো পূরণ করেছেন কি না, সেগুলো অনুসন্ধানও পর্যালোচনা করে দেখবে হোম অফিস। অস্থায়ী ভিসায় আবেদনকারী যদি ভিসার শর্ত ভঙ্গ করে থাকেন সে ক্ষেত্রে তাঁকে বা তাঁদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে ।কেবলমাত্র আবেদনকারী যদি বিশেষ অনাকাঙ্ক্ষিত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

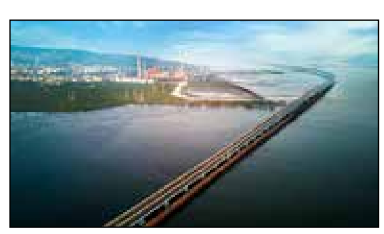

খুলল ভারতের দীর্ঘতম সেতু, ২১ কিলোমিটার পাড়ি ২০ মিনিটে

পরিচয় ডেস্ক: গাড়ি ছুটছে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে। তাতে দীর্ঘ ২১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে লাগছে মাত্র ২০ মিনিট। দক্ষিণ মুম্বই থেকে নবি মুম্বই পর্যন্ত নির্মিত ভারতের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু শুক্রবার (১২ জানুয়ারী) জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এদিন দুপুরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দ্রুতগামী করে তুলতে 'মুম্বই ট্রান্স হারবার লিঙ্ক' নামের এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। যা এখন পরিচিতি পেয়েছে দেশটির সাবেক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

চীনের মধ্যস্থতায় জান্তার সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত মিয়ানমারের বিদ্রোহী জোট

পরিচয় ডেস্ক: মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে জান্তাবিরোধী বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর জোট 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' দেশটির ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। চীনের মধ্যস্থতায় গত কয়েক মাস ধরে আলোচনার পর উভয়পক্ষের মধ্যে এই সমঝোতা হয়েছে।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং ১২ জানুয়ারী শুক্রবার বলেন, 'চীন আশা করছে, মিয়ানমারের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো চুক্তিটি বাস্তবায়ন, একে অপরের প্রতি সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারবে।'

মিয়ানমার সীমান্ত থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে চীনের প্রাদেশিক রাজধানী কুনমিংয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বুধ ও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন যেসব সুবিধা আনছে হোয়াটসঅ্যাপ

পরিচয় ডেস্ক: আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য থিমের রঙের পরিবর্তন ও স্টিকার এডিটর ফিচার নিয়ে আসবে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন আপডেটে নীল, গোলাপি, বেগুনি, অফহোয়াইট ও সবুজের মধ্যে যেকোনো একটি রং থিম হিসেবে বাছাই করা যাবে। এছাড়া আইওএসের বেটা ভার্সনে স্টিকার এডিটর ফিচার নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করছে হোয়াটসঅ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য প্রকাশকারী ওয়েবসাইট ডাব্লুএবেটাইনফো বলছে, নতুন আইওএস আপডেটে একটি নতুন কোড দেখা গিয়েছে, যা নির্দেশ করে ইউজার ইন্টারফেসের কিছু অপশনে রঙ পরিবর্তন করার সুবিধা যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। চ্যাট লিস্টের ডান পাশে মেসেজ সংখ্যায়, স্ট্যাটাস আপডেটের চারপাশের বৃত্তে, নিচের দিকে নির্দিষ্ট ট্যাবগুলোয় ও কিছু বাটনে রঙের পরিবর্তনগুলো দেখা যাবে।

ওয়েবসাইটের একটি স্ক্রিনশটে থিমের পাঁচটি নতুন রংগুলো দেখানো হয়েছে। তবে রংগুলো থেকে পছন্দমতো রং বাছাই করলে ব্যবহারকারীরা

শুধু নিজেই এই পরিবর্তন বুঝতে পারবে। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে, তারা এই পরিবর্তন বুঝতে পারবে না।

এছাড়া আইওএসের ২৪.১. ১০.৭২ বেটা ভার্সনে নতুন স্টিকার এডিটর যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এর ফলে স্টিকার এডিটের জন্য থার্ড পার্টি কোনো স্টিকার অ্যাপের প্রয়োজন হবে না। এজন্য হোয়াটসঅ্যাপ 'এডিট স্টিকার বাটন' যুক্ত করেছে। এছাড়া 'ক্রিয়েট ইউওর ওউন বাটন' এই বেটা ভার্সনে যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই স্টিকার তৈরি করতে পারবে। ডিভাইসে থাকা বিভিন্ন ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মুছে নতুন স্টিকার তৈরি করা যাবে।

হোয়াটসঅ্যাপ ইন্টারফেসের রং পরিবর্তনের ফিচারটি আসতে আরও সময় লাগবে বলে জানিয়েছে ডাব্লুএবেটাইনফো। কারণ ফিচারটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে ফিচারটি অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্যও নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তথ্যসূত্র: গ্যাজেটস ৩৬০

আইফোন চার্জের সময় মানতে হবে যেসব নিয়ম

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি লাইটনিং কানেক্টরের বদলে ইউএসবি সি পোর্ট সুবিধার আইফোন ১৫ এনেছে অ্যাপল। কিন্তু টাইপ সি চার্জারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য না জানানোর ফলে আইফোন ব্যবহারকারীদের অনেকেই বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। অ্যান্ড্রয়েডের টাইপ সি চার্জার আইফোনে ব্যবহার করে বিপদেও পড়েছেন কেউ কেউ। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'রেডিট'-এ একজন ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, অন্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি টাইপ সি চার্জারের মাধ্যমে 'আইফোন ১৫ প্রো ম্যাক্স' চার্জ করার সময় চার্জারের কেব্ল গলে আইফোনের চার্জিং পোর্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এ অভিযোগের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি অ্যাপল। তবে আইফোন চার্জ করার সময় বেশ কিছু বিষয় মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

মানহীন চার্জার ব্যবহার না করা : অন্য প্রতিষ্ঠানের তৈরি মানহীন চার্জার ব্যবহার করলে আইফোনের ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে অ্যাপল। আর তাই আইফোনের ব্যাটারিসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিরাপদ রাখতে সব সময় আইফোনের উপযোগী এমএফআই সনদ পাওয়া কেব্ল ও অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করতে হবে।

কেব্লের পাওয়ার রেটিং দেখা : আইফোনে বেশি ওয়াটের চার্জার ব্যবহারের কারণে চার্জার গরম হয়ে যায়। এ জন্য ব্যবহারের আগে অবশ্যই কেব্লের পাওয়ার রেটিং দেখে নিতে হবে।

বিছানা বা নরম জায়গায় রেখে আইফোন চার্জ না করা : বিছানা, নরম জায়গা বা বালিশের নিচে রেখে অনেকেই আইফোন চার্জ করেন। এতে ফোনে বাড়তি তাপ উৎপন্ন হয়। এ জন্য এসব জায়গায় আইফোন চার্জ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সারা রাত ধরে চার্জ না করা : অনেকেই ঘুমাতে যাওয়ার আগে আইফোন চার্জে দেন। সারা রাত ধরে চার্জ হওয়ার ফলে আইফোনের ব্যাটারির স্থায়িত্ব কমে যায়। শুধু তাই নয়, আইফোন গরমও হয়ে যেতে পারে। আর তাই চার্জ দেওয়া শেষ হলে অবশ্যই আইফোন থেকে চার্জার খুলে ফেলতে হবে। সূত্র: গ্যাজেটস নাউ

হোয়াটসঅ্যাপে নতুন ধরনের প্রতারণা নিরাপদ থাকবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: ব্যক্তিগত বা কাজের প্রয়োজনে নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন অনেকেই। ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপটিতে প্রতারণা ও জালিয়াতির ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের বোকা বানাতে এবার নতুন কৌশল ব্যবহার করছে প্রতারকেরা। এত দিন ভুয়া বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি কল করে প্রতারণা করলেও সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপের 'স্ক্রিন শেয়ারিং' সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ফোন বা কম্পিউটার থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে তারা। ভিডিও কলের সময় ফোন বা কম্পিউটারের পর্দা অন্যদের দেখানোর সুযোগ দিতে সম্প্রতি 'স্ক্রিন শেয়ারিং' সুবিধা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এ সুবিধা ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল চলার সময় পর্দায় থাকা তথ্য, ছবি বা ভিডিও অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিকে দেখানো যায়। আর তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের 'স্ক্রিন শেয়ারিং' সুবিধা চালু করতে প্রলুব্ধ করছে একদল প্রতারক। একবার এ সুবিধা চালু করলেই সেই ব্যক্তির ফোন বা কম্পিউটারে চালু থাকা হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাঠানো ওটিপি, পাসওয়ার্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে তারা। পরে এসব তথ্য

ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ চুরির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা করা হয়। প্রতারণার নতুন এ কৌশল 'হোয়াটসঅ্যাপ স্ক্রিন শেয়ারিং স্ক্যাম' নামে পরিচিত। এ ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের আর্থিক ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করছে। অনেক সময় ফোন বা কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েও 'স্ক্রিন শেয়ারিং' সুবিধা চালু করতে ব্যবহারকারীদের প্রলুব্ধ করে থাকে প্রতারকেরা। আর তাই নিরাপদ থাকতে ভিডিও কল চালু থাকা অবস্থায় অপরিচিত ব্যক্তিকে ফোন বা কম্পিউটারের পর্দা প্রদর্শনের অনুমতি না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

হোয়াটসঅ্যাপের মতো ফিচার আনল গুগল ম্যাপস! যেভাবে ব্যবহার করবেন

পরিচয় ডেস্ক: অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বড় সুখবর রয়েছে। আপনি অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপের লোকেশন শেয়ারিং ফিচার সম্পর্কে জানেন, যার সাহায্যে একজন ব্যবহারকারী তার রিয়েল টাইম লোকেশন অন্য ব্যক্তির সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন। এখন গুগল ম্যাপেও (এড়ড়মষব গধঢ়ং) অনুরূপ একটি বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ। গুগল সম্প্রতি গুগল ম্যাপে একটি নতুন ফিচার চালু করেছে যা হোয়াটসঅ্যাপের লোকেশন শেয়ারের মতো। এই বৈশিষ্ট্যটির জন্য কোনো অতিরিক্ত অ্যাপের প্রয়োজন নেই। এটি সরাসরি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারকারীকে এখন লোকেশন শেয়ার করতে আলাদা অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে না।

এই ফিচারের সুবিধা : এর আগে, হোয়াটসঅ্যাপের মতো অ্যাপগুলি ব্যবহারকারীদের তাদের লোকেশন শেয়ার করে নেওয়ার ফিচার অফার করত। কিন্তু গুগলের এই ভার্সন সরাসরি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কাজ করে। এর জন্য ব্যবহারকারীকে কোনো অতিরিক্ত অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে না।সবচেয়ে ভাল বিষয় হল যে, আপনি যখনই চান এটি বন্ধ করতে পারেন।

আপনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার অবস্থান শেয়ার করতে পারেন, অর্থাৎ এই সময় শেষ হওয়ার পরে, শেয়ার করা বন্ধ হয়ে যাবে।

এই ফিচারটি কীভাবে ব্যবহার করবেন:

১. প্রথমত, আপনার অহফৎড়রফ ডিভাইসে আপনার Google অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন এবং Google Maps খুলুন।

২. এর পরে, মেনু আইকনে

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইশতিয়াক রুপুর ছড়া

১. জমানায় ফিট

না মানিলাম শরিয়ত নামা
আদেশ নিষেধ রাসুলের
লেখা বলায় দেই যে মিসাল
তকমা যে মোর লেখকের।

লাভ থাকিলে সালাম আদাব
তলে তলে যোগাযোগ,
চলা ফেরায় পথিক মূষিক
সময় কালে যোগ বিয়োগ।

হাল জমানার সঠিক পুরুষ
এই সময়ের চ্যাম্পিয়ন
মালের সুবাস যদি মেলে
অসময়ে আপ্যায়ন !

তালে চলুক কালের কল
হিসাব কিন্তু বরাবর,
না থাকিলে লাভের অঙ্ক
বাদ পড়ে যায় মনোহর!

২. পাই বা না পাই

লাগ ভেলকি লাগ
চোখে মুখে লাগ
কার কপালে জুটবে
আজি দলের গুড লাক।

কেউ করেন শিন্নী মানত
কেউ বা কানেকশন
কেউ বা আশা করেন
হবে মূল্যায়ন।

কেউ আবার ভাবেন নাকি
পেলে হবে ভালো
না পেলে নাই যে ক্ষতি
দখল নিছি খালো।

উপর তালার আশীর্বাদে
খাইছি পাথর বালু
আরো পাইছি ব্যাঙ্ক ভর্তি
হাজার নোটের আলো।

রেষ্টে যাবো কয়টি বছর
গুছিয়ে নিতে অর্জন
বাসায় বসে কানেকশনে
টবে লাগাই গর্জন।

৩. ইমোজি

ইমোজিতে কাজ চলে
জমে যায় ফেইসবুক
সত্যবাবুর প্রশ্ন শুনে
ফেইসবুকে টুক টুক।

কথা সব সত্য বটে
সমজে নেয়া শক্ত,
অতীতে ছিলেন কিনা
সিরিয়াস এক ভক্ত।

সেই দিন কালো রাত
হঠাৎ শুরু হট বাত
তা নিয়ে শুরু হলো
মায়া প্রেম হলো কাত।

সায় পেয়ে উপরের
কেউ নামে ময়দানে
পঁচা কটু বাতচিত
এলো কারো জবানে।

কলম চলে রাত দিন
কদর আলি সদা হাসে
ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হয়
দুই বাঁশ প্যাঁচে ফাসে !

সব দেখে বাকহীন
সবুর করো কটাদিন
আসছে ফিরে নতুন দিন
তাল বাজবে তা ধিন ধিন।

৪.কি দেখলাম রে ভাই !

দুই আঁতেলের পালা গান
দুজন ছাড়েন বাক্যবাণ,
তেড়ে আসেন রাগের মাথায়
ওরা দুজন নেতার খাতায়।

কেউ বলেন তুই বেয়াদব
চিনিস নাকি মোরে ?
কোথা থেকে এসে গেলি
আকাশ পাতাল ফুড়ে।
তৈরী করি নেতা যাদব
আরো বানাই কমিটি
সালাম ঠুকে জিজ্ঞেস করে
দল করবো কোনটি ?

যুবক গোটান কথার হাত
নাই বা ছিলো পেঠে ভাত

বোকা শুন তোর কাহিনী
না থাকিলে নিজ বাহিনী,
হিসাব নিকাশ হলে পরে
না ফুটিবে মুখে বানী।
না থাকিবে পদ পদবী
হাঁড়ির তলার রঙ হবে,
তেল তেলে এই মুখখানা
না ডাকিবে লিডার নেতা
বাঁচতে হলে ভিসা বানা।

৫. প্রিয়তা

কত লিখি কত শিখি
যার নাইকো শেষ
বাক্য গঠন যা তা
রুপ সজ্জায় বেশ।

লেজে আছি সেজে থাকি
জীবন চলে নগদ বাকি,
লাগছে ভীষন ভালো
তিনিই মোদের আলো।

দলে থাকি জলে থাকি
আছি সংখ্যা দশে
বন তাবিজে দশের দলে
আছি সবাই বশে।

দাম আছে নাম আছে
লিখি নাকি বেশ,
নগর জুড়ে বলে সবাই
গুতো মারবে মেষ।

৬. বাজান ঢোল সকল কাজে

আয়গো সখি গিয়ে দেখি
রঙ্গ মেলার কাজ কারবার
মঞ্চে উঠে মাইক হাতে
হেসে বলে নমস্কার !

পাশের দিদি দেয় না সময়
জোরে বলে,বন্ধ কর সমাচার।
হৈ চৈ আর হট্টগোল,
মান সম্মান পুরো পাংচার

অতিথিরা জিজ্ঞেস করেন
হলো কি শুরু? আজ আবার !
বোদ্ধা কিছু নানা সাজে
বাজান ঢোল সকল কাজে
তারাও ছিলেন আসনে
এবার নাকি শুধুই শ্রোতা
নাম ছিলো না ভাষনে।
এতো সবের পরেও বলেন
আমরা সবাই বাঙ্গালী,
আদেশ নিষেধ তাদের হাতে
বাকিরা সব গরীব কাঙ্গালি।

৭. বিজ্ঞজন

থাকে পকেটে চড়ে শকটে
জ্ঞানীর বেশে চলে
পরের কথা ধার করে
জ্ঞানের কথা বলে।

থলি শুন্য গলি শুন্য
শুন্য উপর তলা
বোকার মত হামলে পড়ে
চড়া করে গলা।

বিজ্ঞ জনের ভাব ধরে
অভিনয় করে বেশ
ভাবখানা ভীষন জ্ঞানী
জানার নাইকো শেষ।

উপকারে সবার জন্য
হুকুম পেয়ে রেডি
জ্ঞানের বহর সঙ্গে সদা
জোড়ায় জোড়ায় লেডি।

৮. ভালো কাল

পথের পাশে গোলাপ চাষ
হও তুমি জলোচ্ছ্বাস
তোমার ছোঁয়ায় গল্প শুরু
আয়নাবাজীর স্বর্গ বাস !

বর্ষা খুঁজে ময়ূর কদম
কাম ঝরনায় শুদ্ধ জল
ছেঁড়া পত্রে কুকুর শাবক
দিন শেষে সুখের অতল।

আলো ছায়ায় রোদ খেলে
স্থির থাকে শিশুর বোল
জন্মে ছিলাম গত শতক
সেথায় দেখি সবাই গোল।

চিলেকোঠায় চৌকা ঘুড়ি
স্মৃতির লতায় বুনো ফুল
বাঁচার আশায় পুরুষ শামুক
স্মরন করে প্রেমের বোল।

বুনো পথে মেঘের আকাশ
নীরব ভোরের উষার আলো
নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি
আছি আমি ভীষন ভালো।

এই জয় কোনো ক্লাইমেক্স নয়

ঘটনাটা ঘটে গেল। লিও তলস্তয়ের আন্না কারেনিনা যারা পড়েছেন তারা জানেন, আট ভাগে বিভক্ত বিশাল উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের একাদশ অধ্যায়ে ঘটনাটা ঘটে যায়। উপন্যাসের সূচনায় দেখা যায় মস্কোর অভিজাত স্টিফেন অবলোনস্কি আর তার কন্যার গৃহশিক্ষিকার মধ্যে গোপন প্রণয়ের কথা জানতে পেরে স্টিফেনের স্ত্রী ডলি ক্ষুব্ধ, চিন্তিত।

স্টিফেনের বোন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা কারেনিনার স্ত্রী আন্না সেন্ট পিটাসবার্গ থেকে মস্কো আসে ভাইয়ের কাছেড়ভাই ও ভাইয়ের বৌয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দেওয়ার চেষ্টায়। আন্নার সাথে পরিচয় হয় সেনা কর্মকর্তা কর্নেল ভ্রনস্কির সাথেড় পরবর্তীতে যা প্রেমে রূপ নেয়। বিবাহিতা আন্নার সাথে ভ্রনস্কির এই প্রেম, প্রেমের বিস্তার ও পরিণতি এইসব নিয়েই এগিয়ে চলে বিশাল বিপুল এই উপন্যাস।

তারই দ্বিতীয় ভাগের একাদশ অধ্যায়ে এসে ঘটনাটা ঘটে যায়। তলস্তয়ের ভাষায়, 'অবশেষে ব্যাপারটা ঘটে গেল। ভ্রনস্কি সারা বছর ধরে পুরোনো কামনার পরিবর্তে যে বাসনা পুষেছিল; যেটা মনে করা অসম্ভব বা ভীতিকর অথচ অপার্থিব এক পুলকের স্বপ্নের মতো, সেই ঘটনটা ঘটে গেল। আন্না কারেনিনা ও ভ্রনস্কি শারীরিকভাবে মিলিত হলো।'

আন্না কারেনিনা যখন পড়ি তখন আমি সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক। সেই অধ্যায়টা পড়ে আমার যেটা মনে হয়েছিল, হায় হায়। উপন্যাসের বড় অংশ এখনো বাকি, এর মধ্যেই ক্লাইমেক্স শেষ হয়ে গেল! বাকি উপন্যাস তাহলে অর্থহীন হয়ে গেল না? কিন্তু না, সেইটা তো হয়নি। সেই অনিবার্য ঘটনাটি প্রথমে মনে হয়েছিল বটে যে এইটাই কি না উপন্যাসের ক্লাইমেক্স, আসলে সেইটা কাহিনির একটা মোড় মাত্রড়ক্লাইমেক্স মোটেই নয়।

বলতেই হবে যে হাবিবুল আউয়াল কমিশন আসলেই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং নিরপেক্ষতার সাথে এই নির্বাচনটি পরিচালনা করেছে। প্রায় ৪০ শতাংশের মতো ভোটার নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। কয়েকটি জায়গায় সংঘর্ষ হয়েছে, জাল ভোটের ঘটনা খুবই কম ঘটেছেড়জাল ভোট ধরা পড়ার পর কয়েকজনকে জেলে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করে সেই রকম বড়সড় কোনো ঘটনা ঘটেনি।

বড় ঘটনা যেটা ঘটেছে, চট্টগ্রাম-১৬ আসনে সরকারি দলের প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। যারা যারা নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন তাদের নিয়ে আমরা নন্দিত নাও হতে পারি, আগামী সংসদের যে সম্ভাব্য রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক মনে না করার সঙ্গত যুক্তি থাকতে পারেড়কিন্তু যে কথাটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, তা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের শুরু থেকে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য কোনো ত্রুটি রাখেনি।

নির্বাচনের ফলাফলে যা দেখা গেছে তাতে খুব বেশি চমক কিন্তু নেই। প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন মাঠে যারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ও নৌকা পেয়েছেন ওরা অধিকাংশ আসনেই পাস করে যাচ্ছেন। যেটুকু চমক দেখা গেছে তা হচ্ছে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন প্রার্থী ধরাশায়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে। এইরকম ধরাশায়ী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান সরকারের মন্ত্রীও আছেন।

স্পষ্টতই আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করবে আর আওয়ামী লীগের পর এই স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই হবে সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য

ইমতিয়াজ মাহমুদ

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় পার্টি কয়েকটি আসন পেয়েছে, তাও মূলত আওয়ামী লীগের বদান্যতায় প্রাপ্ত।

আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য নেতা রাশেদ খান মেনন যিনি বরিশালের একটি আসনে নৌকা মার্কা নিয়ে জিতেছেন। নৌকা নিয়েও হাসানুল হক ইনু ও ফজলে হাসান বাদশা হেরে গেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে। এর ফলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের বিপরীতে উপচারিক বিরোধী দল হিসেবে হয়তো জাতীয় পার্টি থাকবে কিন্তু কার্যত সংসদে আর কোনো বিরোধী দল থাকল না।

এইখানেই তলস্তয়ের চিরায়ত সাহিত্যকর্ম আন্না কারেনিনার সাথে বর্তমান

নির্বাচনের সাদৃশ্য। যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বর্তমান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কয়েক বছরের জন্য রাজনীতির ক্লাইমেক্স মনে হলেও কার্যত এই নির্বাচন এবং নির্বাচনের ফলাফল ক্লাইমেক্স মোটেই নয়ড়এটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক মাত্র।

২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির এই নির্বাচনের ফল ধরেই অগ্রসর হবে বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনীতি এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অভিমুখে অভিযাত্রা।

এই নির্বাচন আগামী পাঁচ বছরের জন্যে আওয়ামী লীগের সরকারের বৈধতা প্রদান করবে তো বটেই, সেই সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক ধরনের সরকারের দাবির গ্রহণযোগ্যতা বা যৌক্তিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে। বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক শক্তিকে এবং রাজনীতি সচেতন মানুষদের ভাবতে হবে, আওয়ামী লীগের বিপরীতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কেবল বিএনপি নির্ভরতা থেকে মুক্তির পথ কী?

যেসব রাজনৈতিক শক্তি দীর্ঘদিন গণমানুষের মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আমাদের দেশে সেক্যুলার রাজনৈতিক ধারাকে যারা সবসময় ধারণ করেড়সেইসব রাজনৈতিক দলগুলো এখন বসবে নিজেদের কৃতকর্ম এবং সামনের দিনগুলোর জন্য করণীয় নির্ধারণ নিয়ে।

১৪ দলে আওয়ামী লীগের মিত্র যে কয়েকটি দল রয়েছে এবং ১৪ দলের বাইরে বাম-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো, ওদের জন্য এখন জরুরি হয়ে যাবে নতুন করে সৃজনশীল কর্মসূচি এবং রাষ্ট্রের জন্য সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা।

বিএনপির নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ফলে এই যে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেল গোটা রাষ্ট্রের ওপর, এই অবস্থায় সরকারের ন্যূনতম জবাবদিহিতাটুকুও সম্ভবত পার্লামেন্টে আর নিশ্চিত করা যাবে না। স্বতন্ত্র এমপিরা তো প্রায় সকলেই আওয়ামী লীগেরই লোক, জাতীয় পার্টিরও তো আর সেই নৈতিক শক্তি নেই যে, ওরা আওয়ামী লীগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে। ওদের সংসদে কেবল একটি অ্যাপেন্ডিক্স হিসেবেই বিরাজ করতে হবে যাদের আওয়ামী লীগ যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তেমনভাবে ব্যবহার করবে।

এই অবস্থায় জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিরোধী ক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে এই এমপি বা কট্টর দক্ষিণপন্থী অন্য কোনো রাজনৈতিক শক্তির উত্থান খুব বিস্ময়কর বা অসম্ভব কিছু হবে না। সেই রকম যদি কিছু হয় তাহলে বাংলাদেশের জন্য তা হবে আশঙ্কাজনক পরিণতি।

শেখ হাসিনার সরকারের পতনের দাবিতে চলমান যে আন্দোলন রয়েছে, বিএনপি এবং ওর মিত্ররা হয়তো সেই আন্দোলনটি চালিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে এই আন্দোলন আগামী দিনেও খুব যে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখতে পারবে সেই রকম ভাবার কোনো কারণ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিও খুব একটা যে হালে পানি পাবে সেই রকম ভাবারও কোনো কারণ নেই। সংসদে কার্যত কোনো বিরোধী দল নেই। এইরকম একটা অবস্থা দেশের জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। নির্বাচনে জিতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবেড়আওয়ামী লীগের এই বিজয় এবং সরকার গঠন এটা পরিবর্তিত নতুন রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সূচনা মাত্র।

এইখানে যদি সব রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভূমিকা পালন করতে না পারে, রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হতে হবে। নির্বাচনের এই ফল অনিবার্য ছিলড়আজ সেইটা ঘটে গেছে, তবে এইটা কোনো সমাধান নয়, নতুন একটা প্রশ্ন মাত্র।

ইমতিয়াজ মাহমুদ ।। আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট।

দৈনিক ঢাকা পোস্টের সৌজন্যে

সবাই জিতে গেলাম!

বহুল আলোচিত সমালোচিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল। এ নির্বাচনে আমরা সবাই জিতে গেলাম! নির্বাচনের পক্ষ শক্তি দেশ-বিদেশের নানা মহলের প্রতিবাদ, আলোচনা-সমালোচনা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। ফলে তারা জিতে গেছে। নির্বাচনের বিপক্ষ শক্তি ব্যাপক ধরপাকড়, গ্রেপ্তার এবং ভয়ভীতি সত্ত্বেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পেরেছে। ফলে তারাও জিতে গেছে। ভোটকেন্দ্রে ভিড় না থাকায় যেসব ভোটার নির্বাচনে ভোট দিতে গেছে, তারা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পেরেছে। ফলে তারাও জিতে গেছে। যেসব ভোটার ভেবেছে ভোট দিলেও যে ফল, না দিলেও সেই ফল, তারা ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে বাড়িতে বসে মনের ক্ষোভ ঝেড়েছে। ফলে তারাও জিতে গেছে।

আর গুটি কয়েক ছাড়া বিরোধী শক্তিমুক্ত ফাঁকা নির্বাচনে যারা প্রাথী হয়েছিলেন তারা আগেই জিতে গেছেন। আমরা প্রত্যেকেই তো কোনো না কোনো জিতে যাওয়া গ্রুপের সদস্য। তাহলে এ নির্বাচনে আমরা সবাই জিতে গেলাম। কিন্তু দেশ মাতা কি জিততে পেরেছে? দেশ মাতা হারিয়েছে কতকগুলো নিরীহ সন্তানদেরকে যারা ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ফলে আগুনে পুড়ে নির্মম মৃত্যুর শিকার হয়েছে।

ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ

সবাই জিতে যাওয়াকে জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম বা সাধারণ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বলা হয় যা একটি দেশের জন্য একান্ত কাম্য। কিন্তু সেই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা হতে হবে হিংসা বিদ্ধেষহীন উঁচু মানের। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে চরম হিংসা-বিদ্ধেষপূর্ণ এবং অত্যন্ত নিচু মানের যা দেশের জন্য মোটেও কাম্য না বিশেষ করে যে দেশ আর মাত্র দেড় যুগের মধ্যে উন্নত বিশ্বে পদার্পণের স্বপ্ন দেখে। এই হিংসা-বিদ্বেষ দেশ মাতার সন্তানদের মধ্যে চলমান বিভাজনকে আরও বহুগুনে বাড়িয়ে দেবে। ফলে দেশ স্থায়ীভাবে হিংসা-বিদ্বেষের দুষ্টচক্রে পতিত হলো। এর বলি হবে আবারও নিরীহ মানুষ। খালি হবে বহু মায়ের বুক।

কবি গুরুর কথা যেন আবারও সার্থক প্রতিধনিত হচ্ছে- দেশ মাতার সন্তানরা এখনও মানুষ হতে পারিনি। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান সাহিত্যিক নিরোধ চন্দ্র চৌধুরীর বাঙালিকে 'আত্মঘাতী বাঙালি' হিসাবে তুলনা আবারও সার্থক হলো। ওমনে রেখো, মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন, মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন্ -বঙ্গবন্ধুর এই বিখ্যাত উক্তির মর্ম হয়তো আমরা বুজতে পারিনি। তাই স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখে বঙ্গবন্ধুর করা উক্তি - 'কবিগুরু, তোমার কথা মিথ্যে হয়েছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে'-এর মান আমরা রাখতে পারলাম না। যতই সমৃদ্ধি আসুক, হিংসা-বিদ্বেষে নিমজ্জিত এবং সর্বদা কলহরত অমানুষ সন্তানদের নিয়ে দেশমাতা নিশ্চয় গর্বিত নয়। আর এখানেই হেরে গেছে দেশ।

হে প্রভু, তুমি আমাদের প্রিয় দেশকে জিতিয়ে দিতে দেশমাতার সন্তানদেরকে অমানুষ থেকে মানুষ কর এবং আত্মঘাতী বাঙালি থেকে আত্মপ্রত্যয়ী জাতিতে পরিণত কর। ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক। দৈনিক কালবেলা-র সৌজন্যে

ড. ইউনূসের সাজা কি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অশনি সংকেত?

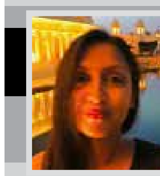

জিনা তাসরিন

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে গত ১ জানুয়ারি ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ড. ইউনূসের সাজার রায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কী বার্তা দিচ্ছে? তারা এই রায়কে কীভাবে নেবেন? তারা কী ধরেই নেবেন বাংলাদেশে বিনিয়োগে তাদের ঝুঁকি বাড়বে?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এই রায় বাংলাদেশ ও দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কারণ বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো আস্থা হারালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আরও কমে যেতে পারে।

নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাবিদরা দীর্ঘদিন ধরে স্বীকার করে আসছেন, দেশের সফল উন্নয়ন কৌশলের একটি মূল উপাদান এফডিআই। কারণ অর্থনৈতিক রূপান্তরে প্রয়োজনীয় মূলধন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ তৈরি করে দেয় এফডিআই। তবে বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, মানবসম্পদ এবং আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ নিয়ে নানান সমস্যা আছে। এ কারণে বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহ সবসময়ই কম ছিল। আর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে এই রায়ের ফলে দেশের আইন প্রয়োগকে ঘিরে বিদেশিদের নেতিবাচক ধারণা আরও বাড়তে পারে। কারণ তাকে আইনের বেড়াজালে আটকাতে প্রচুর আইনি যুক্তি দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশে শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী, কোম্পানির মুনাফার পাঁচ শতাংশ কর্মচারীদের ভাগ দিতে হয় এবং বিভিন্ন কর্মী ফান্ডে যোগ করতে কয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আটকাতে এই আইনটি ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গ্রামীণ টেলিকমের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. ইউনূস এই আইন মেনে চলেননি, তিনি শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেন। সহজ করে বললে বলতে হবে, গ্রামীণ টেলিকম তার কর্মীদের অর্জিত মুনাফার ভাগ দেয়নি।

আইন অনুযায়ী যুক্ত ঠিক আছে, কিন্তু যখন জানা যায়- গ্রামীণ টেলিকম একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, তখন এই আইনি যুক্তির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কখনো কোনো মুনাফা অর্জন করে না। সুতরাং প্রশ্ন হলো- যে প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করে না তারা কীভাবে কর্মচারীদের মুনাফার ভাগ দেবে? তাই অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মচারীদের মুনাফার ভাগ দেওয়ার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়।

এখানে আইনের আরেকটি ফাঁকফোকর আছে, তা হলো দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল ফোন অপারেটর ও শেয়ারবাজারের বৃহত্তম কোম্পানি গ্রামীণফোনের ৩৪ শতাংশ শেয়ারের মালিক গ্রামীণ টেলিকম। সেই হিসেবে গ্রামীণ টেলিকম অবশ্যই গ্রামীণফোনের কাছ থেকে মুনাফার অংশ নেয়। কিন্তু, সেই মুনাফা সামাজিক ব্যবসায়ে ব্যয় করে গ্রামীণ টেলিকম।

কিন্তু গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীরা মনে করেন, গ্রামীণফোনের মুনাফার পাঁচ শতাংশ তাদের প্রাপ্য। এটি একটি অযৌক্তিক দাবি হলেও গ্রামীণ টেলিকম তাদের দাবিতে সম্মত হয়েছে।

এখানেও ত্রুটি খুঁজে বের করা হয়েছে, গ্রামীণ টেলিকম ও তার কর্মচারীদের মধ্যে আদালতসম্মত এই নিষ্পত্তিকে ঘুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই লেনদেনটি দেরিতে সম্পন্ন হওয়ায় অর্থপাচার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ্রামীণ টেলিকমের সঙ্গে আচরণে আরেকটি সমস্যা পাওয়া গেছে, তা হলো- তারা

৬০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীকে নিয়মিত করেনি।

গ্রামীণ টেলিকম যখন যাত্রা শুরু করেছিল, তখন এর লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ নারীদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া, যা অর্থ উপার্জনের কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তাতে নারীর ক্ষমতায়ন হবে। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন সহজলভ্য হয়ে পড়েছে, তাই গ্রামীণ টেলিকমের এই প্রধান কার্যক্রম এখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে তাদের অনেক কর্মীকে ছেড়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৯ জনকে চুক্তিভিত্তিতে রেখেছিল এবং তারা স্থায়ী চাকরির সব সুবিধা ভোগ করেছে। তাদের চুক্তিতে রাখার কারণ হলো গ্রামীণ টেলিকমের কাজের আদেশের ওপর তাদের কাজ নির্ভর করে।

কিন্তু, বাংলাদেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আছে যারা তাদের কর্মীদের মুনাফার পাঁচ শতাংশ ভাগ দেয়নি এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ী করেনি। এমন কয়টি প্রতিষ্ঠানকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এটাই এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

অথচ ড. ইউনূসের মতো একজন বিশ্বখ্যাত, শ্রদ্ধেয় নাগরিক প্রায় ২০০টি মামলার সম্মুখীন হয়েছেন। যদি তার মতো নোবেলজয়ীকে এভাবে আইনি হয়রানির শিকার হতে হয়, তাহলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কী অপেক্ষা করছে? এখানে বার্তা পরিষ্কার, যদি তারা যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকেন তাহলে আইনি জালে আটকা পড়তে পারেন।

ইতোমধ্যে নরওয়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান টেলিনরের মালিকানাধীন গ্রামীণফোনকে ক্রোধের মুখে পড়তে হয়েছে। নিম্নমানের সেবার অজুহাতে ছয় মাসের জন্য গ্রামীণফোনের সিম কার্ড বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, ড. ইউনূসের সাজার পদ্ধতি বিদেশি বড় বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের প্রতি আস্থা বাড়াবে না এবং ইতোমধ্যে যেসব তথ্য আছে বা ঘটনা ঘটেছে তাও আশাব্যঞ্জক নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শীর্ষ কর্মকর্তারা জানান, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপের কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ থেকে তাদের মুনাফা ফেরত নিতে বাধার মুখে পড়ছে। ফলে গত কয়েক বছর ধরে এফডিআইয়ের যে নিম্ন মাত্রা ছিল তা আরও সংকুচিত হতে শুরু করেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের কথাই ধরা যাক, কাগজে-কলমে নিট এফডিআই প্রবাহ ছিল ৩ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৫ শতাংশ কম। কিন্তু তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে এই অর্থের মাত্র এক চতুর্থাংশ নতুন প্রবাহ ছিল এবং গত অর্থবছরে এফডিআইয়ের ৭২ দশমিক ৯ শতাংশ পুনঃবিনিয়োগ করা আয় ছিল।

২০২১-২২ অর্থবছরে পুনঃবিনিয়োগ করা আয় ছিল ৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারের নিট এফডিআইয়ের ৫৯ দশমিক ৪ শতাংশ। বিপরীতে, ৩৯ দশমিক ২ শতাংশ নতুন বিনিয়োগ ছিল, যা তার আগের অর্থবছরের ৩২ দশমিক ৬ শতাংশের চেয়ে বেশি।

বর্তমানে রিজার্ভের ওপর যে চাপ আছে তা কমতে সময় হয়তো লাগবে, হঠাৎ করে কমার সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশ থেকে মুনাফা নেওয়ার অনুমতি দিতে কিছুটা সময় লাগবে। আর যদি তারা মুনাফা নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশে অর্থ রাখার জন্য তারা আর কী প্রণোদনা পাবে?

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে এভাবে সাজার রায় ঘোষণার পর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহে ভাটা পড়তে পারে।

দুর্নীতি দমনে ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়তে হবে

রহমান মৃধা

আমরা সবাই বেশ বলছি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হবে। কীভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া সম্ভব এবং কখন কীভাবে সেটা শুরু করব, তা কি পুরো জাতির কাছে পরিষ্কার? আমি অতীতে লেখালেখির শুরুতে একটি বিষয়ের ওপর ছোঁয়া দিয়েছিলাম, তা হলো দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে প্রযুক্তির যুগে ক্যাশ টাকার পরিবর্তে কার্ডের মাধ্যমে শতভাগ কেনাবেচা চালু করা যেতে পারে। পুরো দেশ এখন দুর্নীতিযুক্ত। দুর্নীতি নিয়ে কথাও কিন্তু হচ্ছে প্রতিদিন, তবে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। আমি শতভাগ নিশ্চিত, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ পেতে ক্যাশলেস বাংলাদেশের বিকল্প এ মুহূর্তে নেই। যাই হোক, এটা ছিল কিছু চিন্তাধারা এবং ভালোমন্দের ওপর চোখের পলকে একটু ঝলক। আমার সেদিনের সে ঝলক ছিল অনেকের কাছে স্বপ্নের দৃশ্য। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে স্মার্ট হতে হবে, প্রয়োজনে নতুন মিশন, ভিশন ও পলিসি দাঁড় করাতে হবে।

সুইডেন বলতে গেলে বিশ্বের প্রথম একটি দেশ, যে দেশটি প্রায় শতভাগ ক্যাশলেস এখন। কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে স্থিতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। আজ আমি ক্যাশলেস বেচাকেনার ওপর পরিষ্কার একটি ছবি তুলে ধরব, যা শুধু স্বপ্ন নয়, বাস্তব জীবনের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। সুইডেনের শতভাগ কেনাকাটায় প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং সুইডেন প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বের ফ্রন্ট পেজে রয়েছে। ভিসা, মাস্টারকার্ড, আমেরিকান এক্সপ্রেস এবং সুইচ অ্যাপসের ব্যবহারে এক অগ্রগামী জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। টেলিফোন ও টেলিভিশনের ব্যবহারে কোনো একসময় কেব্ল ছাড়া কথা বলা বা ছবি দেখা সম্ভব ছিল না। আজ কেব্ল (ওয়্যারলেস) ছাড়াই আমরা টেলিফোন ও টেলিভিশন ব্যবহার করছি।

প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির কারণে সবকিছুর পরিবর্তন শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় শুধু অংশগ্রহণ নয়, টিকে থাকার জন্য অনেকে উঠেপড়ে লেগেছেন। দেশে অরাজকতার মূল কারণ কী, তা যদি শনাক্ত করা না হয়, তাহলে কোনো দিনও সম্ভব হবে না দুর্নীতিমুক্ত পরিবার, সমাজ বা একটি দেশ গড়ে তোলা।

যুগ যুগ ধরে ধর্ম, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশনড়এসব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর কোথাও কখনো অন্যায়কে অ্যালিমিনেট করতে পারেনি। বরং পরিবার, সমাজ ও দেশে দুর্নীতি, অবিচার ও অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে।

সততার অবনতি বা অবক্ষয় রোধে সৃষ্টি হয় সিস্টেমের। মানবজাতিকে শাসন, শোষণ বা ভাষণে নয়, সিস্টেমের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। সিস্টেম বা পদ্ধতির পরিবর্তন করলে হাজার ইচ্ছা থাকলেও উপায় থাকবে না দুর্নীতি বা অন্যায় করার।

কেনাবেচা, আদানপ্রদান বা বিনিময় যখন নথিভুক্ত উপায়ে হবে, তখন হিসাবে গরমিল হলে বা দুর্নীতির মধ্যে অর্থ পাচারের চেষ্টা করলে সহজ উপায়ে তা শনাক্ত

করা সম্ভব হবে।

সুইডেনে আমি প্রতিদিন কোথায়, কখন, কাকে, কীভাবে কত টাকা দিয়েছি বা কী কিনেছিড়সবকিছু মনিটর করা হচ্ছে। ব্যক্তির দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ট্রানজেকশন হিসাব থাকে। কাগজের টাকার মাধ্যমে কোনো রকম কেনাবেচা নেই এখানে, যা ঘটছে এর সবকিছুই ডকুমেন্টেড।

বর্তমান যুগে সহজ উপায়ে নানা ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কেনাকাটা বা মনিটরের ব্যবস্থা রয়েছে। আমার প্রশ্ন জাতির কাছে, আসলে কি আমরা পরিবর্তন চাই? আমরা কি সবাই মিলেমিশে সুন্দরভাবে বসবাস করতে চাই? নাকি যেমন আছি তেমন থাকতে চাই? যাঁরা সৎ পথে চলতে রাজি, তাঁরা বলবেন ইয়েস, আমরা পরিবর্তন চাই।

বাংলাদেশ যেহেতু স্যাটেলাইট আকাশে পাঠিয়েছে, তাই প্রত্যাশা থাকতেই পারে সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর। শুধু বাংলাদেশ নয়, আশপাশের দেশও কাগজের টাকা ধরে রাখতে চায়।

কারণ একটাই, তা হলো দুর্নীতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। একই সঙ্গে লোকদেখানোর জন্য গঠন করা হয়েছে দুর্নীতি দমন বিভাগ, যা কাইন্ড অব গুড ফর নাথিং। উদ্দেশ্য যদি সত্যিই দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া হয়, তাহলে কাগজের টাকাযুক্ত পদ্ধতির ব্যবহার ছেড়ে ক্রেডিট কার্ডে কেনাবেচা করতে কষ্ট কোথায়?

দেশের বাজেটপ্রক্রিয়ায় বিশাল আকারে দুর্নীতি, যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এসব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সিস্টেমের আবির্ভাব ঘটানো ছাড়া আছে কি অন্য কোনো সমাধান? আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে পুরো পৃথিবী কাগজের টাকার লেনদেন বন্ধ করে দেবে। তখন কালো টাকা কীভাবে সাদা হবে, তা জানি না। তবে ধরা খেতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সরকারের উচিত হবে দেশে কাগজের টাকা ধাপে ধাপে বন্ধ করা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো। বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যবস্থা হলে দরগায় মন দিতে হবে না, মিথ্যা ফকির সাজা লাগবে না, অন্তর থাকবে সুন্দর এবং সাধনা বিফলে যাবে না।

যেহেতু দেশে দুর্নীতির কথা সবাই বলেন, এর থেকে রেহাই পেতে হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ নামে নয়, তা কাজে দেখাতে হবে। জানি, প্রিয় দেশবাসীর অনেকেই আমার এ ধারণাকে অপছন্দ করবেন। তবে এ অপছন্দই হবে নতুন প্রজন্মের জন্য বেঁচে থাকার এক স্বপ্ন। আমি বিশ্বাস করি, জনমের সাধ মেটাতে এবং মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকতে সততার বিকল্প নেই।

মরতে সবার হবেই, শুধু কবে তা আজও অজানা। ঘৃণা নয় প্রীতি, দুর্নীতি নয় নীতি, অন্ধকার নয় আলো, তাই তো পৃথিবী তোমারে বাসি ভালো। ভুবন কাঁদবে আমি চলে গেলে, মধুর স্মৃতি হয়ে থাকবে আমার কর্মের ফল, যে কর্মের ফলে থাকবে না ঘৃণা, থাকবে শুধু সবার প্রাণঢালা ভালোবাসাড়এটাই হোক সেই অজানা দিনগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়েগুছিয়ে রেখে যাওয়ার নতুন স্বপ্ন ও সাধনা।

সুইডেন থেকে দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Jamaica Office
87-47 164th Street
Jamaica
NY 11432
646-982-9938

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

বাংলাদেশে ধনকুবেরদের সংখ্যা কেন বাড়ছে

এম এস সিদ্দিকী

নিউ ইয়র্কভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ‘ওয়েলথ এক্স’-এর ২০১৯ সালের প্রতিবেদনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধিতে নাইজেরিয়া ও মিশরের পরে তৃতীয় অবস্থানে থাকবে বাংলাদেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ‘ওয়েলথ এক্স’ ৩০০ কোটি টাকার (৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের অতি-উচ্চ সম্পত্শালী বা অতি ধনী হিসেবে বিবেচনা করে। বর্তমানে ধনী বৃদ্ধির তালিকায় ভিয়েতনাম, পোল্যান্ড, চীন, কেনিয়া, ভারত, ফিলিপাইন ও ইউক্রেনের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমানুপাতিকভাবে বাড়েনি। কারণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যে দেখা গেছে যে, ‘গিনি কোএফিসিয়েন্ট’ অনুসারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ০ থেকে ১ স্কেলে ২০২৩ সালে ০.৫০ হয়ে গেছে, যেটা ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছরে ০.৪৬ থেকে মাত্র ০.৪৮ এর কাছাকাছি পৌঁছায়। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, দেশে বিগত ৫০ বছরে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ ধনীদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ এখন দেশের মোট আয়ের ৪১ শতাংশ অংশ ধারণ করে, যেখানে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ ধারণ করে মাত্র ১.৩১ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২’-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই চিত্র ।

‘ফোর্বস ম্যাগাজিন’ থেকে প্রকাশিত ২০২২ সালের বিশ্ব বিলিয়নিয়ার তালিকা অনুযায়ী বিশ্বে ২ হাজার ৬৬৯ জন বিলিয়নিয়ার রয়েছে এবং তাদের কেউই বাংলাদেশের নয়। মজার বিষয় হলো, বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে কোনো বিলিয়নিয়ার নেই। যদিও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে অর্থনীতির আকার এবং বিলিয়নিয়ার সংখ্যার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকেই বলেন, বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে বিলিয়নিয়ার আছে কিন্তু তারা অফশোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং রিয়েল এস্টেটে তাদের সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন। এটা বলা যুক্তিযুক্ত কারণ, প্যান্ডোরা পেপারসে ১১ জন বাংলাদেশির নাম প্রকাশ করা হয়েছিল, যারা ট্যাক্স হ্যাভেন-খ্যাত বিভিন্ন দেশে তাদের সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দেশের বাইরে পাচারকৃত টাকার সঠিক পরিমাণ অনুমান করা কঠিন। তার ওপর বাংলাদেশে অনেক ধনী ব্যক্তি কর ফাঁকি দেন। এজন্য অনেক ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ অনুমান করা যায় না। মূলত এই কারণেই বাংলাদেশি ধনকুবেরদের নাম বৈশ্বিক তালিকায় আসছে না।

বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থীরা হলফনামায় তাদের সম্পদ ঘোষণা করেছেন। জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রার্থীদের সম্পদের ঘোষণায় দেখা গেছে অনেক সংসদ সদস্য কোনো বৈধ পেশা ছাড়াই কোটিপতি হয়েছেন। বাংলাদেশে অনেক কোটিপতি আছে। কোভিড-১৯ মহামারি, বৈশ্বিক মন্দা এবং দেশে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও কোটিপতির সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ২০২৩ সালের জুনের শেষে দেশের ব্যাংক খাতে ১ কোটি টাকার বেশি হিসাবধারীর (আমানতকারী ও ঋণগ্রহীতা) সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৪৯ হাজার ৬৮৯ জন। তবে এটা একটা নথিভুক্ত সংখ্যা মাত্র, এর বাইরেও অনেক কোটিপতি রয়েছেন। তাদের সম্পদের কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব নেই। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে, ব্যাংক খাতে মোট কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯ হাজার ১৬৩ জন।

গত তিন বছরে মহামারি-লকডাউন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং উদ্ভূত অর্থনৈতিক মন্দার ফলে অনেক মানুষ দারিদ্র্যের কবলে পড়েছে। বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটা জরিপে দেখা যায়ড়বাংলাদেশে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; যদিও দেশের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সরকারি ও বেসরকারি রেকর্ড অনুযায়ী ভিন্ন। ‘ক্রেডিট সুইস’ থেকে প্রকাশিত ‘গ্লোবাল ওয়েলথ

ডেটাবুক ২০২২’ অনুসারে, ২০২১ সালে বাংলাদেশে ৫০০ কোটি টাকার (৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অধিকারী ছিল ২১ হাজার ৩৯৯ জন। ডেটাবুকটা আরো দেখিয়েছে, কোভিড মহামারি থাকা সত্ত্বেও ২০২১ সালে ১০০ থেকে ১৫০ কোটি টাকার (১-৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অধিকারী বাংলাদেশির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ৯৩১ জন। দেশে কোটিপতির সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করতে পারছে না কর বিভাগ। বাংলাদেশের কর থেকে জিডিপি অনুপাত ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যক্ষ করব্যবস্থার প্রগতি খুবই ধীরগতিসম্পন্ন। আবার কর ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের মোট সম্পদের প্রায় ৪৫-৬৫ শতাংশ থেকে কোনো কর পাওয়া যায় না।

কালোটাকার মালিকরা এ দেশে ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের অর্থ দেশে রাখা নিরাপদ বোধ করেন না এবং খুব সহজেই অন্য দেশে অর্থপাচার করে দেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের জন্য রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বড় উত্স ছিল এবং বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কিছু শহর বাংলাদেশিদের জন্য বিনিয়োগের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা এসব জায়গায় ভিলা, ফ্ল্যাট, ছোট হোটেল, পাঁচ তারকা হোটেলসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ডিফেন্স স্টাডিজ (সি-৪-এডিএস)-এর রেকর্ডের ভিত্তিতে ইইউ ট্যাক্স অবজারভেটরি বলেছে, ৪৫৯ জন বাংলাদেশি তাদের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন করে দুবাইয়ে সম্পত্তি কিনেছেন। উক্ত রেকর্ড অনুযায়ী ২০২০ সাল পর্যন্ত তারা সেখানে ৯৭২টি সম্পত্তি কিনেছেন, যার মূল্য প্রায় ৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সমতুল্য।

অনেকেই নিজের নামে বা তাদের কাছের ও প্রিয়জনের নামে এসব সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। তারা এই উদ্দেশ্যে তাদের বাংলাদেশী নাগরিকত্বের পরিবর্তে আলবেনিয়া, সাইপ্রাস এবং অন্যান্য দেশের নাগরিকত্ব ব্যবহার করেন। অনেক বাংলাদেশি এমনকি পাম জুমেইরা, সিলিকন ওসিস, অ্যামিরেটস হিল, দুবাই মেরিনা এবং বিজনেস বে-এর দামি এলাকায় বাড়ি ও তারকা হোটেল কিনেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি এসব এলাকায় বিনিয়োগ করে থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং কানাডার বেগমপাড়া বাংলাদেশিদের দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পত্তির জন্য বেশ পরিচিত। যদিও বাংলাদেশের আইন বাংলাদেশি নাগরিকদের অন্যান্য দেশে এমন সম্পত্তি ক্রয়ের অনুমতি দেয় না। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেনের একটি সমীক্ষা অনুসারে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই আমলা, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী। ব্যবসার পরিবেশ বাণিজ্য স্বাধীনতা, আর্থিক স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, করের বোঝা ইত্যাদি পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা হয়। অর্থনীতির আকার, মাথাপিছু আয়, বিনিয়োগের পরিবেশ, বাণিজ্যের উন্মুক্ততা, বেসরকারিকরণের হার, প্রতিযোগিতার নীতি, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, একচেটিয়া বা অলিগোপলিস্টিক প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি পাবলিক সার্ভিসের বাজার সম্পদ আহরণকে সহজ করে তুলতে পারে। এই ফ্যাক্টরগুলোর প্রভাব দেশ-কালপাত্রভেদে পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে এই ফ্যাক্টরগুলো অনুপস্থিত, তার পরও অতি ধনীর সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ধনী জনসংখ্যার বৃদ্ধি ডিজিপি বা ইক্যুইটি মার্কেটের উন্নতির সঙ্গে সমানুপাতিক নয়।

ব্যবসায়ীদের জন্য ধনী হওয়া সহজ। শিল্প হিসেবে পরিষেবা খাত শীর্ষ পাঁচ শিল্পের মধ্যে রয়েছে। হাই নেট ওয়ার্থ (এইচএনডব্লিউ) ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই প্রাথমিক শিল্প হিসাবে ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ রয়েছে। উত্পাদন ও প্রযুক্তি শীর্ষস্থানীয় ‘এইচএনডব্লিউ’ শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ‘এইচএনডব্লিউ’ জনসংখ্যার জন্য অন্য দুটো শিল্প হলো নির্মাণ এবং প্রকৌশল। অনেক দেশে তেল, এয়ারলাইনস, রেলওয়ে, জ্বালানি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মতো প্রাকৃতিক একচেটিয়া মালিকানার বেসরকারিকরণ গুটিকয়েক লোকের পাহাড়সম সম্পদ গড়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বিচ্ছেদের জন্য কি ট্রাম্প দায়ী

জোসেফ এস নাই

গেল বছরের শেষ ভাগে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৈঠক করেছিলেন। তাঁদের বৈঠককে কেউ কেউ তখন চীন-যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় গাঁটছড়া বাঁধার অন্যতম ধাপ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

কিন্তু সিবাইডেনের বৈঠককে বড়জোর দুই দেশের ছোটখাটো মানভঞ্জনের সূচনা বলা যেতে পারে। কারণ, এই বৈঠক দুই দেশের বিদেশনীতিতে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি।

১৯৭২ সালে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা হয়েছিল রিচার্ড নিক্সনের হাত ধরে। বিল ক্লিনটন সেই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়েছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যগুলো বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সমালোচকেরা তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের চীননীতিকে অদূরদর্শী বলে বর্ণনা করে এসেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছিল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ছোঁয়ায় দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের কনফুসিয়াস ভাবধারার সমাজ যেভাবে রক্ষণশীল পথ থেকে উদার পথে উঠে এসেছে, একইভাবে চীনের কনফুসিয়াস ভাবধারার সমাজও উদার হয়ে উঠবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সি চিন পিং চীনকে আগের চেয়ে আরও রক্ষণশীল ও কর্তৃত্ববাদী করে তুললেন।

তবে আমেরিকার বিদেশনীতি সব সময়ই বাস্তবসম্মত মাত্রা ধরে রেখেছে। সোভিয়েত হুমকি সামাল দিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। আর শীতলযুদ্ধপরবর্তী যুগে যুক্তরাষ্ট্র-জাপান প্রতিরক্ষা চুক্তি যাতে অটুট থাকে, তা নিশ্চিতকরণে ক্লিনটন চীনের সঙ্গে সেই সম্পর্ককে দৃঢ় করেছিলেন।

যাঁরা ক্লিনটনকে অদূরদর্শী বলে থাকেন, তাঁরা সাধারণত এই বিষয়টি এড়িয়ে যান যে ক্লিনটনের চীন-নীতির কারণেই যুক্তরাষ্ট্র-জাপান জোট আজও এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্যের একটি শক্তিশালী ও মৌলিক উপাদান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

এ কথা ঠিক, চীনের উদ্দেশ্য ও সক্ষমতার বিচারে ক্লিনটনের খানিকটা ঘাটতি ছিল। যেমন চীনের ইন্টারনেট ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার বিষয়টি তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপের ক্ষেত্রে চীনের ‘গ্রেট ফায়ারওয়াল’খ্যাত নজরদারি ব্যবস্থা বেশ ভালো কাজ করেছে।

এখন সবাই এ বিষয়ে একমত যে চীনের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সদস্যপদ লাভের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূমিকা ছিল এবং সেই বিবেচনায় ডব্লিউটিওর নিয়মকানুন না মানায় চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের আরও বেশি শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল।

তবে এটিও ঠিক, চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশটিতে গণতন্ত্র না আনলেও কিছুটা উদারতা এনেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন, চীনা নাগরিকেরা চীনের ইতিহাসের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন বেশি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপভোগ করছে।

বাইডেন প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান এবং হোয়াইট হাউসের এশিয়াবিষয়ক সমন্বয়ক কার্ট ক্যাম্পবেল সরকারি দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে বলেছিলেন, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক গড়ে উঠলে সেটি চীনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনবে বলে যে ধারণা করা হয়েছিল, সেই ধারণায় গলদ ছিল। তাঁদের এ কথাও ঠিক, চীনে মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে জোর খাটানোয় যুক্তরাষ্ট্র অক্ষম। কিন্তু তার মানে এই নয়, চীনে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ এবং ইরান ও উত্তর কোরিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইস্যুতে চীনা পররাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য সংশোধন আনা হয়েছে।

এ ছাড়া পর্যবেক্ষকেরা আরও কতকগুলো ভালো দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন চীন এখন ভ্রমণকারীদের আগের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা দিয়ে থাকে; দেশটি বৈদেশিক যোগাযোগ বাড়িয়েছে; মতপ্রকাশের পরিসর আগের চেয়ে বিস্তৃত করেছে এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থাকে কাজ করতে অনুমতি দিচ্ছে।

আমি যখন ক্লিনটন প্রশাসনের অধীনে কাজ করছিলাম, তখন কংগ্রেসকে বলেছিলাম, ‘যদি আমরা চীনকে শত্রুজ্ঞান করি তাহলে ভবিষ্যতে চীনকে আমরা যে শত্রু হিসেবে পাব, তার নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু আমরা যদি চীনকে বন্ধু হিসেবে ভাবি, তাহলে তাকে বন্ধু হিসেবে পাব, তার নিশ্চয়তা দিতে পারি না। তবে আমরা অন্তত ভালো কোনো ফলাফলের পথ উন্মুক্ত রাখতে পারি।’

২০০১ সালের সে সময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, ‘চীন আমাদের শত্রু নয় এবং চীনকে শত্রু না ভাবার ধারাটিই আমাদের অনুসরণ করে যেতে হবে।’

পেছনে তাকিয়ে আমি এখনো মনে করি, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের হাত মেলানোটা বাস্তবসম্মত ছিল। অবশ্য এটি নিয়েও আমার অনুশোচনা বোধ আছে যে আমরা সি চিন পিংয়ের চীনের কাছ থেকে যে আচরণ পাচ্ছি, তার চেয়ে ভালো কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য অনেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বোঝেন না, ট্রাম্প হচ্ছেন সেই অবুঝ বালকের মতো, যে কিনা চীনের ধরিয়ে দেওয়া আগুনে কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে।

সি চিন পিং ২০১২ সালের শেষের দিকে ক্ষমতায় আসেন এবং এসেই রাজনৈতিক উদারীকরণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, তিনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলোকে সহায়তা দেওয়া বাড়িয়েছেন এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর ওপর বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণকে অধিকতর কঠোর করেছেন।

সি মার্কিন কর্মকর্তাদের বলেছেন, তিনি ‘পরাশক্তিগুলোর সম্পর্কের জন্য একটি নতুন মডেল’ দাঁড় করাতে চান যেটি সমান অংশীদারির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে তিনি পিপলস লিবারেশন আর্মির শীর্ষ কমান্ডারদের সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, তিনি ভালো করে জানেন, পশ্চিমারা কখনোই চীনের উত্থান মেনে নেবে না।

যদিও ট্রাম্প এবং সি দুজনই চীন-আমেরিকার বিচ্ছেদে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন, তবে এই দুই শক্তির বিচ্ছেদের মূল শিকড় আরও গভীরে।

১৯৭০এর দশকের শেষ দিক থেকে চীনের নেতা দেং জিয়াওপিং চীনকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে বাজারব্যবস্থায় সংস্কার এনেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ‘শক্তি লুকিয়ে রেখে মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় থাকার’ নীতি অনুসরণ করে মধ্যপন্থী পররাষ্ট্রনীতির পথে হেঁটেছিলেন।

তবে হু জিন তাওয়ের আমলে চীনের অভিজাত গোষ্ঠী ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দাকে আমেরিকান অর্থনীতির ধস হিসেবে দেখেছিলেন। তখন তাঁরা দেং জিয়াও পিংয়ের পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরে আসা শুরু করেন। তাঁরা আরও উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন। তাঁরা রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি গ্রহণ করা শুরু করেন, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বেসামাল করে ফেলে।

চীন পরাশক্তির মতো আচরণ শুরু করে। চীনের আচরণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। জনতুষ্টিবাদী আমেরিকানদের ভোট পেতে ২০১৬ সালে ট্রাম্প চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছিলেন।

তখন থেকেই মূল উত্তেজনার শুরু। সেই উত্তেজনা চলছে। আবার দুই দেশের সম্পর্ক আগের জায়গায় যাবে, এমনটা আপাতত দেখা যাচ্ছে না।জোসেফ এস নাই যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী প্রতিরক্ষাসচিব ও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

WE ACCEPT EBT
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 12 - 18, 2024) | Promo Code : PSP14
আমরা ইবিটি কার্ড গ্রহণ করি WE ACCEPT EBT CARDS
আমরা ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE
SALE $6.49/LB REGULAR WHOLE GOAT
NO CUT NO CLEAN SALE 99¢/LB CHICKEN QUARTER LEG
SIZE 800-1000 SALE $14.99/EA HILSHA A & A BRAND
SALE $4.99/LB 100-200 RUPCHANDA
SALE $6.99/EA 500 GM CROWN FARM SHOIL BLOCK
SALE $6.99/EA 500 GM CROWN FARM TAPOSHI BLOCK
SALE $4.99/EA 500 GM CROWN FARM LOTIA MIXED
SALE 3/$5.00 200 GM KESKI TRAY SHAHJALAL
SALE $5.99/EA 500 GM PER PACK TAPOSHI LOOSE
SALE $14.99/EA 10 LB FRESH FOOD CHINIGURA
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $8.99/EA 900 GM TAPAL DANEDAR LOOSE TEA
SALE $14.99/EA 5 LITER KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE 2/$5.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $17.99/EA 20 LB AASHIRVAAD ATTA
SALE 2/$3.00 86 G NONGSHIM BOWL NOODLE
SALE 2/$5.00 5 LB IDAHO POTATO BAG
SALE 69¢/LB GREEN PAPAYA
SALE 2/$6.99 REGULAR MILK GALLON
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 12 - 18, 2024) | Promo Code : PSP54
SALE $4.49/LB CUT OFF FROZEN WHOLE GOAT
SALE 89¢/LB NO CUT NO CLEAN Minimum Purchase of 10 LB CHICKEN QUATER LEG
SALE $2.49/LB CHICKEN THAI / BREAST
SALE 2/$18.99 SIZE 2 KG ROHU
SALE 2/$28.99 SIZE 8/10 HILSHA
SALE $5.99/LB 100-200 WHITE POMFRET
SALE $5.99/EA 500 GM BATA IQF CK BRAND
SALE $4.29/LB SIZE 4 - 6 LOOSE KOI CK BRAND
SALE $7.99/EA 500 GM CK BRAND TAPOSHI IQF
SALE $4.99/EA 500 GM CK BRAND LOTIA MIX
SALE $2.49/LB SIZE 1/2 SHOR PUTI
SALE $10.99/EA 31/40 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL RAW SHRIMP
SALE 2/$5.00 EACH $2.99 250 GM CK BRAND GURA BAILA
SALE $34.99/EA 50 LB With Additional Purchase of $150 DELTA PARBOILED RICE
SALE $19.99/EA 20 LB NOYA PARBOILED BASMATI RICE
SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE $4.99/EA 20 PCS MOJA PATLA PARATHA
SALE 2/$5.99 560 GM MAGGI NOODLES
SALE $7.99/EA 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
SALE $13.99/EA LA PALMA DATES
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

করোনা সেরে ওঠার পরও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানা জটিলতা : পোস্ট কভিড সিনড্রোম

ডা. সাদিয়া সুলতানা রেশমা : গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বে কভিডের নতুন করে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ প্রাদুর্ভাবের কারণ ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১। অথচ চার বছর পুরনো অনেক রোগীও এখন পর্যন্ত পোস্ট কভিড জটিলতায় (করোনা-পরবর্তী জটিলতা) ভুগছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যারা কভিড আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৫০-৭০ শতাংশ রোগী তিন-ছয় মাস পর্যন্ত কভিড-পরবর্তী নানা জটিলতায় ভুগেছেন। কিছু উপসর্গ থেকে গেছে দীর্ঘকালীন।

কভিড আক্রান্ত করেছে ফুসফুস, লিভার, স্নায়ুতন্ত্রকে যার রেশ থেকে গেছে অনেক দিন। আসুন জেনে নেয়া যাক কী কী জটিলতা হয়েছে বা হতে পারে:

পোস্ট ভাইরাল এসথেনিয়া বা পোস্ট ভাইরাল ফ্যাটিগ সিনড্রোম: করোনা-পরবর্তী সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পোস্ট ভাইরাল ফ্যাটিগ। শারীরিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল লাগা, অবসাদ বা ক্লান্তিবোধ হওয়া, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, হাত-পা অবশ ভাব, ঝিঁঝি লাগা, মাংসপেশি, হাড় বা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, কোমরে ও মেরুদণ্ডে ব্যথা, অরুচি, অস্থিরতা এগুলো প্রায় অনেকদিন ধরে থাকছে করোনা আক্রান্ত রোগীদের।

পরিপাকতন্ত্র: কভিড-পরবর্তী যেসব রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজিস্টদের গবেষণায় দেখা গেছে, বেশির ভাগেরই গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা তৈরি হয়েছে। গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে মুখ, গলা, পাকস্থলী, ছোট ও বড় অন্ত্র, মলদ্বার এবং সেই সঙ্গে লিভার ও অগ্ন্যাশয়। এগুলোর কাজ এনজাইম তৈরি করে হজমে সাহায্য করা। এগুলো ঠিকভাবে কাজ না করায় হচ্ছে আলসার। নেচার জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় পাওয়া তথ্যমতে, লিভারের আলসারের ঝুঁকি রয়েছে ৬২ শতাংশ, অ্যাসিড রিফ্লাক্স রোগের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ আর ভয়ংকর প্যানক্রিয়াটিসের ঝুঁকি বেড়েছে ৪৬ শতাংশ।

ফুসফুস: করোনাভাইরাস ফুসফুসের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়া রোগ ডিপিএলডি করেছে অনেকের ক্ষেত্রেই। ফলে ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট, শুকনা কাশি হচ্ছে অনেকেরই। পাশাপাশি অ্যাজমা, সিজনাল ফ্লু, নিউমোনিয়ায় সহজেই সংক্রমিত হচ্ছে বারবার। এর কারণ হিসেবে দায়ী পরিবর্তিত রোগ প্রতিরোধক্ষমতা।

স্নায়ুতন্ত্র: চিকিৎসকরা বলেছেন, অনেক সময় করোনা আক্রান্ত রোগীর মাথা ঘোরা, তীব্র মাথাব্যথা, সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিভ্রম বা ভুলে যাওয়ার প্রবণতার মতো সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এমনকি রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে ব্রেইন স্ট্রোকের ঘটনাও ঘটছে। এসব রোগের ফলে অজ্ঞান হওয়া, শরীরে বিভিন্ন অঙ্গের দুর্বলতা বা

প্যারালাইসিস ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে।

হরমোনজনিত রোগ ও ডায়াবেটিস: করোনা-পরবর্তী অসুস্থতা নিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) গবেষণায় দেখা গেছে, করোনা-পরবর্তী সময়ে ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিন নিতে হচ্ছে অনেকের, বিশেষ করে যারা আগে অ্যান্টি ডায়াবেটিস মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন, তাদের ক্ষেত্রে এ চিত্র বেশি।

মানসিক স্বাস্থ্য: করোনার ধকল কাটিয়ে ওঠার পর কারো কারো মানসিক অবসাদ, মনঃসংযোগে সমস্যা হচ্ছে। মানসিক অসুস্থতার ধরন জানতে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৩৩ শতাংশ রোগীর করোনা সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ ছিল। তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভাইরাসটিতে ক্ষতিগ্রস্ত। উদ্বেগ ও বিষণ্নতাজনিত অসুস্থতায় ভোগা মানুষের হার ছিল প্রায় ১১ শতাংশ।

হৃদরোগ: যাদের আগে থেকেই হৃদরোগ ছিল, তাদের রোগের তীব্রতা বেড়ে যায়, এমনকি মৃত্যুঝুঁকি পর্যন্ত হতে পারে। আর যাদের হৃদরোগ ছিল না তাদের মায়োকারডাইটিস, কার্ডিওমায়োপ্যাথি হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি রোগে (ক্রনিক ডিজিজ) আক্রান্ত রোগী: যেসব রোগীর ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি, লিভার, স্ট্রোক ও হার্টের সমস্যা রয়েছে করোনা তাদের বিপদ বাড়াচ্ছে। ক্যান্সার চিকিৎসায় যারা কেমো বা রেডিওথেরাপি নিয়েছেন বা নিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা ভয়ংকর হতে পারে।

করণীয়

করোনা থেকে মুক্ত হলেও এক বছর নিয়মিত চিকিৎসকের অধীনে থাকতে হবে।

নিয়মিত সুষম খাবার খেতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ডায়েট ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন, জেনে নেবেন আপনার জন্য কোন ধরনের ডায়েট উপযুক্ত। যাদের আগে থেকে বিভিন্ন রোগ ছিল, তারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে খাবার গ্রহণ করবেন। জানতে হবে খাবার ও ওষুধ, আবার খাবারও অনেক রোগ তৈরি করে।

নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম যেমন হাঁটা ও চলাফেরা, বয়সভেদে কায়িক পরিশ্রম, অ্যারোবিকস ব্যায়াম করতে হবে।

ফুসফুসের ব্যায়াম অত্যন্ত কার্যকরী। জোরে শ্বাস নিয়ে ৩-৬ সেকেন্ড ধরে মুখ দিয়ে ছেড়ে দেয়া, এভাবে ছয়-সাতবার করে দৈনিক দুই-তিন বেলা করা যাবে। গাছপালাবেষ্টিত উন্মুক্ত স্থানে হাঁটা ও ব্যায়াম শরীরের অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে কার্যকর।

হাড়জোড়া, মাংসপেশির ক্ষয় ও ব্যথা রোধে ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন চিকিৎসা নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ ও ইলেকট্রোথেরাপি অত্যন্ত কার্যকর।

বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট ও ভিটামিন যেমন ভিটামিন-ডি, ই, এ, মাল্টিভিটামিন, জিংক, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, গ্লুকোসামাইন, কনড্রোটিন সালফেট, কোলাজেন করোনা-পরবর্তী স্বাস্থ্য সমস্যা ও জটিলতা কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। তবে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শে গ্রহণ করতে হবে।- ডা. সাদিয়া সুলতানা রেশমা বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ

আপনার স্বাস্থ্য ঠিক রাখবে দারুচিনি মধুর পানীয়

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে আমরা কতকিছুই না করি! কিন্তু দারুচিনি মধুর এই পানীয় খুব সহজে আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে।

উপকরণঃ দারুচিনি ২টি, তারকা মৌরি (স্টার অ্যানিস) ২টি, কমলার রস ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা চামচ, মধু ১ চা চামচ, চিনি সিকি চা চামচ, পানি ৫০০ মিলি লিটার, পুদিনা পাতা ৩/৪টি।

প্রণালীঃ প্রথমে পানির সঙ্গে দারুচিনি, তারকা মৌরি (স্টার আনিস), মধু একসঙ্গে ফুটিয়ে নিন। তারপর ঠান্ডা করার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বাকি উপাদানগুলো পানিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করুন।

তবে চাইলে ঠান্ডা না করে গরম অবস্থাতে চায়ের মত করে পরিবেশন করতে পারেন।

জানেন কী হয় সকালের নাস্তা না খেলে

পরিচয় ডেস্ক: আমার নিজেকে ভালোরাখার জন্য কাজের পেছনে ছুটে বেড়াই। সারাক্ষণই লেগে থাকে ব্যস্ততা। কিন্তু দিনশেষে আমাদের কতটুকু ভালোথাকা নিশ্চিত হয়?

প্রতিদিন একরাশ ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফেরা, এরপর আবার এটাসেটা কাজে লেগে যাওয়া। এভাবেই চলতে থাকে জীবন। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন, নিজেকে ভালো রাখার জন্য সত্যিই আপনি কী করেছেন? আমরা এখন এতটাই ব্যস্ত থাকি যে সকালের নাস্তাটাও ঠিকভাবে খাওয়া হয়ে ওঠে না।

বেশিরভাগ মানুষ রাতের খাবার খায় দেরি করে, অযথা রাত জেগে থেকে চোখের নিচে কালি ফেলে আর চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমের পরে ছোটে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে।

সকালে তাড়াহুড়োয় নাস্তাটা খাওয়ারও সময় পান না। এই যে অপর্যাপ্ত ঘুম আর সকালের খাবার বাদ দিয়ে যাওয়া, এ ধরনের অভ্যাস আপনার জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই সময় থাকতে সচেতন হওয়া জরুরি। প্রতিদিন সকালে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে দিনটি শুরু করতে হবে। এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, আপনি যদি নিয়মিত সকালের নাস্তা বাদ দেন তাহলে তা স্বাস্থ্যের উপর ভীষণ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। যেখান থেকে নানা ধরনের গুরুতর রোগ তৈরি হতে পারে।

এই অভ্যাসের ফলে শুধু শারীরিক নয়, দেখা দিতে পারে মানসিক সমস্যাও। যার প্রভাব পড়তে পারে আপনার দৈনন্দিন রুটিন এবং কর্মদক্ষতায়।

সকালে যদি পেট ভরে না খান তাহলে সারাদিনই ক্লান্ত অনুভব করবেন এবং এর ফলে একটা সময় মাথাও ঠিকভাবে কাজ করবে না। এর প্রভাব পড়বে আপনার বিপাক ক্রিয়ায়ও।

অনেকে কম খেয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য সকালের খাবার বাদ দেন। কিন্তু তাতে কি সত্যিই ওজন কমে? একদমই না। বরং সকালে না খাওয়ার কারণে দুপুরে

একসঙ্গে আরও বেশি খেয়ে ফেলা হয়। যে কারণে ওজনও বাড়তে থাকে দ্রুত। ওজন কমাতে গিয়ে ফল হয় উল্টো। তাই এ ধরনের অভ্যাস কখনোই করবেন না। সকালে না খাওয়ার কারণে আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। সেইসঙ্গে বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপ, দেখা দিতে পারে হৃদরোগও।

মুগডালের তৈরি খাবার : বেসন এবং মুগ ডাল দিয়ে তৈরি খাবার যেমন গোলারুটি খাওয়া যেতে পারে। মুগ ডাল খুবই স্বাস্থ্যকর একটি খাবার। এতে থাকে কপার, ফোলেট, রিবোফ্লাভিন, ভিটামিন, ভিটামিন সি, ফাইবার, পটাসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন বি-৬, নিয়াসিন, থায়ামিন। যে কারণে এই ডাল শরীরের জন্য খুবই ভালো।

ডিম : সকালের নাস্তায় ডিম থাকে অনেকেরই। এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি খাবার। ডিমে প্রোটিনের পাশাপাশি সেলেনিয়াম এবং কোলিনের মতো পুষ্টি উপাদানও থাকে। নিয়মিত ডিম খেলে তা হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। তাই আপনার সকালের নাস্তায় অবশ্যই একটি ডিম রাখবেন।

বাদাম : স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকা করলে শুরুর দিকেই থাকবে বিভিন্ন বাদামের নাম। আপনার সকালের নাস্তায় রাখতে পারেন বাদাম। এতে থাকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন। সেইসঙ্গে আরও থাকে ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এগুলো শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। তবে একসঙ্গে অনেকগুলো বাদাম খাবেন না। প্রতিদিন একমুঠো খেলেই যথেষ্ট।

ওটস : বর্তমানে সকালের নাস্তায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ওটস। এটি দিয়ে বিভিন্ন খাবার তৈরি করা খুব সহজ। আপনার সকালের নাস্তার নিয়মিত অংশ করে নিতে পারেন ওটসকে। এতে থাকে প্রচুর ফাইবার। এই উপাদান হজমে সহায়ক এবং দীর্ঘ সময় পেট ভরিয়ে রাখতে কাজ করে। সকালে একবাটি ওটস দিয়ে নাস্তা করলে সারাদিন আপনি ভরপুর শক্তি পাবেন।

রক্তশূন্যতা দূর করে মুলা শাক

পরিচয় ডেস্ক: মুলার চেয়ে শাক বেশ উপকারী। এখন প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায়।

মুলায় যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান আছে তার তুলনায় এর শাকে পুষ্টি বেশি থাকে। এতে বিভিন্ন ধরনের খনিজ যেমন- আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ফলিক এসিড এবং প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে।

মুলা শাকের প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে যা কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, ভালো রাখে পাকস্থলী।

এই শাক আয়রনের জন্য আদর্শ। এটি রক্তশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে মুলাশাকে থাকা আয়রন এবং ফসফরাস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

মুলা শাকের জুস প্রাকৃতিক ভাবে ইউরিনারি ব্লাডার পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

মুলা শাকে অবিশ্বাস্য পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। এটি স্কার্ভি নামক চর্মরোগ সারাতে সাহায্য করে।বেষণায় দেখা গেছে, মুলাশাক পাইলস এর ব্যাথা সারাতে বেশ কার্যকরী। এছাড়া পাইলসের প্রদাহ সারাতেও ভূমিকা রাখে।

মুলাশাক জন্ডিসের চিকিৎসাতেও ভালো কাজ করে। এই শাকের জুস প্রতিদিন যদি খাওয়া যায় তাহলে উপকার পাওয়া যায়।

হাঁটুর ব্যথা কমাতে মুলাশাক বিশেষ ভূমিকা রাখে। এজন্য মুলাশাক ভালোভাবে পিষে তাতে সমপরিমাণ চিনি আর সামান্য পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। তারপর আক্রান্ত স্থানে তা লাগান। তাহলে হাঁটুর ব্যথায় আরাম পাওয়া যাবে।

ডায়াবেটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও মুলাশাক বেশ কার্যকরী। এছাড়া শরীর থেকে টক্সিন বের করতেও মুলাশাক বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ব্রোকলী না ফুলকপি? পুষ্টিগুণে কে এগিয়ে

পরিচয় ডেস্ক: বেশি ফুলকপি খেলে গ্যাস, হজমের সমস্যা হতে পারে বলে অনেকে ফুলকপি খেতে চান না। ফুলকপির বিকল্প হিসেবে তারা আসলে ব্রোকোলি খেয়ে থাকেন। তবে ফুলকপির চেয়ে ব্রোকোলির দাম বেশি। তবে পুষ্টিগুণে এগিয়ে কোন সবজি? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ফুলকপিতে ভিটামিন এ, ই, কে, ভিটামিন বি৫, বি ৬, ক্যালশিয়াম, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এবং জিঙ্কের মতো একাধিক জরুরি ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে। সেই সঙ্গে ফুলকপি হলো ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের ভাণ্ডার। তাই নিয়মিত এই সব্জি পাতে রাখলে হার্টের রোগ কিংবা ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এমনকি, এতে মজুত থাকা ফাইবার ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

আবার, ব্রকোলিতে রয়েছে ভিটামিন এ, বি ৬, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, থায়ামিন, আয়রন, ফসফরাস, জিঙ্ক, ক্যালসিয়ামের মতো জরুরি ভিটামিন ও খনিজ। শুধু তা-ই নয়, এতে মজুত রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত এই সব্জি খেলে ডায়াবেটিস, অস্টিয়োপোরোসিসের মতো রোগ প্রতিরোধ করাও সম্ভব হবে। এমনকি, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করে ব্রোকোলি।

পুষ্টিগুণের বিচারে ফুলকপির চেয়ে এগিয়ে থাকবে ব্রোকোলি। কিন্তু পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে গেলে ফুলকপির মতো করে রসিয়ে ব্রকোলি রান্না করা যাবে না। তবেই ব্রকোলির মধ্যে সমস্ত উপাদান বজায় থাকবে। কিন্তু গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকলে ফুলকপি বা ব্রোকোলি কম খাওয়াই ভালো।

সেদ্ধ নাকি ওমলেট, কীভাবে ডিম খেলে বেশি উপকার?

পরিচয় ডেস্ক: ডিম যেমন পুষ্টিকর খাবার তেমনি সুস্বাদুও। নানা পদের খাবার তৈরি করতে ডিমকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। তবে কীভাবে ডিম খেলে বেশি লাভ, তা হয়তো অনেকেই জানেন না।

ডিম দিয়ে তরকারি, ভুনা, কোরমা যা-ই তৈরি করা হোক না কেন, সবচেয়ে বেশি পুষ্টি লুকিয়ে আছে কিন্তু ডিম পোচ, ওমলেট আর সেদ্ধ ডিমে।

তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে ডিম ওমলেট করে খেলে এতে ডিম খেতে সুস্বাদু লাগে কিন্তু পুষ্টিগুণ কমে যায়।

তাই ওমলেটের চেয়ে ডিম সেদ্ধ বা পোচে বেশি পুষ্টিগুণ থাকে।

তবে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেনুপোচে বেশি পুষ্টিগুণ নাকি সেদ্ধ ডিমে।

ডিমে ফলেট, কোলিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, লেটিইন এবং জি-অ্যাকজানথ াইন থাকে, যা শরীরের জন্য খবুই উপকারী। সেদ্ধ ডিমে এসব উপাদান অক্ষুণ্ন থাকার

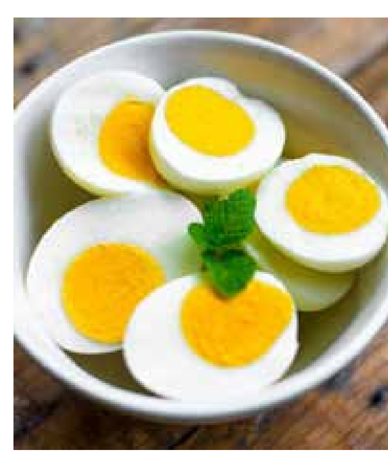

পাশাপাশি ক্যালরির পরিমাণ থাকে ৭০ ভাগ। অথচ পোচ ডিমে ক্যালরির পরিমাণ থাকে ৯০ ভাগ। তাই পোচ ডিম খেলেই বেশি পুষ্টি আর লাভ হবে আপনার।

পোচ করা ডিমের পুষ্টিমান আরও বাড়াতে সরিষা তেলে ডিম ভেজে নিতে পারেন। আর শিশুদের ক্ষেত্রে ডিম পোচ করতে তেলের পরিবর্তে গরম পানির মধ্যে ডিম পোচ করে নিতে পারেন।

নিয়মিত বেগুন খেলে ক্ষতি না কি লাভ?

পরিচয় ডেস্ক: বেগুনের ইংরেজি প্রতিশব্দ এগপ্লান্ট। এগ বা ডিমের মতোই নানা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই সবজিটি। নাম বেগুন হলেও গুণের যেন কমতি নেই এই সবজির। বেগুন ভাজা, যে কোনো তরকারি তৈরি কিংবা মাছ রান্না করতে আপনার অবশ্যই প্রয়োজন হবে এই প্রয়োজনীয় সবজিটি। এটি রান্না করা তরকারিকে আরও সুস্বাদু করে তোলে।

যদি অ্যালার্জির সমস্যা না থাকে তবে প্রতিদিনের ডায়েটে রাখতে পারেন এই সবজিকে। কেননা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে, বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে কাজ করে বেগুন।

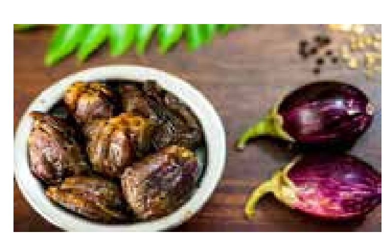

যেমন ডায়েটে নিয়মিত বেগুন থাকলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই গাছের শিকড় কাজে লাগে হাঁপানি রোগীদের চিকিৎসায়।

যাদের ডায়াবেটিস নেই তারা রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক রাখতে এই সবজিটিকে প্রতিদিনের খাবারে ঠাঁই দিতে পারেন। বেগুনে আছে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও ফাইবার। এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন এ এবং সি।

আপনার শরীরের কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে কিংবা ওজন কমাতে ডায়েটে অবশ্যই রাখুন বেগুন। এতে ক্যালরির পরিমাণ অনেক কম। তাই এই খাবার হজম হতে দেরি হয়। খাবার হজম হতে দেরি হওয়ায় খিদেও অনেকটা কমে আসবে আপনার। শরীরকে ফিট রাখতেও তাই প্রতিদিন খেতে পারেন বেগুন। হার্টের সুরক্ষাতেও দারুণ কাজ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

তন্দুরি পমফ্রেট

তাজা পমফ্রেট মাছ কিনে আনুন। ঘরে অল্প কয়েকটি উপকরণ থাকলে সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারবেন তন্দুরি পমফ্রেট।

উপকরণ: পমফ্রেট মাছ ২ টি, লবণ স্বাদমতো, আদা- রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া ১/২ চা চামচ, লেবুর রস ১ চা চামচ, কাঁচামরিচ বাটা ৩ টেবিল চামচ, টক দই ১/২ কাপ, গরম মসলা গুঁড়া ১/২ চা চামচ, বেসন ২ টেবিল চামচ,সাদা তেল পরিমাণমতো, চাটমসলা পরিমাণ মতো, ধনেপাতা পরিমাণ মতো,মাখন প্রয়োজন মতো।

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে মাছ গুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। দুটি পিঠে ছুরি দিয়ে অল্প করে চিরে নিন। হলুদ গুঁড়া, আদা-রসুন বাটা, লেবুর রস, কাঁচামরিচ বাটা ভালোভাবে মাছের গায়ে মাখিয়ে নিন। ১৫ মিনিট এভাবে রেখে দিন।

এবার একটি বাটিতে দই, কাঁচা মরিচ বাটা, আদা- রসুন বাটা, লেবুর রস, গরম মসলা গুঁড়া এবং বেসন দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। এই মিশ্রণটি মাছের দুপিঠে মাখিয়ে নিয়ে বেকিং ট্রেতে রাখুন। এ বার সামান্য তেল উপর দিয়ে মাখিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন।

এ বার একটি তাওয়ায় তেল মাখিয়ে নিন।কম আঁচে মিনিট ১৫ হাল্কা করে সেকতে থাকুন। মাছের গায়ের রং গাঢ় বাদামি হয়ে এলে নামিয়ে নিন। পরিবেশন করার আগে উপর দিয়ে চাটমসলা ছড়িয়ে দিন।

সর্ষে বেগুন

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেরই বেশ পছন্দের একটি সবজি হচ্ছে বেগুন। এটি সারা বছর জুড়েই পাওয়া যায়। দামেও বেশ সস্তা। বেগুন ভর্তা কিংবা তরকারি খেতে দারুণ সুস্বাদু। এছাড়াও বেগুন নানা রকম ভাবে রান্না করে খাওয়া হয়। তবে এবার স্বাদের ভিন্নতায় রান্না করে ফেলুন সর্ষে বেগুন যা খেতেও দারুন। এটি আপনার খাবারের স্বাদ বাড়াবে দ্বিগুণ। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক রেসিপি-

উপকরণ: বেগুন কেটে নেওয়া ৮-১০ টুকরো, কালো ও সাদা সর্ষে বাটা ২ টেবিল চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, কালোজিরা ১ চিমটি, কাঁচামরিচ ৪-৫ টি, সর্ষের তেল আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো, প্রয়োজন মতো গরম পানি।

প্রণালী: সর্ষে বাটা তৈরীর জন্য কালো ও সাদা সর্ষে পানিতে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে এর সঙ্গে অল্প লবণ, পানি ও কাঁচামরিচ মিশিয়ে বেটে নিন।

২ টেবিল চামচ সর্ষে বাটা, টক দই, আধা চা চামচ হলুদ গুড়া, আধা চা চামচ সর্ষের তেল, সামান্য লবণ আধা চা-চামচ চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে আলাদা করে রাখুন।

বেগুনের টুকরোগুলো তেল লবণ ও হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিন। এরপর তেলে হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। এবার গরম সর্ষে তেলের কালোজিরা ও কাঁচা মরিচ ভেজে নিয়ে এতে সর্ষে বাটার মিশ্রণ দিয়ে ৫-৭ মিনিট কষিয়ে নিন।

মসলা কষানো হয়ে আসলে এতে আগে থেকে ভেজে রাখা বেগুন দিয়ে দিন। মসলা বেগুনের সঙ্গে মাখামাখা করার জন্য এতে আধা কাপ বা প্রয়োজনে আরেকটু বেশি গরম পানি দিন।

একেবারে হালকা আছে ৫ মিনিট রেখে চুলার আঁচ বন্ধ করে দিন। সর্ষে বেগুন এর উপর ১ চা চামচ পরিমাণ সরষের তেল ঝরিয়ে গরম গরম নামিয়ে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার সর্ষে বেগুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালি খাবারের তুলনা নেই, এমন হরেক রকম খাবারের মধ্যে বাঙালির প্রিয় একটি খাবার হলো ইলিশ পোলাও।

উপকরণ : ইলিশ মাছ বড় ১টি, হলুদ গুঁড়ো (ইচ্ছা) ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, আদা বাটা ১ চা চামচ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, টকদই ফেটানো পৌনে ১ কাপ, চিনি ১ চা চামচ, এলাচ ৩টি, দারুচিনি (২ সেমি.) ২ টুকরো, কাঁচামরিচ ১০টি, পোলাওয়ের চাল ২ কাপ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী।

প্রণালি : মাছ বড় টুকরা করুন। মাছের পানি ঝরিয়ে সামান্য হলুদ, মরিচ ও দই মাখিয়ে রাখুন। পোলাও রান্নার হাঁড়িতে তেলে পিঁয়াজ হালকা ভেজে সব বাটা ও গুঁড়ো মসলা দিন। অল্প পানি দিয়ে মসলা কষিয়ে নিন। দই, চিনি, লবণ এবং ২ কাপ পানি দিয়ে নেড়েচেড়ে মাছ দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর পানি কমে তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে নিন।

পোলাওয়ের চাল ধুয়ে পানি ঝরান। হাঁড়ি থেকে মাছগুলো তুলে রাখুন। কাঁচামরিচ বাদে হাঁড়ির মসলায় চাল, লবণ ও অন্যান্য সব উপকরণ দিয়ে ৩-৪ মিনিট ভাজুন। এরপর পানি দিয়ে ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ পর চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। ২০ মিনিট পর নামিয়ে ফেলুন। তৈরি হয়ে যাবে ইলিশ পোলাও। সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আলু দিয়ে গরুর মাংস

পরিচয় ডেস্ক: গরুর মাংসের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আলু দিয়ে গরুর মাংস। গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে এটি দুর্দান্ত মানিয়ে যায়।

উপকরণ: ১. গরুর মাংস দেড় কেজি ২. তেল আধা কাপ ৩. পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ ৪. আদা বাটা ১ চা চামচ ৫. রসুন বাটা ১ চা চামচ ৬. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ ৭. মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ৮. পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ ৯. ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ ১০. ভাজা জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ ১১. লবণ পরিমাণমতো ১২. এলাচ ৪-৫টি ১৩. দারুচিনি ২-৩ টুকরো ১৪. তেজপাতা ২টি১৫. লবঙ্গ ৫-৬টি ১৬. গোলমরিচ ৫-৬টি ১৭. আলু ৪টি বড় টুকরো করে কাটা ১৮. গরম মসলার গুঁড়া ১ চা চামচ

পদ্ধতি: চুলায় প্যান বসিয়ে তেল গরম করে নিয়ে পেঁয়াজ কুচি, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ ও গোলমরিচ ভেজে নিন। পেঁয়াজ বাদামিরঙা হয়ে আসলে দিয়ে দিন বাকি সব মসলা।

এক বা দু'বার নেড়ে দিয়ে দিন অল্প পানি। এরপর মসলা কষিয়ে দিয়ে দিন মাংস। মসলার সঙ্গে মাংস মিশিয়ে ঢেকে দিন। ১০-১৫ মিনিট জ্বাল করলেই মাংস থেকে পানি বের হবে।

ঢাকনা সরিয়ে নেড়ে আবারও ঢেকে দিতে হবে। চুলার আঁচ রাখুন মাঝারিতে। মাংস থেকে বের হওয়া পানিতে মাংস অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে যাবে। এবার এক পিস মংস হাতে নিয়ে দেখুন সেদ্ধ হয়েছে কি না। সেটা দেখে বুঝেই পরিমাণমতো পানি দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিতে হবে। মাঝে মধ্যেই ঢাকনা সরিয়ে নেড়ে দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে এলে দিয়ে দিন কেটে রাখা আলু। এর সঙ্গে গরম মসলার গুঁড়াও মিশিয়ে দিন।

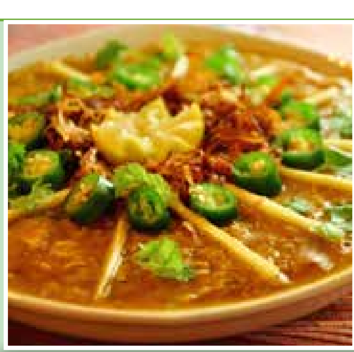

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL

Ghoroa Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com

Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের ৬২ শতাংশ

১১ পৃষ্ঠার পর

পাঠাচ্ছেন আবার কেউ গ্রহণ করছেন। তবে বিশ্বব্যাংকের হিসাবে মোট রেমিট্যান্সের ৬০ থেকে ৯৫ শতাংশ যায় নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। অর্থাৎ ৪০টি ধনী দেশে কাজ করা শ্রমিকরা অন্তত ১২৫টি দেশে তাদের পরিবার ও স্বজনের কাছে রেমিট্যান্স পাঠান, যা দিয়ে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়। ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে পাঠানো রেমিট্যান্সের মোট পরিমাণ ৭৯৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এর মধ্যে ৬২৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার গিয়েছে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে। ২০২১ সালে এর পরিমাণ ছিল ৫৯৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার। সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ফের শেখ হাসিনার জয় ভারতের

৮ পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনা আবারও জিতে আসাটা তাই ভারতের দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

সেই বার্তাটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিয়েছেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরই।

সিক্রির কথায়, নির্বাচনের এই ফলাফল ভারতের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও বড় বিষয় হলো, 'বাংলাদেশের মানুষই তো ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও ফিরিয়ে এনেছেন।'

এই প্রসঙ্গে তাঁর কাছে যখন জানতে চাওয়া হয়, ভোটদানের হার তো বেশ কমই ছিল, সিক্রি বলেন, 'বাংলাদেশে যে বিপুল হারে ভোট পড়েছে তা বলব না। কিন্তু বহু দেশেই এ রকম অথবা আরো কম হারে ভোট পড়ে থাকে। তাই এটা অস্বাভাবিক কিছু বলে আমি মনে করি না।'

উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ

ভারতের উত্তর-পূর্বের অধিকাংশ রাজ্যের সঙ্গেই বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। এই অঞ্চলে এক সময়ে আসামের আলফা বা ত্রিপুরার সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মতো অনেক সংগঠনই বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়েছিল বলে ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করত। কিন্তু বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকার তা মানতে চাইত না।

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ২০০৭ সালে উত্তর-পূর্ব ভারতের ১১২ জন সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা-নেত্রীর একটি তালিকা তুলে দিয়েছিল বাংলাদেশের হাতে, যারা সে সময়ে সে দেশে অবস্থান করছিলেন। আরেকটি পৃথক তালিকা দেওয়া হয়েছিল বিএসএফের পক্ষ থেকে যেখানে ১৭২টি শিবিরের উল্লেখ ছিল। যেগুলো উত্তর-পূর্ব ভারতের সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো পরিচালনা করে বলে বিএসএফ দাবি করেছিল।

আবার মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুরনো শিবিরগুলোতে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই যাতায়াত করছে, আর তাদের মধ্যে থেকে নিয়োগের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেড়এমন একটি তালিকাও বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছিল বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা। তিনি বলেছিলেন, নির্দিষ্ট কোঅর্ডিনেট দিয়ে বাংলাদেশের এক প্রতিনিধিদলকে জানানো হয়েছে, কোথায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে থেকে গুপ্তচর নিয়োগের চেষ্টা চালাচ্ছে আইএসআই।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করেন, আগে ভারতের পক্ষ থেকে বারবার এই বিষয়গুলো তোলা হলেও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্তু ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরে চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে যায়।

ভারতের এলিট কমান্ডো বাহিনী এনএসজির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলছিলেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আর জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর যেসব তৎপরতা এক সময়ে বাংলাদেশের মাটি থেকে চলত, সেসব তো শেখ হাসিনা বন্ধ করেছিলেনই, আর সেই অবস্থাটা বজায় রাখার জন্য শেখ হাসিনার নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসা খুবই জরুরি ছিল।'

তিনি আরো বলেন, 'এ ছাড়া নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটছে ভারতে, সেটা বন্ধ করতে হলেও শেখ হাসিনার সহযোগিতা প্রয়োজন ভারতের। তাই তাঁর নির্বাচনে জিতে ফিরে আসাটা ভারতকে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবেই অনেকটা স্বস্তি দিয়েছে।'

বিএনপিহীন নির্বাচন

ঢাকায় ভারতের সাবেক হাই কমিশনার ভিনা সিক্রি বলছিলেন, বাংলাদেশের দ্বাদশ নির্বাচনে যে সব থেকে বড় বিরোধী দল বিএনপি যোগদান করেনি, সেটা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এর জন্য নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে না।

তাঁর কথায়, 'একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনে কোনো দল অংশ নেবে কি না সেটা সম্পূর্ণভাবেই তাদের সিদ্ধান্ত। যদিও আমি মনে করি, নির্বাচনে সব দলেরই অংশ নেওয়া উচিত। কিন্তু বিএনপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা যোগ দেবে না, যতক্ষণ শেখ হাসিনা সরকারে থাকবেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টিই তো বাংলাদেশের সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়টা বাংলাদেশের সংবিধানেই নেই, সেটা কী করে কেউ দাবি করতে পারে?'

তিনি আরো বলেন, 'তবে বিএনপি নির্বাচন বয়কট করলেও তাদের দলের জনা তিরিশেক নেতা তো প্রার্থী হয়েছিলেন। আসলে আমার মনে হয় বেগম খালেদা জিয়া খুবই অসুস্থ, তারেক রহমানও বাইরে থাকেন। তাই দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মনোভাব ঠিক কতটা ধরতে পেরেছিলেন, সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

চীন প্রসঙ্গ ও বাংলাদেশের নির্বাচন

দ্বিপক্ষীয় প্রকল্পগুলো এগিয়ে নিতে বা দ্বিপক্ষীয় সমস্যার সমাধানে প্রতিবেশী দেশে ধারাবাহিকতা থাকা যেমন ভারতের স্বার্থেই দরকার, তেমনই ভারত আর বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট থেকেও বিচার করা দরকার বলে মনে করছেন ভারতীয় বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

ভারতের হিন্দুস্তান টাইমস এক প্রতিবেদনে লিখেছে, '২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত দুই হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে বাংলাদেশে সব থেকে বড় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসাবে উঠে এসেছে বেইজিং। চীনা ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ তাদের বড় বড় বেশ কয়েকটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে পেরেছে।'

প্রতিবেদনটিতে আরো লেখা হয়েছে, 'এ ছাড়া কয়েক ডজন মহাসড়ক, ২১টি সেতু আর ২৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্রে চীন জড়িত রয়েছে।'

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ছাড়াও বাংলাদেশকে সামরিক সহায়তাও দিয়ে থাকে চীন।

কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী বলেছেন, 'সম্প্রতি বাংলাদেশে যেভাবে চীনের উপস্থিতি বেড়েছে, যেভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এসেছে বাংলাদেশে, সেদিক থেকে দেখলে চীন সেখানে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। চতুর্থবার ক্ষমতায় আসা শেখ হাসিনা সরকারের আমলে চীনা সহায়তাকে ঘিরে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভারত কতটা তার মোকাবেলা করতে পারে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

বাংলাদেশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ দরকার

নির্বাচনের আগে থেকেই বাংলাদেশের মানুষের একাংশের মধ্যে একটা ভারতবিরোধী ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে খোলাখুলিই লিখেছেন, ভারতের ইচ্ছা বলেই নির্বাচন নিয়ে অনড় অবস্থান নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছেন শেখ হাসিনা।

অবশ্য এই ক্ষোভ এবারের নির্বাচনের আগে যে নতুন করে দেখা যাচ্ছে, তা নয়। বিগত নির্বাচনগুলোর আগে-পরে, ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একাংশের মানুষকে বিষোদগার করতে দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

কোনো দেশের সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের একাংশের ক্ষোভ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক জানিয়ে অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী বলছেন, 'ভারতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সময়মতো যদি রক্ষিত না হয়, তাহলে জটিলতা তো দেখা দেবেই। বাংলাদেশের মানুষের মনে তখনই প্রশ্ন ওঠা অসংগত নয় যে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ফলে তারা কতটা লাভবান হলো বা হতে পারে। এই প্রশ্নও তাদের মনে ওঠা স্বাভাবিক যে আদৌ তারা লাভবান হবে তো?'

তিনি আরো বলেছেন, 'বাংলাদেশের মানুষের একাংশের মনে সেই প্রশ্ন যাতে না ওঠে, তার জন্য ভারতকে আরো সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটা বড় বিষয় তিস্তাসহ অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করা।'- বিবিসি বাংলা

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
আপনি ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ ডলার আয় করতে পারেন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
Asif Bari (Tutul) C.E.O
Cell: 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-18 73rd Street Suite 401 Jackson Heights, NY 11372. Tel: 718-898-7100
LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd. Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901
JAMAICA OFFICE: 169-06 Hillside Ave. 2nd Fl Jamaica, NY11432 Tel: 718-291-4163
BROOKLYN OFFICE: 33101 Ave, Brooklyn, NY11208 Tel: 470-447-8625
BRONX OFFICE: 2113 Starling Ave Suite 201 Bronx, NY 104621 Tel: 718-319-1000
BUFFALO ADDRESS: 59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 cell: 716-400-8711, 718-292-8526 Email: bha.buffalo@gmail.com
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
BARI SUPERMARKET
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
100%
BEST PRICE
Guaranteed
HALAL FOOD
حلال
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
BARI PARTY HALL
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
BARI RESTAURANT
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Member: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক
DOHAR UPAZILLA SOMITY USA, INC.
নব গঠিত কার্যকরি পরিষদের বর্ণাঢ্য অভিষেক
ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৪
আহ্বায়ক
শাহিনুর রহমান বিপ্লব
সদস্য সচিব
আব্দুল আজিজ
যুগ্ম আহ্বায়ক
রবিউল আলম
রফিকুল হক শিকদার রিপন
মাহবুবুর রহমান মাহবুব
প্রধান পৃষ্টপোষক
আছিয়া আক্তার
পৃষ্টপোষক
এস সফিকুর রহমান তপন
তাহমিনা আক্তার মায়া
প্রধান সমন্বয়কারী
সফি উদ্দিন সফা
সমন্বয়কারী
সোয়েব আক্তার
সুমন মাহমুদ
ইমরান আহমেদ পরশ
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
হিরা খান
আক্তার হোসেন
আব্দুল গফুর
সুমন চক্রবর্তী
যুগ্ম সচিব
এম.ডি সোহেল রানা
বিমল চন্দ্র বর্মন
নুরুন নাহার আক্তার হ্যাপি
আপ্যায়নে
জাকির হোসেন কাঞ্চন
উপস্থাপনায়:
শারমিনা সিরাজ সোনিয়া
মোস্তফা কামাল মুকুল
আব্দুল আজিজ
VENUE:
LAGUARDIA MARRIOTT
102-05 Ditmars Blvd.
Queens, NY 11369
রায়ান তাজ, প্রমি তাজ,
Music by:
MATI BAND
মিডিয়া পার্টনার
ntv
13 JANUARY-2024
Saturday @ 5:00pm
প্রধান অতিথিঃ আব্দুর রব মিয়া, সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক।
নব গঠিত কার্যকরি পরিষদ
কার্যকাল ২০২৪-২০২৫ইং
সভাপতি
দুলাল বেহেদু
সাধারণ সম্পাদক
মোস্তফা কামাল মুকুল
শাহীনুর রহমান (বিপ্লব)
সিনিয়র সহ-সভাপতি
রবিউল আলম
সহ-সভাপতি
রফিকুল হক শিকদার (রিপন)
সহ-সভাপতি
আব্দুল আজিজ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
এম ডি সোহেল রানা
সহ সাধারণ সম্পাদক
শফি উদ্দিন শফা
সাংগঠনিক সম্পাদক
ইমরান আহমেদ পরশ
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
বিমল চন্দ্র বর্মন
কোষাধ্যক্ষ
আকতার হোসেন বিপ্লব
প্রচার সম্পাদক
নুরুন নাহার আকতার (হ্যাপী)
সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা
জাকির হোসেন কাঞ্চন
আপ্যায়ন সম্পাদক
সোয়েব আকতার
ক্রীড়া সম্পাদক
তাহমিনা আকতার (মায়া)
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
সুমন মাহমুদ
দপ্তর সম্পাদক
আছিয়া আকতার
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা
হিরা খান
কার্যকরী সদস্য
মাহবুবর রহমান (মাহবুব)
কার্যকরী সদস্য
এস. সফিকুর রহমান (তপন)
কার্যকরী সদস্য
আকতার হোসেন
কার্যকরী সদস্য
আব্দুল গফুর
কার্যকরী সদস্য
সুমন চক্রবর্তী
কার্যকরী সদস্য
হাফিজুর রহমান গিনি
প্রধান উপদেষ্টা
সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন
উপদেষ্টা
আলম হোসেন আলমগীর
উপদেষ্টা
আব্দুর রাজ্জাক আনোয়ার
উপদেষ্টা
আব্দুর রাজ্জাক নান্নু
উপদেষ্টা
খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম মন্টু
(বীর মুক্তিযোদ্ধা)
উপদেষ্টা
আলমগীর ভুইয়া
(বীর মুক্তিযোদ্ধা)
উপদেষ্টা
নজরুল ইসলাম বেপারী
উপদেষ্টা
মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী
উপদেষ্টা
মনিরুজ্জামান খোকন
(বীর মুক্তিযোদ্ধা)
উপদেষ্টা
সার্বিক সহযোগিতায়: সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ
বিশেষ সহযোগিতায়: সম্মানিত ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য
গিয়াস আহমেদ
ট্রাষ্টি প্রধান
আজাদ হোসেন
(বীর মুক্তিযোদ্ধা)
ট্রাষ্টি সদস্য
রাসুল আশরাফ চৌধুরী
(বীর মুক্তিযোদ্ধা)
ট্রাষ্টি সদস্য
বিনম্র শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি
দোহার উপজেলা সমিতির
ট্রাষ্টি সদস্য
প্রয়াত
মিজানুর রহমান মিজান
প্রচারে: আকতার হোসেন বিপ্লব, প্রচার সম্পাদক
DOHAR UPAZILLA SOMITY USA, INC.

এক দল থেকে এক ব্যক্তির হাতে

৮ পৃষ্ঠার পর

মোকাবিলা করেছেন। তার সমর্থনে চীন ও ভারতকে এক কাতারে নিয়ে আসা এমন একটি বিষয়, যা থেকে অনেক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নেতা শিক্ষা নিতে পারেন।

সবকিছুই যে শেখ হাসিনার নিয়ন্ত্রণে আছে, তা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে। আওয়ামী লীগ জিতেছে ২২২টি আসনে। আর ৬২টি আসনে জিতেছে 'বিদ্রোহীরা', যাদের মধ্যে ৫৮ জন আজীবন আওয়ামী লীগ করেছে এবং তাদের এই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে দলেরও সম্মতি ছিল। আওয়ামী লীগের আশীর্বাদে ১১টি আসনে জিতেছে জাতীয় পার্টি। এ ছাড়া, সার্বিক পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রতীক বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতীক 'নৌকা' নিয়ে নির্বাচন করে দুটি আসনে জিতেছে ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থীরা। অর্থাৎ, মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ঘোষিত ২৯৮টির ফলাফলে ২৯৩ আসনে আওয়ামী লীগ কিংবা তাদের 'অনুমোদিত' বা 'আশীর্বাদপুষ্ট' প্রার্থীরা জিতেছেন।

আনুপাতিক হারে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আরও ৫০টি আসনের কথা বিবেচনা করলে, এগুলোর বেশিরভাগই আওয়ামী লীগের। সেক্ষেত্রে শেখ হাসিনা খুব সহজেই আরও অন্তত ৪৫টি আসনে নিজের লোক পাবেন। কাজেই সর্বমোট ৩৫০ আসনের সংসদের ৩৩৮টি আসনই তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সেক্ষেত্রে এটাকে কি কোনোদিক দিয়েই একদলীয় শাসন ছাড়া অন্যকিছু হিসেবে অভিহিত করা যাবে? এই মাত্রাতিরিক্ত সাফল্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নিজস্ব দুর্বলতাও রয়েছে।

নির্বাচনে অংশ নেওয়া ২৮টি দলের মধ্যে ২৩টি কোনো আসন পায়নি। এই দলগুলোর বেশিরভাগ প্রার্থী জামানত হারিয়েছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে তাদের কোনো জনসমর্থন ছিল না। তাদেরকে নির্বাচনে আনা হয়েছে শুধুমাত্র এটা দেখানোর জন্য যে, অনেকগুলো রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। নির্বাচনে একমাত্র যে দলটি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত, সেই বিএনপি নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার আগেই পুলিশি অ্যাকশনে পর্যুদস্ত হয়ে যায়। একের পর এক মামলা, নেতাদের গ্রেপ্তার, দ্রুত বিচারে সাজা ও ভয়ভীতিতে দলটির এই অবস্থা হয়ে যায়। বিএনপির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনের দিন পর্যন্ত তাদের ১৩ হাজার ৪২৪ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দায়েরকৃত ৪৯৯টি মামলার এফআইআরে দলটির ৫২ হাজার ৩৪২ নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে।

এই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে একটি ঘটনাতেই। সেটি হলো রাজনৈতিক অঙ্গনে সবার শ্রদ্ধাভাজন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত ২৯ অক্টোবর থেকে এখনো কারাগারে আছেন এবং বারবার আবেদন করার পরও তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না। তবে নির্বাচন বর্জনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিএনপির প্রান্তিক হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এবারের নির্বাচনের ফলাফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শেখ হাসিনার সুপ্রিম লিডার হয়ে ওঠা। অনেক বছর ধরেই তিনি এই ভূমিকায় আছেন। কিন্তু এই নির্বাচনে তার এই অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে। যা আগে ছিল 'কার্যত', তা এখন 'আইনসিদ্ধ'। ভারতে নির্বাসন থেকে ১৯৮২ সালে দেশে ফিরে আসার পর থেকেই তিনি তার ক্ষমতা সুসংহত করছেন। প্রথমে দলের ভেতরে এবং তারপর সরকারে। আমলা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রাজনীতিকরণ ও তাদের বড় আকারে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এবং সবশেষে সারাদেশে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিরুদ্ধমতকে সম্পূর্ণভাবে দমন করে তিনি হয়ে উঠেছেন সুপ্রিম লিডার। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের ফলাফল এটাই যে, সংসদে দু-তিনজন ছাড়া এমন কোনো সদস্য নেই যিনি কোনো না কোনোভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ নন। দীর্ঘদিন ধরেই যে সংসদ তার নীতি বাস্তবায়নের রাবার স্ট্যাম্প ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই সংসদে এখন আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব থাকছে না এবং তার ছাড়া আর কারও কণ্ঠ সেখানে প্রতিধ্বনিত হবে না। গত সংসদে বিএনপির সাত জন সংসদ সদস্য অন্তত ছিলেন। তারা সুযোগ পেলেই সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখতেন। তবে এবার সেইটুকু বিরোধিতাও আর থাকবে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই একই সুরে গাইবে। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এবারের নির্বাচনে শেখ হাসিনার বিজয় এতটাই নিরঙ্কুশ যে এখন তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিরোধী দলীয় নেতা কে হবেন। এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পরে সংসদ সদস্য হিসেবে বিজয়ী সবচেয়ে বড় গ্রুপটি তথাকথিত 'স্বতন্ত্র'দের, যারা সবাই আওয়ামী লীগে ফিরতে চান। হয়তো শেখ হাসিনা তাদেরকে 'বিরোধী দল' গঠনে উৎসাহিত করতে পারেন এবং নেপথ্যে থেকে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। এভাবেই তিনি আইনসিদ্ধভাবে সংসদ নেতা ও কার্যত বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তার এই অবিশ্বাস্য অর্জনে রয়েছে বিপুল বিপদের ঝুঁকি। সংসদ সম্পূর্ণভাবে তার ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ছে এবং গণতন্ত্রকে পাঠানো হলো ভেন্টিলেশনে, যেখানে অক্সিজেনের নিয়ন্ত্রণ থাকল একজনের হাতে। নিজেদের পিঠ চাপড়ানো ও অভিনন্দন জানানোর বিষয়গুলোকে এক দিকে সরিয়ে রাখলে বলা যায়, নির্বাচনে কম সংখ্যক ভোটার উপস্থিতির মাঝে বিজয়ী দলের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে। ধরা হয়ে থাকে, আওয়ামী লীগের ভোট-ব্যাংক মোট ভোটারের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশের মতো। সেই হিসাবে ৪১ দশমিক আট শতাংশ ভোটার উপস্থিতি (নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী) থেকে এটাই দেখা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগের ভোটাররাই কেবল ভোট দিয়েছেন এবং অনুমিত ২০ থেকে ২৫ শতাংশ নিরপেক্ষ ভোটার ও বিএনপির ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ভোটার (আগের নির্বাচন থেকে পাওয়া তথ্যমতে) এই নির্বাচন থেকে দূরে থেকেছেন। সব মিলিয়ে প্রায় ৫৯ শতাংশ ভোটার এই নির্বাচনকে এড়িয়ে গেছেন। অর্থাৎ, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটে বর্তমান সরকার জয়ী হয়েছে, এমন অত্যুৎসাহী দাবিগুলো আরও বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে যাচাই-বাছাই করতে হবে এবং এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, শেখ হাসিনা এখন এমন একটি অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন যে দেশে যা কিছুই ঘটবে, তার জন্য এককভাবে তিনিই দায়ী হবেন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশের অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে, তার সবটাই শেখ হাসিনার দোরগোড়ায় এসে হাজির হবে এবং সংশ্লিষ্ট সব দায়ও তার দিকেই আসবে। ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, অর্থপাচার, জ্বালানিতে অসহনীয় ভর্তুকি ও বিশ্ব বাজারের অস্থিরতায় আমাদের রপ্তানি কমে যাওয়া—এসব সমস্যা আগামী মাসগুলোতে আমাদেরকে প্রভাবিত করবে। সাবেক অর্থমন্ত্রী ইতোমধ্যে বলেও দিয়েছেন যে, আইএমএফের সব শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়। জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা সংস্থাটির শর্ত মোতাবেক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বজায় রাখতে পারিনি। হতে পারে, এটাই শর্ত লঙ্ঘনের একমাত্র বা শেষ ঘটনা নয়, সামনে আরও উদাহরণ তৈরি হবে।

গত দশকে, বিশেষত গত পাঁচ বছরে দুর্নীতি লাগামহীনভাবে বেড়েছে এবং এ বিষয়টিকে অস্বীকার করা উটপাখির মতো মাটিতে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া কিছুই নয়। ক্রমাগত বাড়তে থাকা খেলাপি ঋণ আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থার রক্ত শুষে নিচ্ছে এবং এর জন্য দায়ী শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অব্যাহতভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সুশাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়ে সার্বিকভাবে এই খাতের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এর ফলে পুরো অর্থনীতিই এখন ঝুঁকির মুখে।

সুশাসন ভয়াবহভাবে উপেক্ষিত হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নিজেদের নীতিমালা ও জবাবদিহিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। বিচারব্যবস্থাকে অস্ত্র হিসেবে নিজের পছন্দমতো ব্যবহার করার ফলে নিঃসন্দেহে আমাদের ওপর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ফাটল ধরতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন অর্থনীতিতে। আমরা তাকে অনুরোধ জানাই, তিনি যেন উপরে উল্লেখ করা সমস্যাগুলোর সমাধানে কার্যকর কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে তার নতুন মেয়াদ শুরু করেন।

নিরঙ্কুশ বিজয়ে পথ যতটা সহজ হবে বলে মনে হয়, বাস্তবে ততটা নাও হতে পারে। বিজয় স্বাভাবিকভাবেই উজ্জ্বল ও আলোকদীপ্ত, কিন্তু নিরঙ্কুশ বিজয় অনিবার্যভাবেই অন্ধকারও নিয়ে আসতে পারে। মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট

IRS PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL

NEW YEAR SALE

30 Years of Excellence!

NY State Exams:
- ELA: April 10-12
- Math: May 7-9

SHSAT Exam: November 2024

SAT Exams: March - August 2024

Up To
$150 OFF
All Packages!

Sale ends Sunday January 14th, 2024

Come Visit One Of Our Locations:

Jackson Heights: 37th Ave & 74th St.

Jamaica: Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn: Church & McDonald Ave

Bronx: Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park: 101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island: Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron: 5th Ave & 23rd St.

Call us at 718-938-9451 or Visit Us: KhansTutorial.com

রিজার্ভ নিম্ন পর্যায়ে থাকলে বাংলাদেশে

১০ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাসে আরো বলা হয়েছে চলতি অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতি স্থিতিস্থাপক থাকতে পারে। মূল্যস্ফীতি কমলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বাড়ার প্রত্যাশা করছে সংস্থাটি।

দেশের রফতানি পরিস্থিতি নিয়ে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রফতানি গন্তব্যগুলো বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রত্যাশার তুলনায় শ্লথগতির বিষয়টি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রধান রফতানি গন্তব্যগুলোয় বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ কমে যাওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানেও উঠে এসেছে।

বিশ্বব্যাংকের ভাষ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি শ্লথ থাকবে। অর্থবছর শেষে তা দাঁড়াতে পারে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে। এরপর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়ে ৫ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

সংস্থাটির প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ শতাংশ। আর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুসারে এ সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

সার্বিক বিষয়ে ড. জাহিদ হোসেনের মূল্যায়ন হলো ‘এখন পর্যন্ত আমরা যে পরিসংখ্যান দেখেছি তাতে আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। রেমিট্যান্স মোটামুটি একই। কর রাজস্ব কিছুটা বেড়েছে এবং বিদ্যুতের ব্যবহারও বেড়েছে। বিনিয়োগ পরিস্থিতি যে দুর্বল, সেটা তো পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনীতিতে মন্দা হবে না, তবে প্রবৃদ্ধি কমে যাবে। সে কারণে এসব বাজারে রফতানি প্রবৃদ্ধি নিয়ে ঝুঁকি আছে। তবে সেখানে রফতানি বাড়ারও কিছুটা সম্ভাবনা আছে। ফলে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস ঠিকই আছে বলে আমি মনে করি।’

যুক্তরাজ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনকে

১০ পৃষ্ঠার পর

তথ্য প্রকাশ করা হয় গত আগস্টে। অবশ্য পরিমাণে চীনের তুলনায় রপ্তানি বাড়লেও দামের বিবেচনায় এখনও পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। অর্থমূল্যের হিসাবে দেখা যায়, অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে ৩১৮ কোটি ৩১ লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করে চীন। এ সময় বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩০১ কোটি ১৪ লাখ ডলার। ওই ১০ মাসে সব দেশ থেকে ১ হাজার ২০৯ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করে যুক্তরাজ্য।

পরিমাণ এবং অর্থমূল্য দুই বিবেচনায়ই বাংলাদেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে প্রতিযোগী অন্য দেশগুলো। দামের বিবেচনায় যুক্তরাজ্যে রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনামের অবস্থান এখন সপ্তম। পরিমাণের বিবেচনায়ও দেশটি একই অবস্থানে রয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে তুরস্ক। যদিও রপ্তানির পরিমাণ বাংলাদেশের তুলনায় অত্যন্ত কম, মাত্র ৪ কোটি ১৩ লাখ ডলার। চতুর্থ অবস্থানে থাকা ভারতের রপ্তানি ৪ কোটি ডলারের।

উদ্যোক্তাদের মতে, সব দেশেরই রপ্তানি পরিস্থিতি খারাপ যাচ্ছে গত প্রায় তিন বছর ধরে। তবে রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো। তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদ উল্লাহ আজিম বলেন, প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় পোশাক রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশ এগিয়েছে বাংলাদেশ। অতিমারি করোনা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও দেশে জ্বালানি সংকটে উৎপাদন বিঘ্নিত এবং উৎপাদন ব্যয় না বাড়লে আলোচ্য সময়ে রপ্তানি আরও অনেক বাড়তে পারত। নতুন বছর রপ্তানি খুব ভালো যাবে বলে আশা করেন তিনি। - সমকাল

সরকারে লীন জবাবদিহিতা ও সংসদের

৮ পৃষ্ঠার পর

সেই তুলনায় বাংলাদেশে এক ইউনিক অবস্থা বিরাজ করছে। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সবার সহযোগিতা চেয়েছেন। এখন চারটি মেইন স্ট্রিম পলিটিক্যাল পার্টির আড়াইটি সহযোগিতা করতে অক্ষম। এখন যা আছে তার মধ্যে কাজ করতে হবে, ”এই পরিস্থিতি তুলে ধরেন জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদের (জানিপপ) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাজমমুল আহসান কলিমুল্লাহ। তার কথা, “দেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসনের অভাব আছে। এখন তারা দাবি করবে জনগণ আমাদের আবারো ম্যান্ডেট দিয়েছে। তাহলে ওইসব ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের কোনো সূচনার কোনো প্রয়োজন আছে? এভাবে অনেকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করবে। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের সংসদ নিয়ে সরকার প্রধান তো বরাবরই উচ্চকণ্ঠ যে তারা ম্যান্ডেট পেয়েছে। এবার আবারো ফ্রেশ ম্যান্ডেট পেয়েছেন, তাই আরো উচ্চকণ্ঠ হবেন সেটাই তো স্বাভাবিক।”

২০১৪ সালে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়নি। তারা তখন নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তখন ব্যাপক সহিংসতা হয়। তখন থেকেই বিএনপির দাবি ছিল নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সরকারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়। নির্বাচনের আগে সরকারের সঙ্গে তাদের সংলাপও হয়। কিন্তু নির্বাচনে তারা মাত্র ছয়টি আসন পায়। তারা তখন ‘রাতের ভোটের্' অভিযোগ করে। ফলে তারা এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না বলে জানায়। ২০২৪ সালের নির্বাচনেও তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করে। সেটা না হওয়ায় তারা নির্বাচন বর্জন এবং হরতাল, অবরোধ অসহযোগ কর্মসূচি পালন করে। ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে না যায় সে ব্যাপারে তারা নাগরিকদের নিরুৎসাহিত করে। এই নির্বাচনে কমিশন দাবি করেছে ৪১ ভাগের বেশি ভোট পড়েছে। কিন্তু বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী দল এবং অনেক বিশ্লেষকের এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে।

নির্বাচনের আগে গত ২৮ অক্টোবর থেকে বিএনপি ও সমমনাদের ব্যাপক চাপের মুখে ফেলে সরকার। বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মাঠে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও ২৮ অক্টোবরের পর থেকে কারাগারে আছেন । গত সাড়ে চার মাসে বিএনপির দেড় হাজারেরও বেশি নেতা-কর্মীকে দণ্ড দিয়েছেন আদালত। এক দিনে ১১৯ জনকে সাজা দেয়ার নজিরও আছে। তাদের প্রধানত ২০১৩-১৪ সালের মামলায় সাজা দেয়া হয়। সাজার মেয়াদ ছয় মাস থেকে আড়াই বছর।

বিএনপির দাবী ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে মহাসমাবেশের চার-পাঁচ দিন আগে থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে ২৫ হাজার ৪৩৯ জনেরও বেশি নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়েছে। মামলা দেয়া হয়েছে ৭৭০ টিরও বেশি। আহত হয়েছেন চার হাজার ২৭৫ জনের বেশি নেতা-র্কমী। একজন সাংবাদিকসহ ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিএনপির শীর্ষ নেতাদের অধিকাংশই এখন কারাগারে। এবারও তাই বিএনপি ছাড়া সংসদ।

আগের দুটি সংসদ যে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, অর্থ পাচার রোধ, সুশাসন- এসব ব্যাপারে তেমন কার্যকর ছিলো তা নয়। আর এই সংসদ আগের চেয়ে আরো দুর্বল। ফলে সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রমে যে চেক এন্ড ব্যালেন্সের একটা বিষয় থাকে যেটা সংসদ করে থাকে। সেই জায়গা আরে দুর্বল হলো বলে মনে করেন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গেলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, “সংসদের দিক থেকে আর্থিক সংস্কার এবং অর্থনীতির যে চ্যালেঞ্জ আছে তা মোকাবেলায় কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে মনে হয় না। এককভিত্তিক সংসদ এবং এককভিত্তিক যে একটি সরকার গঠন হয়েছে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু যদি করে, তাহলে করতে পারে। এর বাইরে কোনো সুযোগ দেখছি না।” তার মতে, “২০২৬ সালে বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশ হবে তখন অর্থনীতি অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। আইএমফের ঋণের শর্ত মেনে ঋণ ও অর্থনেতিক সংস্কারের বিষয় আছে। দুর্নীতি এখন সর্বব্যাপ্ত হয়েছে। আছে মূল্যস্ফীতিসহ রিজার্ভের চাপ। ব্যয় সাশ্রয়ী হয়ে এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের তেমন উদ্যোগ দেখিনি। সামনে কী হবে তা দেখতে হবে।”

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামন রীতিমতো অবাক যে প্রক্রিয়ায় সংসদ গঠিত হয়েছে তা দেখে। তিনি বলেন, “যা দৃশ্যমান ছিল তাই হয়েছে। সবই পূর্বনির্ধারিত। এখন তো আর পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নাই। পুরো সংসদে চার-পাঁচজন ছাড়া পুরোটাই হলো সরকারদলীয়। যারা স্বতন্ত্র তারাও সরকারের। জাতীয় পার্টির যারা আছে, তারা আসলে ক্যাঙ্গারু পার্টির সদস্য সরকারের। ফলে পুরো সংসদ হচ্ছে সরকারি দলের একচ্ছত্র ভুবন।” তিনি বলেন, “গত দুইটি সংসদের অবস্থাও একই রকম ছিল। ফলে এই প্রক্রিয়ায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এটাকে একটা স্বাভাবিকতার রূপ দেয়া হয়েছে। এক সময় বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের ক্রাইসিসে সংসদ জিম্মি হয়ে পড়েছিল। দুই দলই যখন বিরোধী দলে ছিল তখন সংসদ বর্জন করেছে। সেটা থেকে আমরা আরো বড় সংকটে পড়ে গেলাম। দশম এবং একাদশ সংসদ ছিল বাস্তবে বিরোধী দলবিহীন। আর এবার হলো একচ্ছত্র ভুবন। এই অবস্থায় একটি সত্যিকারের জবাবদিহিমূলক সরকার, জনগণের বাস্তব প্রতিনিধিত্বিমূলক সরকার এবং মানুষের অধিকার, সুরক্ষা থেকে শুরু করে মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি - এই বিষয়গুলো নিয়ে সংসদে আলোচনা, জনকল্যাণমূলক বিতর্ক, সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য সংসদীয় কমিটিসহ আরো যে ব্যবস্থা সেগুলো আছে তা যে কার্যকর হবে তার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না।”

তার কথা, “এই সরকার গণতন্ত্রের যে ধারণা, মানুষের অধিকার, মতামত ও জবাবদিহিতার যে ধারণা তার প্রতি তারা কতটা শ্রদ্ধাশীল থাকবে সেটা নিয়ে আমি সন্দিহান। এই একচ্ছত্র ব্যবস্থায় যদি বেনোভেলেন্ট একচ্ছত্র অবস্থা পাওয়া যায়, তাহলেই কেবল জবাবদিহিতার কিছু সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে এটা বাস্তবে হওয়া কঠিন।”- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সৌজন্যে

ANCHOR
TRAVELS
QATAR
BOOK NOW
929 570 6231
917 300-2450
anchortravels.us
Emirates
KUWAIT
এ্যাংকর ট্রাভেলস
বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো
দেশে ভ্রমনে এয়ারলাইন্স
টিকেটিং এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
77-04 101 Avenue
Ozone Park, New York 11416
A S M MAIYEN UDDIN (PINTU)
President & CEO

পরাজিত ‘এমপি’রাও বলছেন নির্বাচনে কারচুপি, অনিয়ম হয়েছে

৯ পৃষ্ঠার পর

১২টা কেন্দ্রে আমাদের নৌকার কোনো এজেন্ট ছিল না। এ কারণে ঈগল একচেটিয়া ওখানে ভোট কেটে নিয়ে গেল। অন্য কয়েকটি ইউনিয়নেরও তারা একচেটিয়া ভোট নিয়ে গেল। তিনি আরও বলেন, ভোটার উপস্থিতি খুবই কম ছিল। হিন্দু ভোটারদের কেন্দ্রে আসতে দেয় নাই। নৌকা ভোটে হারেনি। সূক্ষ্ম কারচুপি ও ষড়যন্ত্রের কারণে আমরা হেরেছি।

ভোটে কারচুপির অভিযোগ এনে মানিকগঞ্জ-২ আসনে নৌকার পরাজিত প্রার্থী মমতাজ বেগম বলেছেন, সিংগাইর উপজেলার বলধারা ও বায়রা ইউনিয়ন এবং সিংগাইর পৌরসভার কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটে কারচুপি করা হয়েছে। কালো টাকা দিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী ভোট কিনেছেন। বলধারা ও বায়রা ইউনিয়নের কয়েকটি কেন্দ্রে মৃত ব্যক্তি ও প্রবাসীদের ভোটও ট্রাক প্রতীকে পড়েছে। এসব সিল মেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীরা। এসব কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীর অস্বাভাবিক ভোটের কারণে তাকে পরাজিত হতে হয়েছে।

নির্বাচনে বরগুনা-১ আসনে ভোট গণনা, ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত ও একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (শম্ভু) জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে তার পক্ষে একজন প্রতিনিধি গিয়ে এই অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগে বলা হয়, বেআইনিভাবে ভোট গণনা, ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত ও একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় নৌকা প্রতীকের উপস্থিত এজেন্টদের জোর আপত্তি উপেক্ষা করা হয়েছে। আইন সঙ্গতভাবে প্রস্তুত না করায় ফলাফলে ব্যাপক কারচুপি, অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপ হয়েছে বলে দাবি করেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেবনাথ। অভিযোগপত্রের সঙ্গে ১৮টি ফলাফল বিবরণীর অনুলিপি জমা দেয়া হয়।

১৪ দলের প্রভাবশালী নেতা ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু কুষ্টিয়া-২ আসনে ধরাশায়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে। নির্বাচনে হারের বিষয়ে তিনি বলেছেন, দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে ভোট কারচুপি। প্রশাসন কারচুপি বন্ধ করার কোনো চেষ্টাও করেনি। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় কারচুপি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

রাজশাহী-২ আসনের নৌকা প্রতীকের পরাজিত প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা ইসির কাছে অভিযোগ করে বলেছেন, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সর্বোচ্চ ব্যক্তির নির্দেশে সব ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুবিধাভোগীর কার্ড আটকে রেখে কাঁচি প্রতীকে ভোট দিতে চাপ প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আমি লিখিতভাবে অভিযোগও করি। নির্বাচনের আগের রাতে ২১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিজাম-উল আজিমকে এসব তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে যৌথবাহিনী আটক করেও নিয়ে যায়। যদিও আর সব ওয়ার্ডে সেই একই প্রক্রিয়া চলমান থাকে। বাদশা অভিযোগে আরও বলেন, নির্বাচনের দিন ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিজস্ব বাহিনী প্রতিটি ওয়ার্ডে নৌকা প্রতীকের ভোটারদের চিহ্নিত করে তাদের ভোটকেন্দ্রে আসতে নিরুৎসাহিত করেন। ক্রমাগত হুমকি ও ভয়ভীতির কারণে ভোটের দিন ভোটাররা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেননি।

গাইবান্ধা-১ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী ও একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী একটি গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন, ভোটে কারচুপি হয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ কেন্দ্রে আমি দুই-তিনজনের বেশি ভোটার দেখিনি। আমাদের সমর্থক ভোটাররা প্রথমে সকাল ১০টার মধ্যে ভোট দিয়ে দিয়েছেন। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নগণ্য ভোটার উপস্থিতি ছিল। কিন্তু দিন শেষে কাস্টিং যা দেখলাম, আমার মনে হয়েছে, এখানে ভোট কারচুপি হয়েছে। পরাজয়ের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, সরকার আমাদের পরাজয় করতে চেয়েছিল। সরকারি দলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। প্রশাসন ও সরকার আমাদের পরিকল্পিতভাবে হারিয়ে দিয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-২ আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ও পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক আবদুল কাহার আকন্দ ভোটে অনিয়মের অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এই নির্বাচন মেনে নেইনি। আমি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করবো। এই আসনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে।

শেষ ঘণ্টায় নৌকার পক্ষে ভোট কাটার অভিযোগ: নির্বাচনে ফরিদপুর-১ আসনে জাল ভোটসহ অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট পুনরায় গণনা ও অর্ধশতাধিক ভোটকেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আরিফুর রহমান দোলন। অনিয়মের ভিডিও ও স্থিরচিত্রসহ গতকাল আসনটির অর্ধশতাধিক কেন্দ্রে নানা অনিয়মের তথ্য-প্রমাণাদি তুলে ধরে সিইসির কাছে লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। অভিযোগপত্রে বলা হয়, ভোটের শেষ ঘণ্টায় অর্ধশতাধিক কেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম, মৃত মানুষের ভোটসহ নানা উপায়ে জালভোট প্রদান ও ভোট শেষ হওয়ার পরেও কেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে নৌকার পক্ষে ভোট কাটা হয়। প্রিজাইডিং কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোর নির্বাচনী কর্মকর্তা ও প্রশাসনের যোগসাজশে নৌকা মার্কার পক্ষে নির্বাচনী বিধিসহ আচরণবিধি লঙ্ঘনের মতো অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের সচিবকে সরাসরি মুঠোফোনে বার্তা পাঠিয়েও কোনো ফল হয়নি। জালভোট পড়ার বিষয়ে একাধিক কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারদের ঈগল মার্কার এজেন্ট ও কর্মী-সমর্থকেরা জানালে তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে রহস্যজনক আচরণ করেন।- দৈনিক মানবজমিন

বাংলাদেশে ধনকুবেরদের সংখ্যা কেন বাড়ছে

১৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, রেলওয়ে, এয়ারলাইনস এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মতো সরকারি পরিষেবাগুলো সাধারণত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। তাই এসব অমূল্য সম্পদ মজুত করে বেসরকারি খাতের ব্যক্তিদের অতিরিক্ত সম্পত্শালী হওয়ার সুযোগ নেই।

উত্পাদনে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসায় করাও ধনী হওয়ার অন্যতম একটা মাধ্যম। আমরা নিম্ন প্রযুক্তি, মাঝারি এবং উচ্চ প্রযুক্তির রপ্তানিকে (উত্পাদিত পণ্য রপ্তানির পার্সেন্টেজ) একটা সূচক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। বাংলাদেশের উত্পাদিত রপ্তানির মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ মাঝারি ও উচ্চ প্রযুক্তির রপ্তানি এবং বেশির ভাগই রপ্তানি করে শ্রমসাধ্য ‘আরএমজি সেক্টর’। লেবানন, কাজাখস্তান, মিশর, ইউক্রেন এমনকি ভিয়েতনামে উত্পাদিত রপ্তানির প্রায় ৩০ শতাংশ প্রযুক্তিগত পণ্য। বাজার পরিস্থিতি ও অর্থনীতির প্রকৃতির মধ্যে অমিল দেশের অতি ধনীদের অস্তিত্বের ব্যাপারে একধরনের চিত্র প্রকাশ করে। কিন্তু কর-জিডিপি অনুপাত, করদাতার সংখ্যা, বিভিন্ন পেশার নাগরিকদের বিলাসবহুল জীবন এবং দেশ থেকে প্রচুর অর্থপাচার অন্য ধরনের চিত্র প্রকাশ করে। এম এস সিদ্দিকী বাংলাদেশ কম্পিটিশন কমিশনের বেসরকারি উপদেষ্টা। দৈনিক ইত্তেফাক এর সৌজন্যে

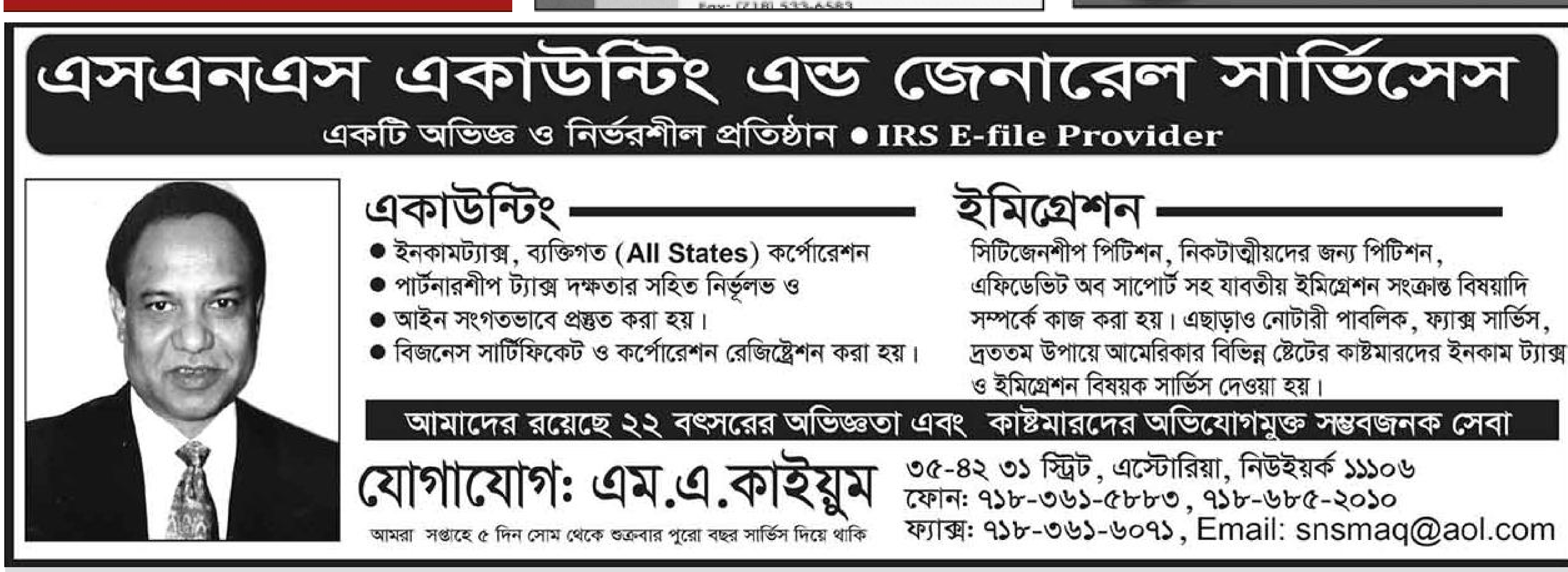

বৈশ্বিক মেরুকরণে বাংলাদেশ

৯ পৃষ্ঠার পর

পথ পালটান: জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা ওএইচসিএইচআর সোমবার (৮ জানুয়ারি) বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি দেশের প্রতিশ্রুতি নবায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ফলকার টুর্ক।

বিবৃতিতে সংস্থাটির প্রধান ফলকার টুর্ক বলেছেন, “ভোট শুরুর আগের কয়েক মাস হাজার হাজার বিরোধী সমর্থককে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে বা ভয় দেখানো হয়েছে। এই ধরনের কৌশল সত্যিকারের আন্তরিক প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক নয়।” তিনি বলেন, ‘‘আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যেন সব বাংলাদেশির মানবাধিকার সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং দেশে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।”

জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান বলেন, ‘‘বাংলাদেশ কঠিন পথে গণতন্ত্র অর্জন করেছিল, সেটিকে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত করা যাবে না। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এবং আমি আন্তরিকভাবে আশা করবো এটি রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হবে। সকল বাংলাদেশির ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে।”

নানা দেশের অভিনন্দন

এরই মধ্যে নানা দেশের প্রতিনিধিদের অভিনন্দনের বন্যায় ভাসতে শুরু করেছেন টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নির্বাচনের পরদিন, অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি বেসরকারি ফল প্রকাশের পরই রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্স, সিঙ্গাপুরসহ বেশ কিছু দেশের রাষ্ট্রদূত শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ৯ জানুয়ারিও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের তথ্য অধিদপ্তর পিআইডি সূত্রে জানা গেছে, গণভবনে এসে শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, রিপাবলিক অব কোরিয়া, ব্রুনেই দারুসসালাম, মালয়েশিয়া, মিসর, আলজেরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতেরা। ভোটগ্রহণের আগে থেকেই বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়েছে বলে মন্তব্য পাওয়া গেছে রাশিয়ার পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে। দেশটির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার আন্দ্রে ওয়াই শুটব বলেছেন, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনের আয়োজনও চমৎকার ছিল। ৭ জানুয়ারি বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকার। সেখানে শুটব বলেছিলেন, “আমরা এক সন্ধিক্ষণে আছি। এখন এক মেরু থেকে বহু মেরুর বিশ্বে উত্তরণ ঘটছে। বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অবস্থা নেই। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন নীতি গ্রহণ করবে। কেউ চাপিয়ে দিলে হবে না।” এরপর বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সঙ্গে ৮ জানুয়ারি দেখা করে তাকে মার্চে আয়োজিত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রুশ প্রতিনিধিরা।

রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমর্থন দেবে চীন

বাংলাদেশে চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন ৮ জানুয়ারি গণভবনে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে। ৯ জানুয়ারি চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং এক ব্রিফিংয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, “নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় আমরা আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানাই। বন্ধুপ্রতিম ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে নির্বাচনের পর রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা বাংলাদেশকে সমর্থন দেবো। আমরা নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।” অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে পারস্পরিক সম্মান, সমতা ও দ্বিপক্ষীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছে চীন।

অংশীদারত্ব জোরদারের প্রতিশ্রুতি ভারতের

ভারতের জ্যেষ্ঠ উপ নির্বাচন কমিশনার ধর্মেন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে তারা এরই মধ্যে নিজেদের মূল্যায়নে তুলে ধরেছেন। ভারতের নির্বাচন কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে সেই মূল্যায়ন প্রেস নোট আকারে প্রকাশও করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “নির্বাচন পরিচালনা প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং এই সফর সহজতর করার প্রচেষ্টা করায় আমরা বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে প্রশংসা জানাই। আমরা বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেছি এবং ভোটগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা সেসব কেন্দ্রে বাংলাদেশের নাগরিকদের তাদের ভোটাধিকার শান্তিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে দেখেছি।”

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের বিজয়ে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ শেয়ার করা এক পোস্টে তিনি বলেন, “সফলতার সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করায় আমি বাংলাদেশের জনগণকেও অভিনন্দন জানাই। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী এবং জনগণকেন্দ্রিক অংশীদারত্ব আরো শক্তিশালী করে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।”

বৈশ্বিক মেরুকরণের টানাপড়েনে বাংলাদেশ?

নির্বাচনের আগেই বাংলাদেশকে ঘিরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দুটি পক্ষ। পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দমনপীড়ন নিয়ে ছিল সোচ্চার, অন্যদিকে চীন-রাশিয়াসহ অন্য নানা দেশের পক্ষ থেকে ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান।

নির্বাচনের পরও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, সেটা নানা বিবৃতিতেই স্পষ্ট। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এই মেরুকরণ কী বার্তা নিয়ে আসছে?

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন, এই মেরুকরণে বাংলাদেশের কোনো আশঙ্কার কিছু নেই। তিনি বলেন, “মেরুকরণের প্রশ্নই উঠছে না। যেটা দেখা দরকার, জাপানও অভিনন্দন জানিয়েছে এবং ভারতও অভিনন্দন জানিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে যেটা বোঝায়, সেখানে জাপান আর ভারতকে তো ছাড়া যাবে না কোনোভাবেই। ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে সমালোচনা থাকতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবেই তারা পরিচিত। মেরুকরণ হলে তো আর জাপান বা ভারত অভিনন্দন জানাতো না।”

অধ্যাপক ইমতিয়াজ মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের বিবৃতিও অনেকটা ভারসাম্য বজায় রেখেই দেয়া হয়েছে বলেও মনে করেন। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, “তারা সমালোচনা করেছে যে এটা সুষ্ঠু হয়নি, ফ্রি-ফেয়ার হয়নি। একই সাথে তারা রিগ্রেট করেছে, যে কেন অপজিশন নির্বাচনে যায়নি। আবার এমনও বলেছে যে ভায়োলেন্সের ব্যাপারে যেন ইনভেস্টিগেশন করে সরকার। আবার এমনও বলেছে যে সরকারের সাথে তারা কতগুলো বিষয়ে তারা আগামীতে কাজ করে যাবে।”

তিনি বলেন, “বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশে তাদের যেসব বন্ধু আছে, তাদের কথা নিয়েই তারা এসব কথা বলেছে। কিন্তু একাধিক দেশ যারা অভিনন্দন জানিয়েছে, সেগুলোও তে দেশ, তাই না? এখানে আমি কোনো মেরুকরণ দেখছি না। বাংলাদেশের নীতি ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নেই’। এখানে সমালোচনা থাকতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র বাংলাদেশের মানুষই ঠিক করবে। এখানে বাইরের দেশ কী বললো, তাতে কিছু যায় আসে না।” অবশ্য সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির এমন মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তার কাছে প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশকে কি বৈশ্বিক মেরুকরণে একটি পক্ষ নেয়ার দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে? উত্তরে এম হুমায়ুন কবির বলেন, “এখনও পর্যন্ত তো সেইরকমই মনে হচ্ছে। তার কারণ হলো, আমরা গত দুদিন ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বন্ধুদের কাছ থেকে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখছি এবং আমাদের এখান থেকেও প্রাথমিক যেসব মন্তব্যগুলো আসছে, তাতে মনে হচ্ছে নির্বাচনের আগে থেকে যে বিভাজনটা ছিল, সেটা এখনও আছে। আমার মনে হচ্ছে, এই বিভাজনটাকে ধরে নিয়েই আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি।”

তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশ এখন যে অবস্থানে আছে, তাতে এই ধরনের বিভাজনে যাওয়াটা আমাদের জন্য সমীচিন নয় বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। আমি মনে করবো সামনের দিনগুলোতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত এই বিভাজনটা কমিয়ে আনার জন্য যাতে আমরা নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করি।”

‘বড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়’ বাংলাদেশ এক পক্ষ নিলে তাতে বাংলাদেশেরই বেশি বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলেও মনে করেন এই সাবেক রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, “বাংলাদেশের স্বার্থ বাংলাদেশকেই দেখতে হবে। বাংলাদেশের স্বার্থ অন্য কেউ দেখবে না। আমরা যদি মনে করি বাংলাদেশের স্বার্থ অন্য কেউ দেখে দেবে, তাহলে আমরা অহেতুক নিজেদের জন্য বিপদ নিজেই ডেকে আনতে পারি বলে আশঙ্কা করছি। সে জায়গায় যাওয়া মোটেও উচিত হবে বলে মনে করছি না।”

‘বিদেশি প্রভু’ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এই মেরুকরণকে কিভাবে সামলাবে তা আগামী দিনে নতুন সরকারের নানা পদক্ষেপ দেখলেই স্পষ্ট হবে। বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। নির্বাচনে জয় উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাতে ৯ জানুয়ারি গণভবনে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। তাদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেছেন, বিদেশি প্রভুদের পরামর্শ মেনে চললে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেউ টিকে থাকতে পারবে না। তিনি বলেন, ‘‘বিএনপি জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে নেমেছিল। তাদের কিছু প্রভু আছে। তারা বাংলাদেশের জনগণকে চেনে না। প্রভুদের পরামর্শে বাংলাদেশে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।আমাদের কোনো প্রভু নেই। বাংলাদেশের জনগণই আমাদের প্রভু ও শক্তি। জনগণের বিশ্বাস ও আস্থাই আমাদের শক্তি।” অনুপম দেব কানুনজ্ঞ ডয়চে ভেলের মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক। - ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশ থেকে পোশাক নিতে আগ্রহী

১০ পৃষ্ঠার পর

জরিপের দশম সংস্করণ গত সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের কয়েকটি বড় ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাসহ ৩০টি শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা, আমদানিকারক এবং পাইকারি বিক্রেতারা এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন। সদ্যোবিদায়ি পঞ্জিকা বর্ষের এপ্রিল থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত জরিপটি পরিচালনা করা হয়।

উত্তরদাতারা ৫.০-এর মধ্যে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ ৪.৫ পয়েন্ট দিয়েছেন।

এ সময় তাঁরা ভিয়েতনামকে ৩.৮ পয়েন্ট দিয়েছেন। জরিপে ২০২৩ সালে প্রতিযোগিতামূলক কম দামে পোশাকের সোর্সিংকে বেস হিসেবে ধরা হয়েছে। জরিপ অনুসারে চীন, ভারত ও কম্বোডিয়ার পয়েন্ট ছিল ৩.৫ এবং ইন্দোনেশিয়ার ৪.০।

দেশের ইতিহাসে তৈরি পোশাক খাতের বড় দুর্ঘটনা রানা প্লাজা ধসের পর থেকে বাংলাদেশি পোশাকশিল্পে সামাজিক দায়বদ্ধতার অনুশীলনগুলো বেশ উন্নত হয়েছে বলেও জানিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারীরা।

এতে আরো বলা হয়, এশিয়ার সরবরাহকারীদের মধ্যে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও ভারত হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য। উত্তরদাতারা উৎপাদন ক্ষমতা এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আগামী দুই বছর এই অঞ্চল থেকে সোর্সিং বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন।

এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মো. ফারুক হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিশ্বে এখনো বাংলাদেশিরা প্রতিযোগিতামূলক দাম নিশ্চিত করে। ব্র্যান্ডিং ক্রেতার মধ্যে আস্থা এবং পরিবেশবান্ধব উন্নত কর্মসংস্থান বাংলাদেশকে বিশ্ববাজারে এগিয়ে রেখেছে। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাও বাংলাদেশ অগ্রাধিকারে রেখেছে।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বিল

১১ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, আকু হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে একটি আন্ত-আঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তিব্যবস্থা। এর মাধ্যমে এশিয়ার নয়টি দেশের মধ্যে যেসব আমদানি-রপ্তানি হয়, তা প্রতি দুই মাস পর নিষ্পত্তি হয়। তবে অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হয়। আকুর সদস্যদেশগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ভুটান ও মালদ্বীপ।

তবে দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সম্প্রতি এ তালিকা থেকে বাদ পড়েছে শ্রীলঙ্কা। আকুর বাকি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে দুই মাস পরপর লেনদেনের অর্থ পরিশোধ করতে হয়। এসব দেশের মধ্যে ভারত পরিশোধের তুলনায় অন্যান্য দেশ থেকে বেশি ডলার আয় করে। বাকি দেশগুলোর অধিকাংশকেই আয়ের চেয়ে বেশি ডলার খরচ করতে হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, আকুর সদস্যদেশ থেকে যে পণ্য আমদানি হয়, তার মূল্য হিসেবে ব্যাংকগুলো প্রতি সপ্তাহেই বাংলাদেশ ব্যাংকে ডলার জমা দেয়। প্রতি দুই মাস পরপর ব্যাংকগুলোর পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ দায় পরিশোধ করে থাকে। তখন রিজার্ভ হঠাৎ কমে যায়, এরপর আবার বাড়ে।

ব্লিঙ্কেনের সফরে গাজায় যুদ্ধ

১২ পৃষ্ঠার পর

গেলেও এর সমাপ্তি এখনো অধরা। তিনি বলেন, এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনা নেই।’

এমন সময় ব্লিঙ্কেন মিসর পৌঁছেছেন, যখন গাজায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময় নিয়ে নতুন করে আলোচনা চলছে। বন্দী বিনিময়ের শর্ত হিসেবে গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধের দাবি জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। তবে হামলায় কয়েক দিনের বিরতি দিতে রাজি হলেও স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধে সম্মত হয়নি ইসরায়েল।

এক দিনে ১১২ জন নিহত : এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ১০ জানুয়ারী প্রদত্ত হালনাগাদ তথ্যে জানিয়েছে, শেষ ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় আরও ১১২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৯৪ জন। এ নিয়ে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর গাজায় ২৩ হাজার ৪৬৯ জন নিহত হলেন আর আহত হয়েছেন ৫৯ হাজার ৬০৪ জন।

এ ছাড়া নিখোঁজ প্রায় সাত হাজার মানুষ। তাঁরা ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের মরদেহ বাড়িঘর ও বিভিন্ন স্থাপনার ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারী) আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের শুনানিতে মামলার পক্ষে যুক্তিতুর্ক উপস্থাপন করা হয়। শুক্রবার ইসরায়েলের মৌখিক বক্তব্য শুনেন আদালত।

গত ডিসেম্বর মাসে গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে ‘গণহত্যা’ আখ্যা দিয়ে নেদারল্যান্ডসের হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), মালয়েশিয়া, তুরস্ক, জর্ডান ও বলিভিয়া মামলাটির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। এ ছাড়া আরব লিগ, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, নামিবিয়া, মালদ্বীপ ও পাকিস্তান এ উদ্যোগের প্রতি সংহতি জানিয়েছে।

‘এটা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা’- সদ্য সাবেক

৮ পৃষ্ঠার পর

ওআমি ওপেন, আমার লুকানোর কিছু নেইঞ্ব তিনি বলেন, গত পাঁচ বছর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার অফিস ছিল এবং তাকে সহযোগিতার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মোমেন বলেন,ওব্রিফিংগুলো আমি সবসময় তাদের লিখতে বলেছি এবং বারবার সেগুলো ঠিক করতে বলেছি। তাই, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাইঞ্ব

ওপররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন আমি অর্থনৈতিক কূটনীতি, জন-কূটনীতি এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার দিকে মনোযোগ দিয়েছিঞ্ব বলেন তিনি ।তিনি বলেন,ওআমি আশা করি এই নীতিগুলো আমাদের সোনার বাংলার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবেঞ্ব

ওএখন নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে জনগণের সেবা করব এবং বৃহত্তর কল্যাণে নীতিনির্ধারণী কাজে সহযোগিতা করবঞ্ব যোগ করেন তিনি।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন পঞ্চম মেয়াদের নতুন সরকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমও নেই নতুন মন্ত্রিসভায়। তবে, নতুন মন্ত্রিসভায় এ মন্ত্রণালয়ে এখন পর্যন্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।- ডেইলি স্টার

হোয়াটসঅ্যাপের মতো ফিচার আনল গুগল

১৩ পৃষ্ঠার পর

ক্লিক করুন এবং সার্চ বারে কন্টাক্টস অনুসন্ধান করুন।

৩. এর পরে আপনি যার সঙ্গে আপনার অবস্থান ভাগ করতে চান সেই কন্টাক্টসটি নির্বাচন করুন।

৪. কন্টাক্ট পেজে যাওয়ার পরে, আপনি “শেয়ার লোকেশন” বিকল্পটি পাবেন, এটিতে আলতো চাপুন।

৫. আপনি কতক্ষণের জন্যে লোকেশন শেয়ার করবেন, তারজন্যে এখানে আপনাকে সময় নির্বাচন করতে বলা হবে। আপনি যতক্ষণ চান শেয়ার করতে পারেন, আবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সময়কে সেট করে দিতে পারেন।

৬. আপনি যদি আপনার লোকেশন শেয়ার করা বন্ধ করতে চান, তাহলে কন্টাক্টসে ফিরে যান এবং “শেয়ার করা বন্ধ করুন” বিকল্পটি নির্বাচন করুন। আপনি চাইলে শেয়ারিং পিরিয়ড পরিবর্তন করতে সেটিংস সামঞ্জস্য করতে পারেন।

খুলল ভারতের দীর্ঘতম সেত

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামে। বলা হচ্ছে ‘অটল সেতু’।

প্রায় ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ (সংযোগকারী সড়কসহ) এই সমুদ্রসেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৭ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। ৬ লেনের ২১.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুর মধ্যে ১৬.৫ কিলোমিটার পথ সমুদ্রের ওপর দিয়ে গেছে। এটি ভারতের দীর্ঘতম এবং বিশ্বের দ্বাদশ দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু।

২০১৮ সালে সেতুটির তৈরির কাজ শুরু হয়। এটি দিয়ে প্রতিদিন অন্তত ৭০ হাজার যান চলাচল করতে পারবে।

‘অটল সেতু’ নবি মুম্বই এবং মুম্বইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে সংযুক্ত করায় সুবিধা হবে পর্যটকদের। পাশাপাশি, জওহরলাল নেহরু বন্দরে পণ্য পরিবহণে সুবিধা মিলবে। মুম্বই থেকে পুণে, গোয়া এবং কর্নাটক যাত্রারও সময় কমবে। সেতুটি ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প সহনীয় করে তৈরি করা হয়েছে।

চার চাকার গাড়ির গতিসীমা হবে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১০০ কিলোমিটার। সেতুতে দুই চাকার বাহন, অটোরিকশা, ট্রাক্টর, পশু-চালিত যানবাহন এবং ধীরগতির যানবাহন নিষিদ্ধ।খবর: এনডিটিভি ও আনন্দবাজারের

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন
২০ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
C&A
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER
HALAL
100% Quality Food
HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন। ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB
UBER eats
DOORDASH
PayPal
JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

লোহিত সাগরের সংঘাত দীর্ঘমেয়াদি হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে

৫ পৃষ্ঠার পর

অব্যাহত রাখা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। লোহিত সাগরের পর হরমুজ প্রণালি দিয়ে পণ্য পরিবহন বন্ধ হলে তা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সত্তরের জ্বালানি সংকট বা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের চেয়েও দ্বিগুণ-তিন গুণ প্রভাব ফেলবে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে হুথিদের সঙ্গে যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ক্ষত তৈরি করতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা পর্যবেক্ষকদের।

বাংলাদেশে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরাও মনে করছেন, এ সংঘাত দীর্ঘমেয়াদি হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর বড় অভিঘাত দেখা যাবে। তাদের ভাষ্যমতে, লোহিত সাগর সংকট উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে দেশের ভোক্তাদের চাপকেও আরো প্রকট করে তুলতে পারে। মোট বিশ্ব বাণিজ্যের ১৫ শতাংশই হয় এ নৌ-রুটটি দিয়ে। নৌপথে বাংলাদেশ-ইউরোপের পণ্য আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই হয় এখান দিয়ে। এ রুটে পণ্য পরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়া ও এর প্রভাবে জ্বালানিসহ বিভিন্ন পণ্যের বাজার অস্থিরতা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দীর্ঘমেয়াদে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ বেড়ে তীব্র হয়ে উঠতে পারে মূল্যস্ফীতি। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত-উপখাত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশের জ্বালানির বার বার দাম বেড়েছে। আমদানিনির্ভর জ্বালানি নীতিমালার কারণে আমাদের এখন এক ধরনের ক্রান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। উদ্যোক্তা ও সাধারণ মানুষকে বার বার সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এখন এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববাজারে জ্বালানি নিয়ে আবারো পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব অনেক মারাত্মক হবে।'

তিনি বলেন, 'দূরদর্শিতার অভাব ও আমদানিনির্ভরতার কারণে উদ্যোক্তাদের ব্যয় বেড়েছে। একই সঙ্গে যানবাহন, কৃষি উৎপাদন ও গৃহস্থালি পর্যায়েও বার বার খরচ বেড়েছে। যখনই বিশ্বে ভূরাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, তখনই দেশের জ্বালানিসহ সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। এমন ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার অভিঘাতের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা তৈরি করা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সে সক্ষমতা তৈরি করা হয়নি।'

তবে লোহিত সাগরের সংঘাত নিয়ে আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে। বাংলাদেশ থেকে ইউরোপমুখী তৈরি পোশাকবাহী জাহাজগুলো ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে লোহিত সাগর-সুয়েজ খাল হয়ে। এ পথে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদে নানামুখী প্রতিবন্ধকতায় পড়ার আশঙ্কা করছেন তারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, লোহিত সাগর রুটে পণ্য পরিবহনকারী জাহাজগুলোকে এখন ইউরোপে যাতায়াত করতে হবে গোটা আফ্রিকার দক্ষিণ ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ আটলান্টিক উপকূল ঘুরে। এতে যাত্রাপথ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাড়তে যাচ্ছে পণ্য পরিবহনের সময় ও ব্যয়। চলমান সংঘাত সরবরাহ চেইনে বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটানোর পাশাপাশি ইউরোপের সঙ্গে পণ্য আমদানি-রফতানিতে ব্যয় বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছে বহুলাংশে। বাড়তে যাচ্ছে জ্বালানি ও পরিবহনসহ অন্যান্য খরচও। আবার ক্রেতাদের সময়মতো পণ্য ডেলিভারি দেয়া নিয়েও বড় ধরনের বিপাকে পড়তে হতে পারে রফতানিকারকদের।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোর তৈরি পোশাক আমদানিতে সবচেয়ে বড় উৎস বাংলাদেশ। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এখানকার ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে আমদানি কমিয়ে দিয়েছেন। ইইউর পরিসংখ্যান অফিস ইউরোস্ট্যাট প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের প্রথম নয় মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) ইইউ অঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি কমেছে সাড়ে ১৭ শতাংশের বেশি। এ নিম্নমুখী ধারা বজায় রয়েছে এখনো। এর মধ্যেই আবার লোহিত সাগরে শুরু হয়েছে সংঘাত। এতে ইউরোপে রফতানি বজায় রাখা নিয়ে বড় ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে উদ্যোক্তাদের মধ্যে।

তৈরি পোশাক শিল্পের উৎপাদন ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান এ প্রসঙ্গে বণিক বার্তাকে বলেন, 'হুথিদের আক্রমণ এবং তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণের কারণে সুয়েজ খালের ওপর দিয়ে যাওয়া জাহাজগুলোর চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে আফ্রিকা হয়ে ঘুরে যেতে হবে। এতে আমাদের বীমা ব্যয় বাড়বে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। সময় বেশি লাগবে। জাহাজ ভাড়াও বেড়ে যাবে। পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতার বেঁধে দেয়া নির্ধারিত সময়ে পণ্যও পাঠাতে পারব না। এতে আমাদের ব্যবসায়িক খরচ ও বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলোর প্রভাবড়্দুই-ই বাড়বে।'

তিনি বলেন, 'আজকের উন্নত বিশ্বে সবাই সবার ওপর নির্ভরশীল। এর জন্য আমাদের একার পক্ষে কোনো কিছু করার সুযোগ নেই। আমরা কী সিদ্ধান্ত নেব তা নিয়েও কিছু এখনো বলা যাচ্ছে না। একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। এ যুদ্ধ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা-ও আমরা জানি না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে। সময় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।'

বিশ্বব্যাপী দৈনিক জ্বালানি তেল পরিবহনের এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয় লোহিত সাগর দিয়ে। এখান দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে পড়াকে জ্বালানি তেলের বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে বড় ধরনের ব্যাঘাত হিসেবে দেখছেন বাজারসংশ্লিষ্টরা। আন্তর্জাতিক বাজারে এরই মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে পণ্যটির মূল্য। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ হয় আমদানির মাধ্যমে। ডলার সংকটের কারণে এরই মধ্যে একক আমদানিকারক সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে (বিপিসি) নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। এমনকি বকেয়া পরিশোধ না হওয়ায় জাহাজে ফাইন্যান্সিয়াল হোল্ডের (অর্থ পরিশোধ না হওয়ায় পণ্য খালাস আটকে দেয়া) ঘটনাও ঘটেছে। এ মুহূর্তে পণ্যটির দাম যদি আরো বাড়তে থাকে, সেক্ষেত্রে জ্বালানি তেল আমদানিতে সংস্থাটির চাপ-বিড়ম্বনা আরো বেড়ে যাবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্ববাজারে অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে ২০২২ সালের আগস্টে পরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় বিপিসি। পরে জ্বালানি বিভাগ তা কিছু মাত্রায় সমন্বয় করলেও দাম উচ্চপর্যায়েই থেকে যায়। সে সময় এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে বিপিসির লোকসান দেয়ার কথা। সে সময় সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ৮ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে বিপিসির। ওই লোকসান কমাতে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল বলে মনে করে সংস্থাটি। তবে পরে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলেও জ্বালানি তেলে মূল্য সমন্বয় করা হয়নি। এরপর জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্যে বিপিসির মুনাফা হলেও তা দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি বাড়ানোয় ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি আবার এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেয় তাহলে তা বিপিসি থেকে শুরু করে ভোক্তাসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্যই বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে বিপিসির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমরা বর্তমানে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি। প্রয়োজন হলে আমাদের পক্ষ থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত জ্বালানি বিভাগে সরবরাহ করা হবে।'

লোহিত সাগরের বর্তমান পরিস্থিতি গোটা ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক বিশ্ববাণিজ্যে বড় ধরনের অভিঘাত তৈরি করবে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের নৌবাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে তুরস্কসহ ইউরোপের নৌযোগাযোগের বৃহদাংশ সংঘটিত হয় লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে। এজন্য দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্যবাহী জাহাজ আরব সাগর থেকে এডেন উপসাগর হয়ে বাব এল মানদেব প্রণালি দিয়ে প্রবেশ করে লোহিত সাগরে। তারপর এসব জাহাজ সুয়েজ খাল পেরিয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরে। শুধু ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী দেশগুলো নয়, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলসহ ইউরোপের উত্তরাংশের দেশগুলোর সঙ্গেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নৌযোগাযোগের প্রধানতম রুট হলো লোহিত সাগরড়্সুয়েজ খাল-ভূমধ্যসাগর রুট। এক্ষেত্রে জাহাজগুলোকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালি ও ইবেরিয়ান উপদ্বীপের (স্পেন ও পর্তুগাল) উপকূল দিয়ে চলাচল করতে হয়।

সুয়েজ খাল খননের আগে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলোর সঙ্গে নৌবাণিজ্যের জন্য পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে আফ্রিকার দক্ষিণ ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ আটলান্টিক উপকূল ঘুরে জিব্রাল্টার প্রণালি হয়ে ভূমধ্যসাগরে ঢুকতে হতো। আর যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যে ইবেরিয়ান উপদ্বীপের উপকূল পর্যন্ত যেতেও আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলের প্রায় পুরোটা পাড়ি দিতে হতো। সুয়েজ খাল খননের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুট হয়ে ওঠে লোহিত সাগর। দূরত্ব কোনো কোনো স্থানে অর্ধেক এমনকি এক-তৃতীয়াংশেও নেমে আসে। আরব সাগর থেকে লন্ডনের দূরত্ব কমে যায় ৮ হাজার ৯০০ কিলোমিটার বা সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল।

গত বছর গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর বাব এল মানদেব প্রণালিসহ লোহিত সাগর উপকূল দিয়ে পরিবাহিত পণ্যবাহী জাহাজে হামলা শুরু করে হামাসের মিত্র ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার সারা রাত ইয়েমেনের ১৬ স্থানে বিমান ও নৌ হামলা চালায় যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। জবাবে পাল্টা আঘাত ও হামলা জোরদারের হুমকি দিয়েছে হুথিরাও। এ অবস্থায় লোহিত সাগর রুটে নৌচলাচল এখন এক প্রকার বন্ধ হওয়ার পথে। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য খাতসংশ্লিষ্টরা এখন বিষয়টি নিয়ে বেশ উদ্বেগে পড়েছেন। তাদের ভাষ্যমতে, লোহিত সাগর-সুয়েজ খাল-ভূমধ্যসাগর রুট বন্ধ হয়ে গেলে তা গোটা বৈশ্বিক অর্থনীতিতেই মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।- বণিকবার্তা

শেখ হাসিনার পর কে?

৫ পৃষ্ঠার পর

হতে পারেন তারই পরিবারের ঘনিষ্ঠ তিনজন সদস্যদের মধ্যে একজন।

শেখ হাসিনার পুত্র : সজীব ওয়াজেদ জয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বড় ছেলে এবং দেশের বাইরে থাকা সত্ত্বেও তিনি তার সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। ৫২ বছর বয়সী জয় বাংলাদেশে ইন্টারনেট পরিষেবার সম্প্রসারণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং নভেম্বর পর্যন্ত তার মায়ের ডিজিটাল উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত দু'টি বিশিষ্ট থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক প্রচারের সময় পোস্টারগুলোতে তার মায়ের পাশাপাশি তার মুখও প্রদর্শিত হয়। তবে হাসিনার ঘনিষ্ঠ আওয়ামী লীগের একজন সিনিয়র আইন প্রণেতার মতে, জয় রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়তে চান না। তার পরিবারের সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেই পছন্দ করেন। জয় গত নভেম্বরে সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশ সফর করলেও সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেননি। দলের এক আইন প্রণেতা এএফপিকে বলেছেন- ২০১৬ সালে তার অনুমতি ছাড়াই তাকে আনুষ্ঠানিক পার্টির সদস্য করার জন্য দলীয় কর্মকর্তাদের রীতিমতো তিরস্কার করেছিলেন জয়।

শেখ হাসিনার বোন : শেখ হাসিনার পিতা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হন। একই সময়ে তার মা, তিন ভাই এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরও হত্যা করা হয়। শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা (৬৮) সেই সময় তার সঙ্গে বিদেশে ছিলেন। হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার পর তাদের মধ্যেকার বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

১৯৮০'র দশকে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠার সময় রেহানা কীভাবে তার দুই সন্তানের দেখাশোনা করেছিলেন তা বর্ণনা করে গত সপ্তাহের নির্বাচনের কয়েকদিন আগে হাসিনা তার বোনকে কৃতজ্ঞতা জানান। রেহানা নিয়মিতভাবে শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রচারে এবং বিদেশি নেতাদের সঙ্গে বিদেশে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। রোববারের ভোটের পর এই জুটিকে একসঙ্গে বিজয় উদযাপন করতে দেখা গেছে। লন্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের অবিনাশ পালিওয়াল এএফপিকে বলেছেন, ঢাকার পাওয়ার করিডোরের মধ্যে শেখ রেহানার অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব তাকে একজন বিশ্বাসযোগ্য উত্তরসূরি করে তোলে'।

শেখ হাসিনার কন্যা : ৫১ বছর বয়সী সায়মা ওয়াজেদ শেখ হাসিনার দুই সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। গত বছর পর্যন্ত সেভাবে প্রচারের আলোয় আসেননি তিনি। তবে গত নভেম্বরে জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতার অভাব থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে মনোনীত করা হয় সায়মাকে। মেডিকেল জার্নাল দ্য ল্যানসেট ওয়াজেদের প্রার্থিতার স্বচ্ছতা এবং স্বজনপ্রীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যদিও অভিযোগগুলো তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওয়াজেদ তার মায়ের হাই- প্রোফাইল কূটনৈতিক সফরে নিয়মিত সদস্য। কিন্তু স্থানীয় রাজনীতিতে তার অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। পালিওয়াল বলেছেন যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি থাকার কারণে তরুণ বাংলাদেশিদের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

ভবিষ্যৎ : ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের প্রকাশ বলেছেন যে, তিনজনের মধ্যে কেউই শেষ পর্যন্ত হাসিনার মতো উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবেন না। তিনি বছরের পর বছর ধরে রাজনীতি সামলে রেখেছেন। প্রকাশের মতে, হাসিনা যেভাবে সবটা সামলেছেন দলীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য পরিবারের বাকি তিন সদস্যের সেই ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা তা নিয়ে বিশ্লেষকদের সন্দেহ আছে। শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যরা তার শক্তিশালী রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের অভাব পূরণ করতে পারবে কিনা তা নিয়ে বাংলাদেশি ভোটাররাও এএফপি'র কাছে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আহমেদ ইউসুফ (২৫) এএফপি'কে বলেন, ওয়াজেদ জয় দেশের মাটি ও তরুণদের চেনেন না। শেখ রেহানা আমাদের প্রতিষ্ঠাতার মেয়ে কিন্তু তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। সায়মার ক্ষেত্রেও তাই। তারা কি শেখ হাসিনার মতো ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবেন?

২০২১ সালের পর বাংলাদেশে চীনের উন্নয়ন সহায়তার গতি থেমে যায়

৫ পৃষ্ঠার পর

ছাড় হয়েছে ৭৭২ কোটি ডলার। এর বড় একটি অংশ এসেছে শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরের পর থেকে ২০২১ সালের মধ্যে। ওই সময়ের পর থেকে এ পর্যন্ত আর নতুন কোনো বড় অংকের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়নি বেইজিং।

এক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপট বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ে তাদের মূল্যায়ন হলো এসব সংকটের কারণে দেশে প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা নিয়ে এক ধরনের সংশয়ের জায়গা তৈরি হয়েছে। আবার কভিডের পর থেকে চীন নিজেও অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশটি নতুন বিনিয়োগ নিয়ে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করে থাকতে পারে। তবে এর মধ্যেও বিভিন্ন দেশে চীনের আর্থিক সহায়তা বজায় থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু ভিন্ন দেখা যাচ্ছে। বেইজিংয়ের প্রতি বৈরী পক্ষগুলো থেকে নানা নেতিবাচক প্রচার রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে সরকারও দেশটি থেকে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে।

এ বিষয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিনিয়োগ কমে আসার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা এর প্রথম কারণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্যে চীনের বিনিয়োগের প্রভাব নিয়ে বেশ আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল। তাই সরকারের পক্ষ থেকে হয়তো বিনিয়োগ সীমিত করার বিষয়ে চিন্তা করা হয়ে থাকতে পারে। গত দুই বছর চীনের অর্থনীতিও চাপের মধ্যে রয়েছে। তাই হয়তো তারাও সাবধানতা অবলম্বন করছে।'

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালে স্বাক্ষরিত হয় 'স্ট্রেনদেনিং অ্যান্ড প্রডাকশন ক্যাপাসিটি কো-অপারেশন' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)। ওই চুক্তির আওতাভুক্তসহ নানা খাতে সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন শি জিনপিং। ওই এমওইউর আওতায় বাংলাদেশে চীনা ঋণে মোট ২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা ছিল।

এ পর্যন্ত চলমান আটটি প্রকল্পের বিপরীতে মাত্র ৭৯২ কোটি ডলারের ঋণ চুক্তি সই হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৬ সালে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের জন্য ৭০ কোটি ডলারের প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ২০১৭ সালে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং স্থাপন প্রকল্পের জন্য ৫৫ কোটি ডলারের ঋণ চুক্তি হয়। ২০১৮ সালে পদ্মা রেল সেতু সংযোগ প্রকল্প ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে দুটি ঋণ চুক্তি হয়। ২০১৯ সালে ও ২০২০ সালে ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও গ্রিড শক্তিশালীকরণের দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০২১ সালে ঢাকা- আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের চুক্তিটির পর নতুন কোনো বড় প্রকল্পে ঋণ সহায়তা দেয়ার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়নি চীন।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) হলে দেশে চীনের আর্থিক বিনিয়োগ ও সহায়তা বাড়বে। বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সেক্রেটারি জেনারেল আল মামুন মৃধা বণিক বার্তাকে বলেন, '২০১৯ সাল পর্যন্ত একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী দেশ ছিল চীন। কিন্তু এর পরই করোনার কারণে বিনিয়োগে কিছুটা ভাটা পড়ে। বর্তমানে চীনা বিনিয়োগগুলো স্থানান্তর হচ্ছে মূলত আসিয়ানের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্য রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপের (আরসিইপি) আওতাভুক্ত দেশগুলোয়। বাংলাদেশ এর আওতাভুক্ত হলে এবং চীনের সঙ্গে এফটিএ সই করলে এখানে বিনিয়োগ আরো বাড়বে।'

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উন্নয়নে গঠিত হয়েছে চীন-বাংলাদেশ সিল্ক রোড ফোরাম। বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া এখন বাংলাদেশ-চায়না সিল্ক রোড ফোরামের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।

বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'চীনা বিনিয়োগ কমার পেছনে শুধু বাংলাদেশে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা, সেটিও দেখতে হবে। আর যদি চীন ইচ্ছাকৃতভাবে সেটি বন্ধ রাখে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে চীনের বিনিয়োগ যাতে না আসে সেজন্য বহির্বিশ্বের অনেকেই চেষ্টা করে। এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এজন্য চীন চাইলেও অর্থ ছাড় করতে পারে না। চীন আমাদের তিস্তা ব্যারাজে বিনিয়োগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার জন্য তা এগোয়নি। তবে সামনের দিনগুলোয় দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেখানে বেইজিংয়ের প্রতি বৈরী দেশগুলো বাংলাদেশকে চীনের কাছে সহজে ছেড়ে দেবে না।' দেশে চীনের বিনিয়োগে গৃহীত প্রকল্পগুলোয় ঠিকাদারের কাজ প্রধানত চীনা সংস্থাগুলোই পেয়ে থাকে। আবার অন্যান্য দেশের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পেও দেখা যায় চীনা ঠিকাদারদের আধিপত্য। পদ্মা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রেও মূল সেতু নির্মাণ ও নদীশাসনের কাজ করেছে দুই চীনা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পটিও বাস্তবায়ন হচ্ছে চীনা ঠিকাদারের মাধ্যমে।

অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (ওআরএফ) হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২৪০টি চীনা কোম্পানি কাজ করছে। আর মার্কিন থিংকট্যাংক প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের (এইআই) এক হিসাবে উঠে এসেছে, ২০০৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চীন থেকে ঋণ এসেছে ৭০৭ কোটি ডলারের। আর দেশটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে শুধু নির্মাণকাজের ঠিকাদারিই পেয়েছে ২ হাজার ২৯৪ কোটি ডলারের।

বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষকরা বলছেন, পশ্চিমাদের সঙ্গে বিভিন্ন ভূরাজনৈতিক ও নীতিগত নানা প্রশ্নে বর্তমান সরকারের ভিন্নমত ও দূরত্বের কারণে চীনা বিনিয়োগ অনেকটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল।

লুটেরা গোষ্ঠীর কালো থাবায় দেশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়াবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শাসকদলের ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতারাও এখন কোটিপতি। এমনকি ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের ছাত্র ও যুব নেতারাও কোটিপতি হয়ে গেছে। অনেকের গাড়ি, বাড়ি হয়েছে। অথচ তারা এখনো কর্মজীবনে প্রবেশ করেননি। ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে এ গোষ্ঠী শুধু যে নিজেরা সম্পদশালী বনে যাচ্ছে তাই নয়। এদের অনৈতিক কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অজানা-অচেনা গন্তব্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ছেলেবেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বাক্যটি প্রতিনিয়ত আমাদের শেখানো হতো, 'লেখা-পড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে', প্রবাদটি বাংলাদেশের বর্তমান সমাজে আর কার্যকর নেই। তাহলে স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগে; গত দশকে দেশে কি আরো বহুমাত্রিক সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। এর সোজাসাপটা উত্তর অবশ্যই। বর্তমানে সবকিছু এখন বিভিন্ন সিন্ডিকেট সদস্যদের দখলে। তাহলে স্বভাবত প্রশ্ন উঠে, কারা এসব সিন্ডিকেটের সদস্য। কারা এসব সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। চিন্তা করে সময়ের অপচয় করার প্রয়োজন নেই। এদিক-সেদিক একটু তাকালে সহজে উত্তর পেয়ে যাবেন।

বর্তমানে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, জমি দখল, উন্নয়ন প্রকল্প ও সামাজিক বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম থেকে চুরি, অনৈতিক ও অবৈধ আয়, খাজনা খোঁজা বা হাটে-ঘাটে-মহল্লায় চাঁদাবাজি, অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমানে যারা লুটপাটের সাথে জড়িত, তাদের প্রায় সবাই শাসকদলের নেতা, সদস্য ও সমর্থক। সেই সাথে আজকাল যোগ হয়েছে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে, তথাকথিত নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অনির্বাচিত দল ও দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা আমলারা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় সদস্যও এদের অন্তর্ভুক্ত। গত দশকে বাংলাদেশের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে রাজধানী শহর পর্যন্ত সর্বত্র এ ধরনের হাজারো গোষ্ঠী (সিন্ডিকেট) জন্মলাভ করেছে।

দুর্নীতি সব দেশে কম-বেশি আছে। বাংলাদেশেও সবসময়, সব সরকারের আমলে ছিল। কিন্তু এমন নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি এর আগে আমাদের সমাজে আর কখনো দেখা যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বর্তমানে দেশের কর্মকর্তারা (নির্বাচিত, অনির্বাচিত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য) লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছেন। দুর্নীতির মাধ্যমে লুটপাটকে ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি ও প্রথা বানিয়ে ফেলেছেন। এসব গোষ্ঠী শুধু যে ব্যবসা-বাণিজ্য অঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করে আছেন তা নয়। তারা একই ধরনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক ও আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অঙ্গনে। ফলে দেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলো আজ দেউলিয়া হয়ে গেছে। এসব ফাঁক-ফোকরে পড়ে প্রকৃত ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' জপ করতে করতে ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছেন। অনেকে ব্যবসা ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। অনেকে ঋণভারে জর্জরিত হয়ে চাপা উত্তেজনার পীড়নে অকালে মৃত্যুবরণ করছেন।

এক কথায় বলতে হয়, দেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো খাত নেই যেখানে নতুন নতুন সিন্ডিকেট সৃষ্টি হয়নি। উপার্জন অবৈধ, তাই ভ্যাট ও ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যায়। দিলেও যৎসামান্য। এ গোষ্ঠী বাংলাদেশে বর্তমানে একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এ গোষ্ঠীকে যদি কেউ লুটপাটের সিন্ডিকেট হিসেবে চিহ্নিত করে তাহলে ভুল হবে না। অতএব কেবল তেল, ডিম, পেঁয়াজ ও আলু বিক্রেতাদের সিন্ডিকেটের দোষ দিয়ে কি মূল্যবৃদ্ধি থামানো যাবে? মানুষের দুর্ভোগ কমানো যাবে? আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক পাঠক এ প্রশ্নের উত্তর জানেন।

রীতি-নীতি-প্রথার বনবাস

এ লুটপাট ও অসাধু প্রতিযোগিতায় কোনো নৈতিকতা, রীতিনীতি, প্রথা বা ব্যবসায়িক মান ও প্রমিতির কোনো বালাই নেই। তাদের কাছে আইন-কানুন কোনো বিষয় নয়। কেননা তাদের অবস্থান ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। তাদের প্রয়োজনে বা সুবিধার্থে সরকারের সরবরাহ ও সংগ্রহ বিধিমালা বদলানো হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনমাফিক বিধিবিধান এড়িয়ে ব্যতিক্রমী কার্যপন্থা নির্ধারণ করতেও তাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না। এমনকি সরকার তাদের সমর্থকগোষ্ঠীকে ব্যবসা দেয়ার জন্য ও ভবিষ্যতে আইনি ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখতে, নতুন আইন পাস করতেও দ্বিধা করে না। এসব গোষ্ঠী যেসব সরকারি দফতরের সাথে ব্যবসা করে, ওইসব দফতরে বা নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোতে তাদের পছন্দমতো আমলা (কর্মকর্তা) নিয়োগ দিতে পারেন। আবার প্রয়োজন মতো বা চাপের মুখে তাদের বদলও করতে পারেন। একই প্রথা এখন উপজেলা, জেলা ও সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও রীতিনীতি হয়ে গেছে। সবই করা হয় সরকার সমর্থিত বায়বীয় ব্যবসায়ী এবং প্রহসনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও দলবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের অশুভ যোগসাজশে। অতএব বাংলাদেশে জনগণের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা বা দুর্ভোগের জন্য যদি কোনো সিন্ডিকেটকে দায়ী করতে হয়, তাহলে বাস্তবে দায়ী হলো এসব সিন্ডিকেট।

সিন্ডিকেটের থাবা-কোষাগার লুণ্ঠন

গত দশকে সরকারি কেনাকাটা বা সরবরাহের যেকোনো দরপত্র প্রকাশ্যে আসার আগে সরকার সমর্থক সিন্ডিকেটের সদস্যরা একে অপরের সাথে যোগসাজশে গোপন আঁতাত, ষড়যন্ত্র ও সমঝোতার মাধ্যমে ঠিক করে নেন, কোন কাজটি কে করবেন, কত টাকায় করবেন, কত টাকা আত্মসাৎ করবেন এবং কে কত ভাগ পাবেন। এভাবে এ গোষ্ঠী একে অপরের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে সেবা বা পণ্যের মূল্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। নির্মাণকাজ, সেবা বা সামাজিক বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমও তাদের লুটপাটের হাত থেকে রেহাই পায় না। এ কারণে টেন্ডারের মাধ্যমে হোক বা বিনা টেন্ডারে হোক, সরবরাহ করা পণ্য বা সেবা যা-ই হোক না কেন, এক দিকে এসবের দাম বেশি, আবার অন্য দিকে অত্যন্ত নিম্নমানের। ফ্লাইওভার নির্মাণ থেকে বড় বড় সড়কের কাজ, সেতু থেকে রেলপথ, তেল দ্বারা পরিচালিত ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, গ্রামের রাস্তার মেরামত, শহরগুলোর বর্জ্য অপসারণ, বন্যা ও নদীভাঙন থেকে শহর রক্ষায় নদীশাসন কোনো কিছুই এদের আয়ত্তের বাইরে নেই।

নদীর বাঁধ ও হাওরের বেড়িবাঁধগুলো প্রতি বছর ভেঙেপড়া ও রাস্তাঘাটের বেহাল চেহারা উদাহরণ হিসেবে নিয়ে পাঠক নিজে বর্তমান লুটপাটের প্রকৃত অবস্থা অনুমান করে নিতে পারেন। এগুলোর জন্য কি পেঁয়াজ ও আলু বিক্রেতাদের সিন্ডিকেট দায়ী। খাদ্যপণ্যের বেলায় কোনো একটা পণ্যের দাম বাড়লে, সব ভোক্তা টের পান। বাকি সব পণ্যের দাম বাড়লেও বুঝতে কিছুদিন লেগে যায়। কারো হয়তো বোঝার প্রয়োজন নেই। কারণ ওই পণ্য কেনার সামর্থ্য নেই। তবে অর্থনীতির এক খাত, অন্য বহু খাতের সাথে জড়িত। তাই এর প্রভাব-প্রক্রিয়ায় তিনি যে ভুক্তভোগী তা কোনো দিন হয়তো বুঝবেনও না। দেশের অর্থনীতিকে কাঠঠোকরা পাখির মতো এ গোষ্ঠী ঠুকরে ঠুকরে গর্ত করে ফেলেছে। গর্ত যত বেশি হয়, গাছ তত দুর্বল হয়। দেশের অর্থনীতির অবস্থা এখন একই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

লুটপাটের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত এ অতিরিক্ত অর্থ সবাই মিলে ভাগবাটোয়ারা করে নেন।

অন্য দিকে আবার টেন্ডারে প্রাপ্ত কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেখিয়ে এ লুটেরা (সিন্ডিকেট) গোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিতে কোনো সমস্যা নেই। অনেক সময় কাজ শেষ হওয়ার আগে, অর্থাৎ কাজ শেষ না করেও সরকারি কোষাগার থেকে পুরো টাকা উঠিয়ে নিতে কোনো বাধা নেই। পুরো টাকা উঠিয়ে নিলেও এ গোষ্ঠীর সদস্যরা ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ পরিশোধ করার প্রয়োজন মনে করেন না। অর্থাৎ একই কাজে চার দিকে লুট; প্রথম, বেশি টাকায় টেন্ডার পাওয়া। দ্বিতীয়, কম দামে নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার করে নিম্নমানের কাজ। তৃতীয়, ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া। কাজ শেষ। টাকা উঠিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করার তাড়া নেই। অনেকে আবার ঋণ শোধ না করে বিদেশে পাচার করে দেন। পাচার করা টাকা দিয়ে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি কেনেন বা বিনিয়োগ করেন। মোট কথা হলো, এ লুটপাটের টাকা ব্যাংকে ফেরত না দিয়ে বা বিদেশে পাচার করে দেশের আর্থিক খাত ও অর্থনীতিকে ভয়াবহ সঙ্কটের মুখোমুখি অবস্থানে নিয়ে এসেছে। লেখক : সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই, কৃষি অর্থনীতিবিদ।

দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

Jalalabad Association of America, Inc.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক
36-07 31st Street, Astoria, NY 11106 Email: jalalabadny@gmail.com, www.jalalabadusa.org

স্থানঃ জালালাবাদ ভবন, 36-07 31st Street, Astoria, NY 11106
তারিখ: ১৫ই জানুয়ারী, ২০২৪, সোমবার, সময়ঃ সন্ধ্যা- ৫:৩০ মিনিট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আস্‌সালামু আলাইকুম/আদাব,
সম্মানিত জালালাবাদবাসী,
আগামী ১৫ই জানুয়ারী রোজ সোমবার সন্ধ্যা- ৫:৩০ মিনিটে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌কের উদ্যোগে শূন্যপদ সমূহ পূরণের লক্ষ্যে বিশেষ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।
এতে সকল জালালাবাদ বাসীর সদয় উপস্থিতি ও সহযোগিতা একান্ত ভাবে কামনা করছি।

অনুরোধক্রমে

মোঃ শাহীন কামালী
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
৬৪৬-২৩৩-৬৬৯১
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

মঈনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৫৩৫-৪১৩১
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

ইউরোপে হামলা হলে সাহায্য করবে

৭ পৃষ্ঠার পর

থিয়েরি ব্রেটন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী সম্মেলনের ফাঁকে উরসুলার সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, 'আপনাকে একটা বিষয় বুঝতে হবে যদি ইউরোপে হামলা হয় তাহলে আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) কখনো আপনাদের সাহায্য কিংবা সমর্থন দেব না।'

ট্রাম্প উরসুলাকে আরও বলেছিলেন, 'যাইহোক, ন্যাটো এখন মৃত। আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) চলে যাব। আমরা ন্যাটো থেকে বেরিয়ে যাব। আর একটা কথা, আপনাদের কাছে আমরা ৪০ হাজার কোটি ডলার পাব। কারণ, আপনারা তা দেননি। জার্মানদেরকে তাদের প্রতিরক্ষার জন্য অর্থ দিতে হবে।'

এ বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আসন্ন নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে উপরের দিকেই আছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ডেমোক্রেটিক পার্টির। তিনিও আগামী নির্বাচনে লড়বেন। নির্বাচন নিয়ে হওয়া জরিপে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, ট্রাম্প প্রার্থী হলে দুজনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

আসন্ন নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত ট্রাম্প। ইউরোপীয়ান কমিশনের একজন কমিশনারের ট্রাম্পকে নিয়ে বলা এসব কথা নিয়ে বুধবার (১০ জানুয়ারী) ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।- রয়টার্স

এপস্টাইনের যৌনাচারের মামলার

৭ পৃষ্ঠার পর

জিউফ্রে গত ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মানবপাচারের শিকার হওয়া নিয়ে মামলা করেন।

নতুন প্রকাশিত নথিতে এপস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি রয়েছে। এ বন্ধুরা তাঁকে মানবপাচার কারবার পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিলেন। জিওফ্রে ও জোবার্গের অধিকতর জবানবন্দিতে এপস্টাইন ও ম্যাক্সওয়েলের মানবপাচারের কারবারে কীভাবে কিশোরীদের ফাঁদে ফেলা হতো তা নিয়ে আরও বিস্তারিত রয়েছে।

নতুন এ নথি অনুসারে, ভার্জিনিয়া জিউফ্রের উল্লেখিত ১৩ জন নির্দিষ্ট সাক্ষীর মধ্যে হিলারি ক্লিনটনও রয়েছেন। আদালতে দাখিল করা এ নথিতে অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।

এপস্টাইনের সাবেক গৃহপরিচারিকা হুয়ান অ্যালেসি বলেন, প্রিন্স অ্যান্ড্রু প্রায়ই এপস্টাইনের পাম বিচ হোমে থাকতেন। সেখানে তিনি প্রত্যেকদিন ম্যাসাজ নিতেন। নথিতে আরও বলা হয়, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এপস্টাইনের সাউথ ফ্লোরিডার বাড়িতে যেতেন। তবে, ট্রাম্প কখনোই ওই বাড়িতে অবস্থান করেননি উল্লেখ করেন জুয়ান।

পেডো আইল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ফাঁসকৃত নথি অনুসারে, যৌনদাসী হিসেবে আনা প্রত্যেক মেয়ের বিনিময়ে ২০০ ডলারে চুক্তি করতেন এপস্টাইন। বেশ কিছু মেয়ে তাঁকে ম্যাসেজ করার বিনিময়ে টাকা পেয়েছে।

গত বুধবার (৩ জানুয়ারি) থেকে মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত ১৮০ টিরও বেশি নথি ফাঁস হয়েছে। ২০১৯ সালে জুলাইয়ে এপস্টাইনের বিরুদ্ধে যৌন দাসত্ব ও মানবপাচারের অভিযোগ আনা হয়। তবে বিচারকার্য শুরু হওয়ার আগেই তিনি ম্যানহাটনের কারাগারে আত্মহত্যা করেন। একই অভিযোগে ২০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন ম্যাক্সওয়েল। মার্কিন আদালত বলছে, ধনসম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে এপস্টাইন কিশোরীদের যৌন নিপীড়ন করতেন।

ট্রাম্পের মামলার বিচারক আর্থার অ্যাঙ্গরনের

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠান তাঁদের সম্পত্তির আর্থিক মূল্য নিয়ে এসব মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। মামলার কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন, ২০১১-২১ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি আরও অসংখ্য জালিয়াতি করেছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ নাকচ করে একে 'কাল্পনিক অভিযোগ' আখ্যা দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি এই মামলাকে আরও একটি 'ডাইনি শিকার' বলে অভিহিত করেন সে সময়। তিনি বলেন, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সুবিধা দিতেই লেটিয়া জেমস এসব অভিযোগ এনেছেন।- ওয়াশিংটন পোস্ট

এইচআরডব্লিউ-র বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রসঙ্গ

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ নিয়ে একটি বিস্তারিত অংশ রয়েছে, যা ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রকাশ করেছে এইচআরডব্লিউ। ওই রিপোর্টে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। গুরুত্ব পেয়েছে সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচনের পূর্বেকার অবস্থাও।

জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকারের দমন-পীড়ন: নিরাপত্তা বাহিনী বিরোধী দলের সদস্যদের গণগ্রেপ্তার করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে বিক্ষোভের জবাব দিয়েছে। বিরোধীদলীয় সদস্যদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের পরিকল্পনার খবর পাওয়া গেছে। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে বিরোধীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (বিএনপি) ৫০ লাখ সদস্যের অর্ধেকই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচারের সম্মুখীন।

২০১৩ সালে বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচার ও মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের দায়ে ১৪ই সেপ্টেম্বর আদিলুর রহমান খান ও ঢাকাভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের এএসএম নাসিরউদ্দিন এলানকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতে এবং ভিন্নমত দমনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) ব্যবহারের জন্য সমালোচনার মুখে পড়ার পর সেপ্টেম্বরে সরকার এর পরিবর্তে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট (সিএসএ) চালু করে। নতুন আইনটি ডিএসএ'র অনেক আপত্তিজনক উপাদান ধরে রেখেছে।

গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন ও দায়মুক্তি: বাংলাদেশের মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, নিরাপত্তা বাহিনী ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৬০০টিরও বেশি গুম করেছে। যদিও কিছু লোককে পরে মুক্তি দেয়া হয়েছিল, কিছু লোককে আদালতে হাজির করা হয়েছিল, কিংবা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' মারা গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল। প্রায় ১০০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গুমের অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি বিশেষায়িত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগীদের পরিবারকে হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে।

২০২১ সালে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) বিরুদ্ধে মানবাধিকার ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পরপরই কিছু সময়ের জন্য কিছু অপব্যবহার কমে যায়। তবে গুমসহ নিরাপত্তা বাহিনীর অপব্যবহার আবার শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা হেফাজতে নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়াও লক্ষ্য করেছেন। বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ খুব কমই তদন্ত বা বিচারের সম্মুখীন হয়।

জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির সুপারিশগুলো অনুসরণ করার জন্য বাংলাদেশ বারবার অনুরোধ উপেক্ষা করেছে। কমিটির সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, সব ডিটেনশন সাইটের স্বাধীন মনিটরিং এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের নির্যাতন বা দুর্ব্যবহারের সব অভিযোগের তদন্ত করা।

বাকস্বাধীনতা: নির্বাচনের আগে উন্মুক্ত রাজনৈতিক বিতর্কের শর্তকে ক্ষুণ্ন করে সরকারের নীতি ও অনুশীলনের অবাধে সমালোচনা করার জন্য সাংবাদিকরা ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছেন। নিউজরুমগুলো আরও স্ব- সেন্সরশিপের দিকে চালিত হয়েছিল। ২০২৩ সালের ৩০শে মার্চ বাংলাদেশের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে একটি নিবন্ধে 'জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন' করার অভিযোগে প্রথম আলোর প্রতিবেদক শামসুজ্জামান শামসকে গ্রেপ্তার করে কর্তৃপক্ষ। একই ঘটনায় সম্পাদক মতিউর রহমানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ডিএসএ'র অধীনে মামলা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে দেয়া ভাষণে প্রথম আলোকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্র ও দেশের জনগণের 'শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তার বক্তব্যের পর প্রথম আলোর কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয়।

শহিদুল আলম ও রোজিনা ইসলামের মতো বিশিষ্ট সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্টদের বিরুদ্ধে ডিএসএ'র অধীনে অভিযোগ রয়েছে। নতুন 'সিএসএ'তে পূর্ববর্তী 'ডিএসএ'র অনেক অপমানজনক উপাদানকে ধরে রাখা হয়েছে, যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচকদের অপরাধী ও কারাগারে পাঠানোর জন্য কর্মকর্তাদের বিস্তৃত কর্তৃত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ২১ ধারা, যা 'মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের প্রচার বা প্রচারণা'কে অপরাধ বলে গণ্য করে।

বাংলাদেশ সরকারকে লেখা এক চিঠিতে জাতিসংঘের মতামত ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রচার ও সুরক্ষা বিষয়ক বিশেষ দূত আইরিন খান উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সিএসএ'তে অস্পষ্ট ও অত্যধিক বিস্তৃত বিধান রয়েছে। যা বিভিন্ন ধরনের বৈধ মতপ্রকাশকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। এই বিধানগুলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থেকে পুনরায় তৈরি করা হয়েছে। যদিও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন করে সাংবাদিক, মানবাধিকার রক্ষাকারী এবং সুশীল সমাজের বিরুদ্ধে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং দীর্ঘায়িত আটক, হেফাজতে মৃত্যু এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণসহ গুরুতর নেতিবাচক মানবাধিকার পরিণতির দিকে পরিচালিত করেছে।

শ্রম অধিকার: গত ২৫শে জুন শ্রমিক সংগঠকদের ওপর হামলার পর কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি আদায়ের জন্য একটি কারখানা পরিদর্শনে গেলে শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলামকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। শহিদুল হত্যাকাণ্ড সামাজিক নিরীক্ষা এবং প্রমাণপত্রের অপর্যাপ্ততা তুলে ধরেছে, যা ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা কারখানায় কাজের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করে। স্বাধীন ইউনিয়ন সংগঠিত করার চেষ্টা করা শ্রমিকদের হুমকির পর্যাপ্ত প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থতার বিষয়টিও উঠে আসে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ও সুপারিশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের সংগঠন এবং সম্মিলিত দর কষাকষির স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এখনো শ্রম আইন সংশোধন করতে পারেনি- যার মধ্যে ম্যানেজারদের দ্বারা ইউনিয়নবিরোধী কৌশল এবং স্বাধীন ইউনিয়ন সংগঠকদের ওপর আক্রমণ বন্ধ করা অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে গত নভেম্বরে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৭৫ মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ১১৩ করে সরকার। বিক্ষোভকারীরা ২০৮ মার্কিন ডলার বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিল, যা এখনো বাংলাদেশের বাসযোগ্য মজুরির চেয়ে অনেক কম।

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির প্রকোপ বেশি হওয়া সত্ত্বেও ২০০৬ সালের শ্রম আইন কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিকে সংজ্ঞায়িত বা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করে না। কর্তৃপক্ষ এখনো আইএলও সহিংসতা ও হয়রানি কনভেনশন (সি-১৯০) অনুমোদন করতে পারেনি, যেখানে কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাসহ সকল ধরনের সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে ব্যাপক সুরক্ষা প্রয়োজন।

নারী অধিকার: পারিবারিক সহিংসতার জন্য সুরক্ষা বা সেবা পেতে বা ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের নারীদের খুব কম আশ্রয় রয়েছে। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশি, যেখানে ১৮ বছরের আগে ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে বাল্যবিবাহকে বৈধতা দেয়ার লজ্জাজনক গৌরব অর্জন করেছে। মেয়েরা ব্যাপক যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হয় এবং খুব কম আশ্রয় ও সুরক্ষা পায়। বাংলাদেশে অনুমান করা হয় যে, পুলিশ কর্তৃক তদন্ত করা ধর্ষণের ১ শতাংশেরও কম মামলায় আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

যৌন অভিমুখিতা এবং লিঙ্গ পরিচয়: যদিও বাংলাদেশ হিজড়াদের সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের লিঙ্গ পরিচয় আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আপত্তিকর মেডিকেল পরীক্ষা করতে বাধ্য করে। গত ১২ই আগস্ট চাঁদাবাজির অভিযোগে ঢাকায় গ্রেপ্তার ৮ হিজড়াকে নগ্ন করতে বাধ্য করে পুলিশ। পরে পুলিশ তাদের গণমাধ্যমের সামনে উপস্থাপন করে জানায়, আটককৃতরা হিজড়ার ছদ্মবেশে লোকজনের কাছে চাঁদাবাজি করেছে। বাংলাদেশে সমকামী আচরণ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এলজিবিটি লোকেরা পুলিশের কাছ থেকে সুরক্ষা ছাড়াই হয়রানি এবং সহিংসতার মুখোমুখি হয়।

প্রতিবন্ধী অধিকার: গত জুনে সমাজকল্যাণ ভাতা ৮৫০ টাকা (৭ মার্কিন ডলার) থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা (৪৫ মার্কিন ডলার) করার দাবিতে আন্দোলনরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপর পুলিশ হামলা চালায়। সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও মাসিক ভাতা বাড়ানো হয়নি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দেখেছে যে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালের জুনে উত্তরাঞ্চলে অভূতপূর্ব বন্যার সময় প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সুরক্ষা, পরিষেবা এবং অবকাঠামোর অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

শরণার্থী: বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী কর্তৃপক্ষের ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধের সম্মুখীন হচ্ছে। শরণার্থীরা শিক্ষা, জীবিকা এবং চলাচলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা দোকান-মালিকদের হয়রানি ও উচ্ছেদসহ তাদের দোকান ধ্বংস করে পুনরায় শুরু করে। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ৩০ হাজার রোহিঙ্গাকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ভাসানচরে স্থানান্তরিত করেছে, যেখানে তারা খাদ্য ও ওষুধের ঘাটতি, বন্যা, পানিবাহিত রোগ, ডুবে যাওয়া এবং সাইক্লোন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আহত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

ক্যাম্পগুলোতে সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপরাধী দলগুলোর ক্রমবর্ধমান সহিংসতার মধ্যে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সুরক্ষা প্রদান, নিরাপত্তা বজায় রাখা বা দায়ীদের বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। শরণার্থীরা পুলিশ, আইনি এবং চিকিৎসা সহায়তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছে বলে জানা গেছে।

২০২৩ সালের রোহিঙ্গা মানবিক সংকটের জন্য জাতিসংঘের জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যানে দাতাদের অনুদানের জন্য চাওয়া ৮৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক-তৃতীয়াংশেরও কম পেয়েছে। তহবিলের ঘাটতির কারণে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ফেব্রুয়ারি থেকে রোহিঙ্গাদের খাদ্য রেশন এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে এনেছে, যা জনপ্রতি মাসে ১২ মার্কিন ডলার থেকে মাত্র ৮ মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বলছে, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনই একমাত্র সমাধান। তারা ক্যাম্পে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা নিশ্চিত করতে টেকসই সমাধানকে সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানায়। জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) জানিয়েছে, ৪ লাখেরও বেশি শরণার্থী শিশুর মধ্যে ৩ লাখ মিয়ানমারের পাঠ্যসূচি শেখানোর ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু তাদের শিক্ষা স্বীকৃত নয়। সরকার একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমার জান্তার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা জবরদস্তি ও প্রতারণার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়াদি: ২০২৩ সালের ৪ঠা আগস্ট জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের মুখপাত্র একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে সকল রাজনৈতিক দল, তাদের সমর্থক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান। গত মার্চে জাতিসংঘের হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং এ বছরের নির্বাচনকে সামনে রেখে মানবাধিকার কর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীদের অব্যাহত হয়রানির ঘটনায় আমি দুঃখিত।

গত মে মাসে মার্কিন সরকার একটি নতুন নীতি ঘোষণা করে। নির্বাচনের আগে বিরোধী দল ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর সহিংস দমন-পীড়নের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ জন কংগ্রেস সদস্য। ২০২৩ সালের ৩১শে আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুনসহ ১৭০ জনেরও বেশি বিশ্বনেতা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের বিচারিক হয়রানি স্থগিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য চলমান হুমকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

গত জুলাইয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফর করেন, দেশের মানবাধিকার উন্নয়ন নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা করেন এবং রোহিঙ্গা পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বয়স্কদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞ বয়স্কদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে সরকারকে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত সেপ্টেম্বরে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, বিশেষ করে অধিকারের ঘটনা' শীর্ষক একটি জরুরি রেজুলেশন পাস করে অধিকারের নেতাদের মুক্তি এবং বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নিপীড়নের নিন্দা জানায়। জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞ এবং মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় অধিকারের নেতৃবৃন্দসহ মানবাধিকারকর্মী ও সুশীল সমাজের নেতাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

নিয়মিত বেগুন খেলে ক্ষতি না কি লাভ?

২৩ পৃষ্ঠার পর

করে এ বেগুন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসকদের হেলথলাইনের পেজ থেকে আরও জানা যায়, চমক দেয়ার মতো ৭ টি পুষ্টিগুণ লুকিয়ে রয়েছে বেগুনে।

এগুলো হলো উচ্চ পরিমাণে ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, লো ক্যালরি, ভিটামিন, মিনারেল, প্রোটিন, ভিটামিন কে এবং সি। বেগুনের এসব উপাদান শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা বাড়াতে পারে। তাই বেগুনের সব পুষ্টি পেতে তরকারি বা ভাজা রান্না না করে ভর্তা হিসেবে খেতে পারেন এই উপকারী সবজিটি।

যুক্তরাজ্যে অস্থায়ী ভিসা নিয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতিতে পতিত হন, তাহলে শুধু তিনি বা তাঁরা আর্থিক এই সুবিধাটি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেন। তবে অস্থায়ী ভিসায় আছেন এমন আবেদনকারী তাঁর বিশেষ অবস্থার সকল তথ্য প্রমাণ করতে হবে ।

উল্লেখ্য, আদালতের এই রায় ঘোষণার আগে অস্থায়ী ভিসায় যুক্তরাজ্যে আছেন এমন ব্যক্তিরা কোন ক্ষেত্রেই সরকারি আর্থিক সুবিধা বা বেনিফিট ক্লেম করতে পারতেন না, এ রায়ের কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি আর্থিক সুবিধা গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত হলো অস্থায়ী ভিসাধারীদের জন্য। -দৈনিক মানবজমিন

গরুর মাংসের ব্যবসায় নামছেন ফেসবুকের

৬ পৃষ্ঠার পর

বিশাল কম্পাউন্ডের বাড়ি বানাতে চলেছেন জাকারবার্গ। এখানে ৫ হাজার বর্গফুটের ভূগর্ভস্থ বাংকার থাকবে বলেও অয়ার্ড গত ডিসেম্বরে প্রথম প্রতিবেদন করে।

জাকারবার্গ জানিয়েছেন, এস্টেটটিতে একরের পর একরজুড়ে ম্যাকাডামিয়া গাছ রয়েছে। তাঁর মেয়েরা এই গাছ লাগাতে এবং খামারে বিভিন্ন প্রাণীর যত্ন নিতে সহায়তা করে। খামারের প্রতিটি গরু প্রতিবছর ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার পাউন্ড খাদ্য গ্রহণ করে। তার মানে এস্টেটে জন্মানো ওই বাদামজাতীয় ফলই হবে গরুগুলোর প্রধান খাদ্য।

বাংলাদেশে শিক্ষার চেয়ে চিকিৎসার পেছনেই বেশি খরচ হচ্ছে পরিবারগুলোর

১১ পৃষ্ঠার পর

২০১৭ সালের ৭০০ টাকা থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ২ হাজার ১১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোট ব্যয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যয়ের অংশ ৪.৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৯১ শতাংশে।

জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চিকিৎসা-সংক্রান্ত পণ্য ও সেবার দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির কারণে স্বাস্থ্য ব্যয় বেড়েছে। তাছাড়া কোভিড-পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় চিকিৎসার বাড়তি চাহিদাও এ খাতের ব্যয় উসকে দিয়েছে।

শিক্ষায় ব্যয় হ্রাসের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে তারা বলেন, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বাড়বে। পাশাপাশি শিক্ষার মানে অবনতির কারণে দীর্ঘমেয়াদে জনশক্তির দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতাও কমে আসতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ হেলথ ইকোনমিক্স-এর অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবদুল হামিদ দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় বাড়লে ও খাদ্য নিরাপত্তা হুমকিতে থাকলে শিক্ষায় সাধারণত পরিবারের ব্যয় কমে আসে।

জরুরী প্রয়োজন বিবেচনায় পরিবারগুলো স্বাস্থ্য খাতের ব্যয়কেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে মন্তব্য করে ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সংকটকালে শিক্ষায় ব্যয়ের বিষয়টি ওপরবর্তীতে বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থনৈতিক চাপ ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা

অর্থনৈতিক চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে পারিবারিক পর্যায়ে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে বলে পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, প্রায় ৩৭ শতাংশ পরিবার তাদের সংসার চালানোর জন্য ধার করছে। প্রতিটি পরিবারে গড়ে ৭৩ হাজার ৯৮০ টাকা ঋণ রয়েছে। ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ও ঋণের পরিমাণ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দেশে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে গুরুতর খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে ১.১৩ শতাংশ মানুষ। আর মাঝারি ও গুরুতর পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় আছে ২১.১১ শতাংশ মানুষ।

যেসব কারণে বাড়ছে চিকিৎসা ব্যয়

গত কয়েক মাসে সব ধরনের চিকিৎসা উপকরণ ও সেবার দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ। তিনি বলেন, ওষুধের দাম, হাসপাতালে ভর্তি ফি এবং সিট ও কেবিনের ভাড়া, ডাক্তারের ভিজিটসহ সব খরচ বেড়েছে। তাছাড়া সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে কোভিড-পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা নেওয়ার প্রবণতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এই মহামারিতে সৃষ্ট নানা ধরনের শারীরিক জটিলতার কারণেও চিকিৎসার চাহিদা বেড়েছে।

অধ্যাপক হামিদ বলেন, পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবেই প্রতি বছর দেশের জনগণ নিজেদের পকেট থেকে প্রায় ৯৭ হাজার কোটি টাকার বেশি চিকিৎসায় ব্যয় করেন। সরকারের বিনিয়োগ কম থাকায় স্বাস্থ্য খাতে মানুষের ওআউট অভ পকেট ব্যয় বেড়েই চলেছে।

বিবিএসের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, রোগীপ্রতি বাংলাদেশে চিকিৎসায় গড়ে ১ হাজার ৩৭৭ টাকা করে ব্যয় হচ্ছে। এর মধ্যে ডাক্তারের ভিজিটে ১৪২ টাকা, ওষুধে ৭৪৯ টাকা, টেস্টের ফি বাবদ ৩৭৯ টাকা এবং পরিবহনে ১০৭ টাকা করে ব্যয় করছেন রোগীরা।

ওষুধ কিনতে চিকিৎসার মোট ব্যয়ের অর্ধেকের বেশি খরচ হলেও বিনামূল্যে সরকারি ব্যবস্থা এবং এনজিও থেকে ওষুধ পাওয়ার সুযোগ কমে গেছে। এর ফলে আগের চাইতে বেশিসংখ্যক মানুষ বেসরকারি ফার্মেসি ও ডিসপেন্সারি থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ কমে আসায় বেসরকারি ক্লিনিক এবং হাসপাতালে রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। ২০১৫ সালে ৮.৬১ শতাংশ মানুষ বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালে চিকিৎসা নিত, ২০২২ সালে তা বেড়ে ৯.১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যাপক হামিদ পরিবারের ওপর চাপ কমাতে স্বাস্থ্য ও এর গুণগত মানের ওপর সরকারি ব্যয় বাড়ানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জিডিপির ১ শতাংশেরও কমে স্থবির রয়েছে। এ কারণেই জনগণ নিজেদের পকেট থেকে সরকারি বরাদ্দের চারগুণের বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে। ২০১৮ সালে করা নিজের এক গবেষণার ফলাফল তুলে

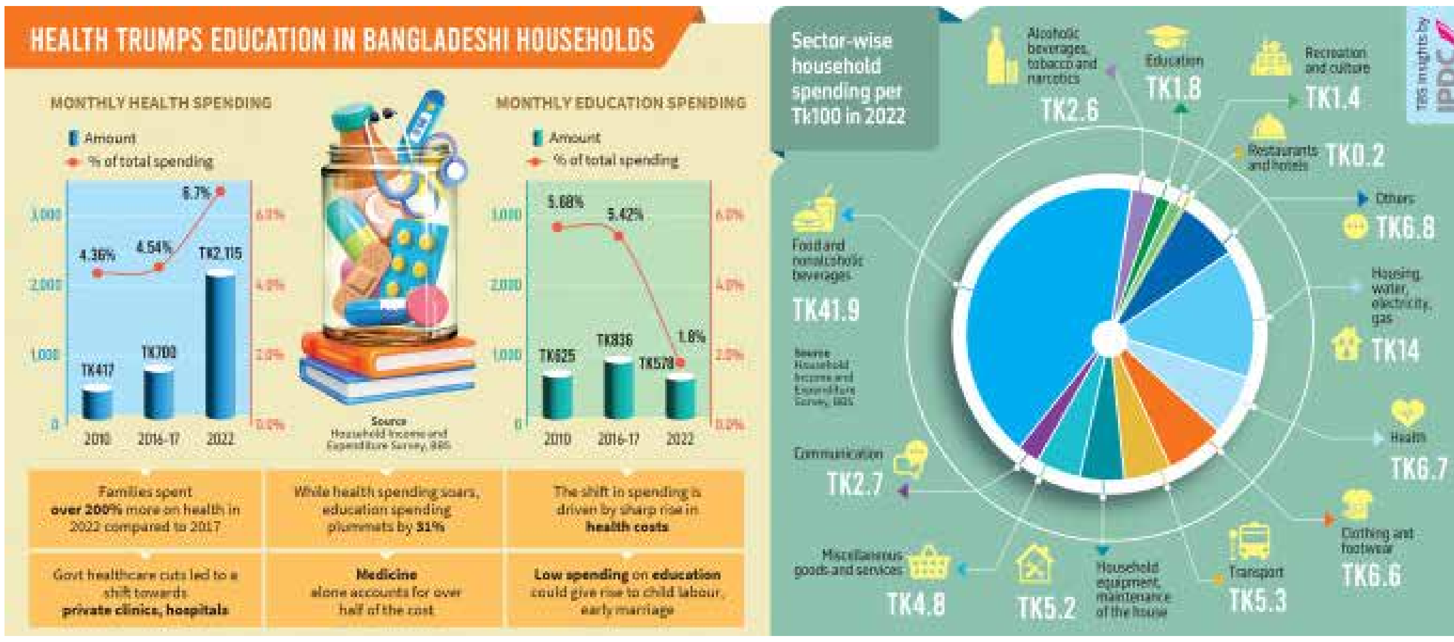

ধরে তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরগুলোতে লোকজনের ভ্রমণে যে ভাড়া ও সময় ব্যয় হয়, তার আর্থিক মূল্য ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি। সরকারি চিকিৎসাসেবার বিকেন্দ্রীকরণ স্বাস্থ্য পরিষেবায় এই ব্যয়ের বড় একটা অংশ কমাতে সাহায্য করবে বলেও তিনি মনে করেন।

শিক্ষার খরচ কি সত্যিই কমেছে?

ও২০১৯ সালে ২০ টাকায় বিক্রি হওয়া নোটবুকের দাম এখন ২৫ টাকা, ২৫ টাকায় বিক্রি হওয়া এক দিস্তা সাদা কাগজের দাম এখন ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। ৫৫০ টাকার রঙিন পেন্সিল বক্সের দাম ১০০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬৫০ টাকায় রাজধানীর একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীর অভিভাবক সাবিনা ইয়াসমিন এভাবেই সন্তানের শিক্ষা ব্যয় বেড়ে যাওয়ার বিবরণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে পরিবহন খরচ, স্কুল ব্যাগ, পানির বোতল, ইউনিফর্ম, ইরেজার এবং টিফিনের দাম বেড়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের দাম বৃদ্ধির প্রবণতার প্রতিফলন পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনটিতেও রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে শিক্ষার্থীপিছু ব্যয় ৯০০ টাকা থেকে ৯৪ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৭৪৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। পল্লি এলাকায় প্রতি শিক্ষার্থীর ১ হাজার ১৭১ টাকা ব্যয়ের বিপরীতে নগর অঞ্চলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাসে ব্যয় হচ্ছে ২ হাজার ৯২৭ টাকা করে।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় ও এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত স্কুলে শিক্ষার সুযোগ কমে আসায় বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বলে প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি স্কুলে শিক্ষা নেওয়ার হার ২০১৭ সালের ৪.৬০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৭.৬৫ শতাংশে উঠে এসেছে।

শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় দ্বিগুণ হলেও পরিবারপ্রতি মাসিক গড় শিক্ষা ব্যয় ২০১৭ সালের ৮৩৬ টাকা থেকে কমে ২০২২ সালে ৫৭৮ টাকায় ঠেকেছে বলে উঠে এসেছে বিবিএসের প্রতিবেদনে।

শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু গড় শিক্ষা ব্যয় বাড়লেও পরিবারপ্রতি শিক্ষা ব্যয় কমার পেছনে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সংযোগ রয়েছে বলে মনে করেন রাশেদা কে চৌধুরী।

খাদ্য নিরাপত্তার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলোকে শিক্ষায় বরাদ্দ কমাতে দেখা যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন,ওহাজিরা খাতায় অনেক শিক্ষার্থীর নাম থাকলেও সরেজমিন পরিদর্শনে তাদের শ্রেণিকক্ষে পাওয়া যায় না। জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়ের কারণে তাদের অনেকেই হয়তো শিশুশ্রমে যোগ দিয়েছে বা মেয়েশিশু হলে বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে

জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি রয়েছে এমন শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে। শিক্ষার খরচ বহন করতে না পারায় পরিবারগুলো তাদের মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান শিশুশ্রমের বিষয়টিকে তিনি পারিবারিক পর্যায়ে আর্থিক চাপের আরেকটি লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

তবে পরিসংখ্যান ব্যুরোর কোনো কর্মকর্তা এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বিবিএসের শীর্ষ কর্মকর্তারা বলেছেন, পরিবারগুলোর আয়, ব্যয় এবং জীবনযাত্রার মানের তথ্য তুলে ধরতে পল্লি ও শহর অঞ্চল থেকে সমান হারে মোট ১৪ হাজার ৪০০টি নমুনা পরিবারের ওপর এই জরিপ চালানো হয়েছে।

জরিপে পাওয়া বিভিন্ন সূচকে পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বের করতে হলে আরও ব্যাপক আকারের গবেষণার প্রয়োজন হবে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

শিক্ষা ব্যয়ে সংকোচনের পরিণতি ও তা এড়ানোর উপায়

দেশবাসীর গড় আয় বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পর ওষুধ শিল্পে মেধাস্বত্বে ছাড়ের অবসানের কারণে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে আগামীতে চিকিৎসার ব্যয় আরও বাড়বে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

এর ফলে শিক্ষার ব্যয় মেটানো পরিবারগুলোর জন্য আরও চ্যালেঞ্জিং হবে বলে সতর্ক করে শিক্ষা ও চিকিৎসায় সরকারি ব্যয় আরও বাড়ানোর তাগিদ দেন তারা।

এ বিষয়ে সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ ঋণ নিয়ে বা সম্পদ বিক্রি করে চিকিৎসা ব্যয় বহন করে। এমনকি নিয়মিত আয়ে চিকিৎসার ব্যয় বহন করে, এমন পরিবারগুলোও খাদ্য ও শিক্ষায় ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়। এর ফলে মানবসম্পদের পুষ্টির ঘাটতির পাশাপাশি দক্ষতার বিকাশও ব্যাহত হয়।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের পরিবারগুলো মোট শিক্ষা ব্যয়ের প্রায় ৭১ শতাংশ বহন করতে বাধ্য হয়। অবকাঠামো ও অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সরকারের ব্যয় বাড়ছে না।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষায় সরকারি পর্যায়ের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবায়নে বড় ব্যবধানের কারণে দক্ষতা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিশ্রুত ফলাফলও বিচ্যুত হয়।ওআমাদের এখান থেকে অদক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় শিল্পগুলো ম্যানেজমেন্ট লেভেলের পদে বিদেশ থেকে লোকবল নিয়োগ করছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতির অবসান করতে বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করে দক্ষতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই।- সূত্র টিবিএস

চীনের মধ্যস্থতায় জান্তার সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে

১২ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার আলোচনা হয়েছে। দীর্ঘ সেই বৈঠকের পর চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হন দু'পক্ষের প্রতিনিধিরা। তারা চীনা সীমান্তে বাসিন্দাদের ক্ষতি না করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

থ্রি ব্রাদার অ্যালায়েন্সভুক্ত সশস্ত্র গোষ্ঠী টিএনএলএর এক নেতা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'আমরা শত্রুপক্ষের (সামরিক সরকার) সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ভবিষ্যতে আমরা আর শত্রুপক্ষের সেনাছাউনি বা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকাগুলোয় হামলা চালাব না। বিপরীতে তারাও আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোয় বিমান ও বোমা হামলা থেকে বিরত থাকবে।'

২০২১ সালে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে দেশটির সামরিক বাহিনী। তার পর থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক বিদ্রোহের মোকাবিলা করছে শাসক জান্তা। গত অক্টোবরের শেষ দিকে 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' উত্তরাঞ্চলে তাদের নিজ এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয়। তার পর থেকে অঞ্চলগুলো উদ্ধারে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করছে জান্তা বাহিনী। দুই পক্ষের এ লড়াইয়ে চীনের সীমান্তসংলগ্ন উত্তরাঞ্চলে তীব্র সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।

জান্তাবিরোধী এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় ও মদদ দিচ্ছে মিয়ানমারের জান্তাবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জোট ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (নাগ)। প্রায় তিন বছর আগে ক্ষমতা দখলের পর থেকে সামরিক বাহিনীর জন্য 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স'-এর সম্মিলিত হামলা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। দু'পক্ষের এ লড়াইয়ে চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্ত বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি চীনে বার্মিজ শরণার্থীদের ঢেউ আসার পরিস্থিতিও দেখা দিয়েছে।

নিউইয়র্কে নতুন নিয়ম জারির পর

৬ পৃষ্ঠার পর

থাকা দুই হাজার মানুষকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে হয়েছে।

ভেনেজুয়েলার নাগরিক ২২ বছর বয়সী অ্যাঞ্জেলো চিরিনো গত নভেম্বরে স্ত্রী ও নবজাতক সন্তানকে নিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছান। তিনি বলেন, '৬০ দিন খুব বেশি সময় নয়...কাজের অনুমতি কিংবা থাকার জন্য সাময়িক অনুমতি-সংক্রান্ত (টেম্পোরারি প্রটেক্টেড স্ট্যাটাস) আইনি কাগজপত্র ঠিক করতে আরও বেশি সময় লাগবে।'

এই অভিবাসন সংকটের শুরু প্রায় দুই বছর আগে। এর পর থেকে ১ লাখ ৬০ হাজারের বেশি মানুষ নিউইয়র্কে এসেছেন।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস মানুষের এই ঢেউ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। যেসব কোম্পানির বাসে করে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা শহরটিতে ভিড় জমাচ্ছেন, সেসব কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তিনি। এসব অভিবাসনপ্রত্যাশীর আবাসনের খরচ বাবদ ৭০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে।

মেয়র ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও অর্থসহায়তা চেয়েছেন। তিনি চান, অভিবাসনপ্রত্যাশী মানুষদের জন্য যেন কাজের অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়া আগের চেয়ে সহজ হয়।

নিউইয়র্ক সিটি ঐতিহাসিকভাবেই উদার শহর হিসেবে পরিচিত। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, কেউ আবাসনের জন্য আবেদন জানালে তাঁকে আবাসন দেওয়া হয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র শহর, যেখানে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

১০ জানুয়ারী বুধবার সাল্লির মতোই একই ভোগান্তিতে পড়েন ব্লাঙ্কা নামের এক নারী। ৩৫ বছর বয়সী ওই নারী মধ্য আমেরিকার নাগরিক। হোটেলের আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁর থাকার অনুমতি শেষ হয়ে গেছে। এখন তাঁকেও নতুন আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে হচ্ছে।

এএফপিকে কাঁদতে কাঁদতে ব্লাঙ্কা বলেন, তাঁর ১৪ বছর বয়সী মেয়ে সেদিন স্কুলে যেতে পারেনি। কারণ তার আশঙ্কা, ক্লাস শেষ হওয়ার পর হয়তো তার মাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নতুন নীতিমালার সমালোচনাকারীরা বলছেন, কম বয়সীদের ওপর নতুন আবাসনবিধির প্রভাব বেশি পড়বে। কারণ, আশ্রয়কেন্দ্র পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের স্কুলও পরিবর্তন করতে হয়।

ব্লাঙ্কা তাঁর নামের শেষ অংশ প্রকাশ করতে রাজি হননি। তাঁর সন্তানদের একজনের বয়স এক বছরের কম। তিনি বলেন, থাকার জায়গা ও আশ্রয় পেতে যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন নয়, সেগুলো তৈরি করতে সহযোগিতা করার মতো কাউকে তিনি পাচ্ছেন না। কাজ না থাকায় আইনজীবীর খরচ জোগানোর মতো সামর্থ্য নেই বলেও দাবি তাঁর। ব্লাঙ্কা বলেন, 'কাজ পেলে আমি আমাদের মেয়েদের খরচ জোগাতে পারব।'

ব্লাঙ্কা যখন এএফপির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখনো তিনি জানেন না যে মেয়েদের নিয়ে শীতের রাতে তিনি কোথায় ঘুমাবেন। হয়তো যে হোটেল থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানকারই একটি ক্যাম্প বেড়ে সবাইকে একসঙ্গে জড়সড় হয়ে থাকতে হবে কিংবা প্রশাসনিক কেন্দ্রের কোনো চেয়ারে রাত কাটাতে হবে।

অভিবাসনপ্রত্যাশী অনেক একা মা বা একা বাবার মতো করেই ব্লাঙ্কাকেও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এগুলো হলো তাঁদের কোনো টাকা নেই, তাঁরা ইংরেজি বলতে পারেন না। সন্তানদের দেখার মতো কেউ না থাকায় তাঁরা কাজও করতে পারেন না।

তবে সেদিক থেকে অনেকটাই ভাগ্যবান নিকারাগুয়ার সান্দ্রা গোমেজ। ছয় মাসের বেশি সময় ধরে একটি হোটেলে থাকার পর তিনি কাজ করার অনুমতি (ওয়ার্ক পারমিট) পেয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে স্বামী ও ১৭ বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে নিউ জার্সিতে একটি ভাড়া বাসায় উঠেছেন। আরও চারটি পরিবারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে তারা সে বাসায় থাকছেন। হাসিমুখে গোমেজ বলেন, 'এখন আমাকে কাজ খোঁজার জন্য বাইরে বেরোতে হবে।'- এএফপি

পুরুষ সঙ্গীকে বিয়ে করলেন ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান

৬ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, মুলহেরিন অস্ট্রেলীয় বংশোদ্ভূত। তিনি একজন সফটওয়্যার প্রকৌশলী। বিভিন্ন সময়ে সান ফ্রান্সিসকো ও ক্যালিফোর্নিয়ার নাপার একটি খামারবাড়িতে তাঁরা একসঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। গত বছর অল্টম্যান ও মুলহেরিনকে একসঙ্গে হোয়াইট হাউসে একটি রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশ নিতে দেখা যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য ওই ভোজের আয়োজন করেছিলেন।

অল্টম্যান ওপেনএআইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠানটি চ্যাটজিপিটির উদ্ভাবক। অল্টম্যান ২০১৫ সালে ইলন মাস্কসহ প্রযুক্তি খাতের কয়েকজন ধনকুবেরের সঙ্গে যৌথভাবে ওপেনএআই গড়ে তোলেন। নভেম্বরে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তবে চার দিন ধরে নানা আলোচনা ও নাটকীয়তার পর তাঁকে আবার কোম্পানিতে ফেরানো হয়।তথ্যসূত্র এনবিসি নিউজ

ক্যান্সার ধরা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

৬ পৃষ্ঠার পর

জানানো যাচ্ছে না। তবে ওয়াল্টার রিড কর্মকর্তাদের বিবৃতি অনুযায়ী, অস্টিন প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত। গত ১লা জানুয়ারি তীব্র ব্যাথার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। তাকে এর পরদিনই আইসিইউতে নেয়া হয়। গত শনিবার (০৬ জানুয়ারী) প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে কথা বলেন অস্টিন।

যদিও ওই সময় তার ক্যান্সার আক্রান্তের খবর বাইডেনকে জানাননি তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি জানান, বাইডেন অন্য সবার মতোই আজই এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন।

বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক চর্চার

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনের গণতন্ত্র প্রচারের চেষ্টা বাংলাদেশে বাধাগ্রস্ত হয়েছে মর্মে যে সমালোচনা উঠেছে, সে বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে কিরবি বলেন, 'অবশ্যই আমরা এখনো বিশ্বজুড়ে সক্রিয় এবং গতিশীল গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে সমর্থন করি। বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রত্যাশার জায়গা থেকে আমাদের কোনো নড়চড় হয়নি। আমাদের সেই প্রত্যাশাটি হলোড় একটি অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় এক প্রশ্নে ওই সংবাদকর্মী জানতে চান, নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এবং কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেলেও ভূষিত হয়েছেন। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন বাংলাদেশের একটি আদালত। প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম সম্মাননাপ্রাপ্ত এবং এই হোয়াইট হাউসে একাধিকবার আসা ড. ইউনূসের এই রায়ের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবগত কি না? সরাসরি উত্তর দেওয়া এড়িয়ে গিয়ে জন কিরবি বলেন, তিনি এই প্রশ্ন গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে লিখিতভাবে তার উত্তর জানাবেন।

মানব পাচার রোধে একসাথে কাজ করবে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র

৫২ পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিদের সহায়তায় বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বের অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের রক্ষা করতে, পাচারকারীদের বিচারের আওতায় আনতে এবং মানব পাচারের অভিশাপ নির্মূল করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্ব করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাষ্ট্রদূত বলেন, মুনাফার জন্য যারা মানুষকে শোষণ করে, তাদের ধরতে দুই দেশ কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে, মানব পাচার রোধে বাংলাদেশের সাথে একযোগে কাজ করা তার একটি বড় উদাহরণ।

২০২৩ সালে মার্কিন দূতাবাস এবং মার্কিন বিচার বিভাগের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটিভ ট্রেনিং অ্যাসিসটেন্স প্রোগ্রাম (আইসিআইটিএপি) এবং ওভারসিজ প্রসিকিউটর ডেভেলপমেন্ট, অ্যাসিসটেন্স অ্যান্ড ট্রেনিং (ওপিডিএটি) সারা দেশে দুই শতাধিক তদন্তকারী, আর্থিক বিশ্লেষক, প্রসিকিউটর এবং বিচারকদের মানব পাচার প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। এই সক্ষমতা তৈরির কর্মসূচিগুলো বাংলাদেশ সরকারের সাথে অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয় এবং বিশেষজ্ঞ সহায়তা, ক্ষতিগ্রস্ত-কেন্দ্রিক দক্ষতা বিকাশ এবং বাংলাদেশী প্রতিপক্ষদের ঘটনা-ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করে।

আইসিআইটিএপি এবং ওপিডিএটি যৌথভাবে বাংলাদেশে ৪৮টি প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেছে এবং আইসিআইটিএপি ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে মানব পাচারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছে এবং সম্ভাব্য ঘটনাগুলো কিভাবে সনাক্ত ও প্রতিবেদন করা যায়, সে সম্পর্কে নাগরিকদের শিক্ষিত করেছে। এই উদ্যোগগুলো এনজিও, নাগরিক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে জড়িত একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে।

সূত্র : বাসস

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

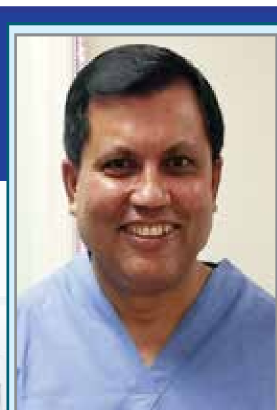

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET,	1288 WHITE PLAINS ROAD
JACKSON HEIGHTS NY 11372	BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের মিলর্বন বরোর কাউন্সিলার পদে শপথ গ্রহন করলেন দুই বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক: পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের মিলর্বন বরোর কাউন্সিলার পদে শপথ গ্রহন করলেন দুই বাংলাদেশি। গত ৮ জানুয়ারী, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ড্রিস্ট্রিক জর্জ হেরী শপথ করালেন মিলর্বন বরোর কাউন্সিলার অফিসে। যে দুজন শপথ নিলেন এদের মধ্য একজন মোঃ নূরুল হাসান যার এটি হবে তৃতীয়বারের মতো বিজয়। আর নতুন প্রজন্মের সালাহউদ্দিন মিয়া যিনি এবারই

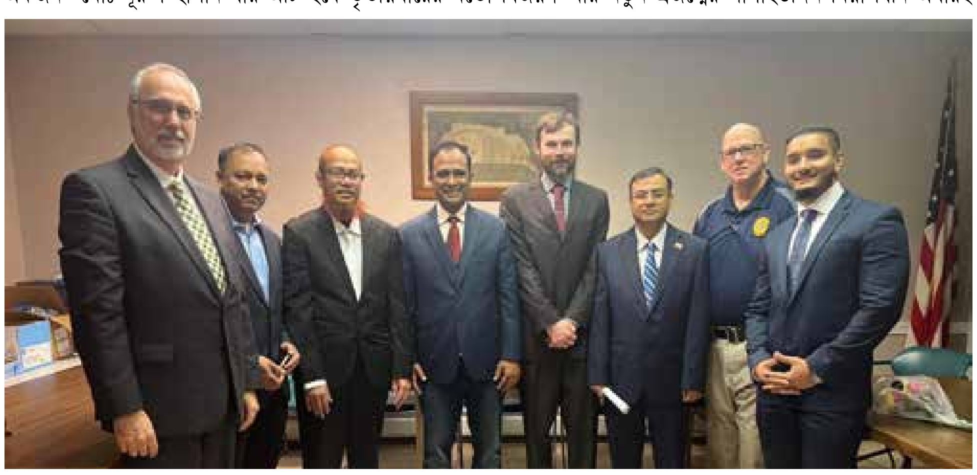

প্রথমবারের মতো কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। নতুন দু'জন কাউন্সিলম্যান জয়ী হওয়ায় মিলর্বন বরো পুরোটাই বাংলাদেশিদের দখলে। মেয়র, ৫ জন কাউন্সিলম্যান এবং ট্যাক্স কালেকটর সবাই বাংলাদেশি। বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়ার পক্ষ থেকে মিলর্বন বরোতে কাউন্সিলম্যান পদে মোঃ নূরুল হাসান ও সালাহউদ্দিন মিয়া জয়ী হওয়া তাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

রাজনৈতিক আস্থাহীনতা ও চৈনিক কর্তৃত্ববাদ

৫২ পৃষ্ঠার পর

সভাপতির দোয়া-আশীর্বাদ কামনা করে লড়াই করলেন, তেমনি লাঙল বা ঈগল প্রার্থীরাও নৌকার দলের সভাপতিরই আশীর্বাদ চাইলেন। ফলে চায়ের কাপের আড্ডায় কেউ একজন যখন চৈনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে হুট করে তুলনা করে বসলেন, তখন একটু নড়েচড়ে বসতেই হয়।

উনিশ শতকে চীনের গণতন্ত্র নিয়ে কাঁটাছেড়া হয়েছে ঢের। দেশটির নাম গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। গণচীন বলে থাকেন অনেকে। চীনের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় গণ কংগ্রেস চীনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা। গণ কংগ্রেসের স্থানীয় পর্যায়ের সদস্যেরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

দেশটির বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, চীন একটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং একটি জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বা সিসিপি সরকার চালানোর দায়িত্বে। রাজনীতি বিশ্লেষকেরা চীনকে কর্তৃত্ববাদী একদলীয় বা স্বৈরাচারী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করলেও সেখানে আটটি ছোট রাজনৈতিক দল আছে। এসব দল বৈধ। তবে তারা সিসিপির রাজনৈতিক বিরোধিতা করতে পারে না এবং তাদের সিসিপির প্রাধান্য মেনেই রাজনীতি করতে হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট অনেক ভিন্ন। বাংলাদেশের সংবিধান এমন কর্তৃত্ববাদী অধিকার কোন দলকে দেয় না। তবে নির্বাচনে অংশ নেয়া দলগুলোর সরকারি দলের পোষ্যতা শিকার এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর নামে সরকারি দলের লোকেরাই সংসদ বিরোধিতার একটি কাঠামো তৈরি করলে সেই সংসদের দিকে তাকিয়ে কেউ যদি একে চৈনিক গণতন্ত্রের বাংলাদেশি মডেল বলে ফেলে তাকে দোষ দেয়া যাবে না।

এরশাদের পতনের দিনগুলোতে রাজনীতির মাঠে জনতার স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, ১৯৯১-তে গণতন্ত্র ফেরার পর ১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে বিজয়ী সরকারের পতনের আন্দোলন, কিংবা ২০০১ ও ২০০৮ সালে বাংলাদেশের নির্বাচনগুলো সহিংসতা বা পেশীশক্তির প্রদর্শনের মঞ্চ হলেও সেগুলো জনগণের অংশগ্রহণে একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উৎসব ছিল। কিন্তু এরপর কী হলো?

২০১১ বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বড় টার্নিং পয়েন্টের বছর। সে বছর বদলে গেল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা। চলতি সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল সে বছর থেকে। আর তার বিরোধিতা করে মুখে ফেনা তুলল আওয়ামী লীগের বিরোধী দলগুলো। বিএনপি নির্বাচন বর্জন করল।

আজকে যে ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে এত কথা হচ্ছে, একটি অভূতপূর্ব নির্বাচনের মাধ্যমে চৈনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করতে হচ্ছে, তার ভিত ২০১১। আর ২০১১-এর ভিত ২০০৬। কারণ নির্বাচন একটা প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় সবাই জিততে চায়। তাতে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হলো জিততে চাওয়ার প্রক্রিয়াটি নিয়ে। ২০০৬ সালে প্রচলিত ইয়াজউদ্দিনের সরকার গঠন ও আওয়ামী লীগের লগি বৈঠার আন্দোলন এবং এর ফলে একটি সেনা সমর্থিত অগণতান্ত্রিক সরকারের 'রাজনীতি সংস্কার-এর প্রচেষ্টা হলো। সেই সময়টা আওয়ামী লীগ-বিএনপি দুই দলের নেতাদেরই কাল হলো। তাই ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাই বাতিল হওয়ায় আওয়ামী লীগ-বিএনপি দুই দলেরই স্বস্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু তা হলো না। সরকারে থাকায় আওয়ামী লীগ নিজ সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমস্ত সুযোগ পাবে বলে খুশি হলো। উলটো দিকে এমন সিদ্ধান্ত মানল না বিএনপি।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র জমজমাট অভিষেক অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৬ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে নিউইয়র্কে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র নবনির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের অভিষেক। অভিষেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়। সংগঠনের সদস্যেসহ বিপুল সংখ্যক অতিথির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা।

নবনির্বাচিত সভাপতি ও ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুলের সভাপতিত্বে এবং ইভেন্ট কমিটির সদস্য সচি পার্ণা ইয়াসমিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলীমেম্বার প্রতিনিধি জামি কাজী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলাম, এটর্নী খায়রুল বাশার, সংগঠনের উপদেষ্টা ভার্জিনিয়া থেকে আগত দস্তগীর জাহাঙ্গীর, আবুল কালাম আজাদ তালুকদার, মোর্শেদা জামান ও এডভোকেট জাকির মিয়া। শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনা করা হয়। এরপর প্রধান অতিথি কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়। সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ্যাডভোকেট আবুল কে আজাদ তালুকদার নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। তিনি নবনির্বাচিত কমিটির সাফল্য কামনা করেন। এসময় নবনির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র নবনির্বাচিত কমিটির অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন : সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল, সহ সভাপতি এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শিউলি পারভীন, কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট ফিরোজা আক্তার ন্যান্সি, সাংগঠনিক সম্পাদক পর্ণা ইয়াসমিন, প্রচার সম্পাদক নূর ফাতেমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এডভোকেট শাহনাজ পারভীন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফাহিমা নাজনীন নিশা, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ আজহারুল ইসলাম, আইন সহায়তা ও পুনর্বাসন সম্পাদক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, কার্যকরি সদস্য এটিএম শাহ আলম ও আবিদুর রহমান।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন : দস্তগীর জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আবুল কালাম আজাদ তালুকদার, মোর্শেদা জামান ও এডভোকেট জাকির মিয়া। পরে নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এ্যাডভোকেট মো. সাইদুর রহমান প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন এডভোকেট জাকির মিয়া ও শফিক জামিল।

অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র নতুন কমিটির শুভকামনা করে সংগঠনটিকে একটি আদর্শ সংগঠননে পরিণত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামে বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য, নির্বাচন কমিশন, অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতাকারী, কার্যকরী কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী সেলিম ইব্রাহীম, দিনা মনি, হিরা, মিতা, বাপ্পী ও পারমিতা তালুকদার।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে গত ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। সনদ নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নতুন এ সংগঠনটির সৃষ্টি হয়। ওইদিনই বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র এক বিশেষ সভায় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।

অরিন চৌধুরী ও আজরিন আওয়াল

মিনেসোটায় ইতিহাস রচনাকারি দুই বাংলাদেশি কাউন্সিলওম্যান

পরিচয় ডেস্ক: মিনেসোটা ষ্টেটের মিনিয়াপোলিস নগরীর সিটি কাউন্সিলে কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান অরিন চৌধুরী। অরিন চৌধুরী গত নভেম্বরের নির্বাচনে কাউন্সিলর হিসেবে শপথও নিয়েছেন।

নির্বাচনে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শ্বেতাঙ্গ লুথার র‍্যানহেইম। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনে অরিন চৌধুরী পান ৬ হাজার ৫২৫ ভোট এবং লুথার র‍্যানহেইম পান ৪ হাজার ৪৩১ ভোট। ২৬ বছর বয়সি অরিন চৌধুরীকে দেখা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের গর্ব হিসেবে। তিনি তার নির্বাচনি প্রচারণায় জনগণের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

অরিন চৌধুরী এই প্রথম কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেও এর আগে স্থানীয় রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সাবেক কাউন্সিলর জ্যাস চ্যাভেজের নীতি সহযোগী হিসেবেও কাজ করেছেন। স্থানীয় কংগ্রেসম্যানদের নির্বাচনেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাসযোগ্য আবাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও তার কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাউন্সিলর হিসেবে তার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, আবাসন সংকটের সমাধান করা এবং বেকারত্ব দূরীকরণে চাকরির প্রশিক্ষণ দেওয়া।

অরিন চৌধুরী ১৯৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিনেসোটার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি থেকে চার বছরের ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তার বাবা স্থানীয় হাসপাতালে কর্মরত ড. আহসান চৌধুরী এবং মা রুবা হোসেন, কমকাস্ট ক্যাবল কোম্পানির ম্যানেজার। তার ছোট এক ভাই ও এক বোন রয়েছেন। তারা দুজনেই মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার স্বজনরা আশা করেন, কাউন্সিলওম্যান হিসেবে অরিন খুব ভালো করবেন এবং ভবিষ্যতে একজন নারী কংগ্রেসম্যান হিসেবে স্থানীয়দের সেবা করার সুযোগ পাবেন। এই সিটির নিকটেই অবস্থিত ডুলুট সিটি কাউন্সিলেও গত বছর আরেক বাংলাদেশি আমেরিকান আজরিন আওয়াল (২৬) প্রথম বাংলাদেশি এবং প্রথম এশিয়ান আমেরিকান মুসলমান হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন। সেই সিটির ৮৮% বাসিন্দা হলেন শ্বেতাঙ্গ। ১০% কৃষ্ণাঙ্গ এবং বাদামি। ৩% হলেন অভিবাসী। ৩১% ভোট পেতে হয় এই বিজয়ে। এলাকার অস্বচ্ছল লোকজনের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে আপসহীন আজরিন করোনাকালে রান্না করা খাবার বিতরণও করেছেন লকডাউনে থাকা মানুষের মধ্যে। করোনা পরবর্তী সংকটেও ছিলেন সরব। আজরিনের মা-বাবা অভিবাসন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর ডুলুথ সিটির ম্যাপেল গ্রোভ এলাকায় কাবাব অ্যান্ড ক্বারি রেস্টুরেন্ট দিয়েছিলেন। ২০০৮ সালের মন্দার কবলে পড়ে সেটি হাতছাড়া হয়। আজরিন ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা-ডুলুট ক্যাম্পাসে পড়েছেন। এই সিটিকে আপন করে নিয়েছেন এবং এখানেই রাজনৈতিক ভিত্তি গড়লেন-যা তাকে নিয়ে যাবে অনেক উঁচুতে-এমন প্রত্যাশা আজরিনের শুভার্থী তথা প্রবাসীদের।

মাঝেমাঝে মনে হত, নিজেকে শেষ করে দিই!

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রশ্ন তোলেন তাঁর দিকে। সেই বিতর্কের পর সে ভাবে সুরকারকে দেখেননি অনুরাগীরা। কোথাও কোনও মন্তব্যও করেননি তিনি। তবে নতুন বছরে শোনা গেল তাঁর মন্তব্য। না, তবে এ বারেও সেই বিতর্ক নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে 'দ্য অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ডিবেটিং সোসাইটি'র ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন গায়ক।

তাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে আসে অনেক ধরনের বিষয়। সেখানেই গায়ক জানান তাঁর মা শিখিয়েছিলেন, কী ভাবে জীবনের ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। অন্ধকার সময়, নেতিবাচক ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসা যায়। জীবনে একটা সময় নানা ধরনের উল্টোপাল্টা খেয়াল আসত তাঁর মাথায়।

ছোটদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মায়ের দেওয়ার পরামর্শই সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন রহমান। তিনি বলেন, "ছোট বয়সে অনেক সময় নিজেকে শেষ করে ফেলার ভাবনা এসেছে আমার মাথায়। সেই ভাবনা থেকে নিজেকে বার করার জন্য আমায় অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সে সময় মা আমায় বলেছিলেন, যখন আমি অন্যের জন্য বাঁচব তখন আর এ সব ভাবনা আমার মাথায় আসবে না।" মায়ের সেই কথাগুলো তিনি এখনও ভোলেননি। এই পরামর্শ এখনও প্রতিটা পদক্ষেপে মেনে চলেন তিনি। রহমান মনে করেন, স্বার্থপর না হয়ে অন্য কারও জন্য বাঁচলে তবেই সেটাকে জীবন বলে। কারও জন্য সুর বাঁধা হোক কিংবা কারও জন্য খাবার কেনাড় নিজের জন্য না ভেবে চারপাশের মানুষের কথা মানলে কখনও নেতিবাচক চিন্তাভাবনা মনকে প্রভাবিত করে না।

বাংলাদেশে চিকিৎসক পরিবারে

১১ পৃষ্ঠার পর

নারী চিকিৎসক হলে ওই পরিবারের গড় আয় কত হয়, সেই তথ্য জরিপে দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে শহরাঞ্চলে কোনো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি পুরুষ চিকিৎসক হলে সেই পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় হয় ৪৪ হাজার ৩৫৩ টাকা। আর শহরাঞ্চলের কোনো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি নারী চিকিৎসক হলে সেই পরিবারের সদস্যদের মাসিক গড় আয় হয় ৪৮ হাজার ৪৮৪ টাকা। অন্যদিকে কোনো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি একজন পুরুষ প্রকৌশলী হলে ওই পরিবারের সদস্যদের মাসিক গড় আয় হয় ৪৩ হাজার ৪৩৯ টাকা। এছাড়া বিবিএসের জরিপে উঠে এসেছে, স্কুলে কোনো ক্লাসই পাশ করেননি এমন পুরুষ যে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী, ওই পরিবারের সদস্যদের গড় মাথাপিছু মাসিক আয় ৫ হাজার ৩২৭ টাকা। আর এরকম পরিবারে প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি নারী হলে ওই সদস্যদের গড় মাথাপিছু মাসিক আয় ৪ হাজার ২১৩ টাকা।

জাতিসংঘের তিন সংস্থার নির্বাহি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত মুহিত

পরিচয় ডেস্ক: নতুন বছরে বাংলাদেশের সফল বহুপাক্ষিক কূটনীতির পাল্লায় যুক্ত হলো আরেকটি গৌরবময় অর্জন। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৪ সালের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)/জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)/জাতিসংঘ প্রকল্প সেবাসমূহের কার্যালয় (ইউএনওপিএস) এর নির্বাহি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আজ ১০ জানুয়ারি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে কলম্বিয়া, জার্মানি, রোমানিয়া এবং ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূতগণ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে এই তিনটি সংস্থার সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট রয়েছে। ইউএনডিপি মূলত দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করে থাকে। ইউএনএফপিএ কাজ করে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে। আর শান্তি, উন্নয়ন ও মানবিক বিষয়াবলীর প্রকল্প সংক্রান্ত চূড়ান্ত কাজগুলো সম্পাদন করে ইউএনওপিএস। সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ সংস্থাগুলোর এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য এবং এই তিনটি সংস্থার নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রমে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মুহিত তাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী জনগণের ক্ষমতায়নে এবং তাদের উন্নয়নের আকাঙ্খাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অবদানের জন্য এই সংস্থাগুলির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, "বিভিন্ন মহামারি, চলমান মানবিক এবং জলবায়ু সংকটজনিত কারণে জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন যে সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, তা উত্তরণে ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওপিএস-কে আরো অধিকতর সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন হবে। আর তাদের এই প্রচেষ্টায় নির্বাহী বোর্ড সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক ফোরামে ইতোমধ্যে একটি অত্যন্ত মর্যদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, এই নির্বাচন তারই প্রতিফলন। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অনন্য সাফল্য অর্জন করেছে, তার প্রতি দৃঢ় স্বীকৃতিরও স্বাক্ষর বহন করে এই নির্বাচন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের পর থেকে রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের সভাপতি, ইউএন উইমেন এর নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি এবং ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওপিএস এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে বাংলাদেশীকে অপহরণের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় বাংলাদেশী চক্র অভিযুক্ত

৫২ পৃষ্ঠার পর

থেকে জোরপূর্বক একটি হোন্ডা এসইউভি গাড়িতে তুলে অপহরণ করেন এবং হত্যারও হুমকী দেন। এছাড়াও তারা তাকে বেদম মারধর করতে থাকেন। পরে গাড়ি থেকে নামিয়ে অপহৃত ব্যক্তিকে উলঙ্গ করে তা ক্যামেরায় ধারণ করে সংঘবদ্ধ এই অপহরণকারী চক্র। এসময় অপহৃত ব্যক্তি পানি পান করতে চাইলে তাকে অপহরণকারীরা চেতনানাশক মিশ্রিত পানি পান করায়। এতে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পরের দিন স্থানীয় একটি হাসপাতালে তার ঘুম ভাঙ্গে।

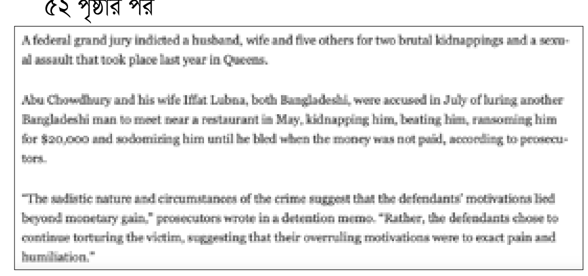

A federal grand jury indicted a husband, wife and five others for two brutal kidnappings and a sexual assault that took place last year in Queens.

Abu Chowdhury and his wife Iffat Lubna, both Bangladeshi, were accused in July of luring another Bangladeshi man to meet near a restaurant in May, kidnapping him, beating him, ransoming him for $20,000 and sodomizing him until he bled when the money was not paid, according to prosecutors.

"The sadistic nature and circumstances of the crime suggest that the defendants' motivations lied beyond monetary gain," prosecutors wrote in a detention memo. "Rather, the defendants chose to continue torturing the victim, suggesting that their overruling motivations were to exact pain and humiliation."

ব্রুকলীন ফেডারেল কোর্টে গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারী) বিবাদী পক্ষের আইনজীবি সারাহ স্যাকস সুলতানা রাজিয়ার হয়ে আদালতে শুনানি করেন। তিনি দাবি করেন অপহৃত ওই ব্যক্তির হাতে তার মক্কেল গত ৫ বছর ধরে হয়রানির শিকার হয়ে আসছেন। আর সে কারণে আত্মরক্ষায় সুলতানা রাজিয়া এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলেই যুক্তি তুলে ধরেন আইনজীবি। তার দাবি অপহৃত ব্যক্তি রাজিয়ার চুল ধরে টানছিলেন আর তিনি আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন।

এদিকে, অপর ঘটনায় ২০২৩ সালের ১১ মে আবু চৌধুরী ও লুবনা নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের ব্রডওয়ে এভিনিউর ৭২ স্ট্রিটের কাছে অপর এক বাংলাদেশীকে অপহরণ করে। এসময় আবু চৌধুরী জোর করে অপহৃতকে একটি মিনিভ্যানে তুলে নেন এবং তাকে পেটাতে শুরু করেন। পরে তারা অপহৃতকে একটি হোটেলে নিয়ে যান এবং আবু চৌধুরী তার সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক করেন। এবং অপহৃতর বাবার কাছে ফোন করে আবু চৌধুরী ২০,০০০ ডলার মুক্তিপণ দাবী করেন বলেও আদালতের নথিতে উল্লেখ রয়েছে। অপহরণের তিন দিন পর আবু চৌধুরী তাকে চোখ বেঁধে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ফেলে রেখে যান বলেও প্রমাণ পেয়েছেন প্রসিকিউটররা। পরে অপহৃত ব্যক্তি তার চোখ খুলে একটি জানালা দিয়ে বাইরে আসেন এবং নেইবারহুডের লোকজনের কাছে ৯১১ কল করতে বলেন।

অভিযুক্ত রুবেল আহমেদ, শাহেদ আলম, আনজু খান ও সুলতানা রাজিয়াকে ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়। আর আবু চৌধুরী ও লুবনাকে আগেই আটক করা হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত আরো একজন পলাতক রয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এফবিআই ও নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ডিটেকটিভ শাখার অফিসারগণের সমন্বয়ে গঠিত 'জয়েন্ট ভায়োলেন্ট টাস্ক ফোর্স' দীর্ঘদিন তদন্ত শেষে রিপোর্ট প্রদানের পরই তাদের গ্রেফতার করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

রিপন মিয়ার মাতার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১লা জানুয়ারী সোমবার বাদ এশা জামাইকাস্‌হ দারুস সালাম মসজিদে নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মোঃ রিপন মিয়ার মাতা মরহুমা পেয়ারা বেগমের আত্মার মাগফেরাত প্রার্থনায় এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত, মোঃ রিপন মিয়ার মাতা গত ২৭শে ডিসেম্বর বাংলাদেশে ইন্তেকাল করেছেন।। উক্ত দোয়া মাহফিলে রিপন মিয়ার দুই সন্তান রাহি এবং রাফি সহ আত্মীয় স্বজন ও জন্মভুমি শ্রীমংগল এর প্রবাসীদের সংগঠন শ্রীমঙ্গল সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ অনেকেই।

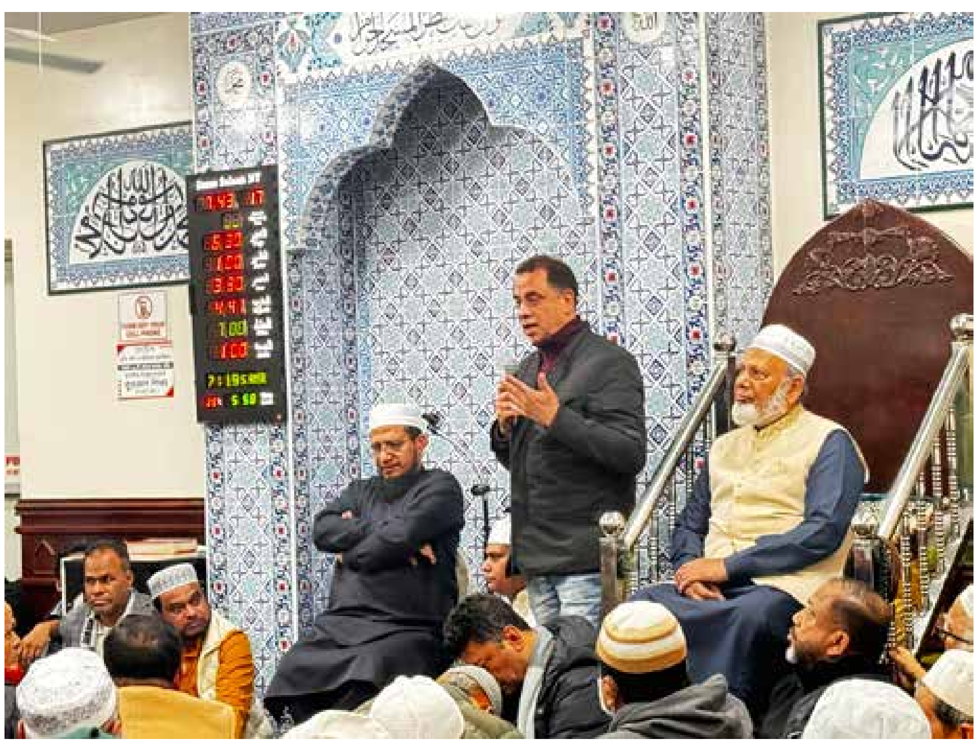

উক্ত দোয়া মাহফিলে সমবেতদের উদ্দেশ্যে মোঃ রিপন মিয়া বলেন, আসলামুওয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আমার সদ্য প্রয়াত মাতা পেয়ারা বেগম উনার মাগফেরাত কামনায় দোয়ার আয়োজন সফল হওয়ায় আমি আপানাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।যিনি আপনাদের দারুস সালাম মসজিদে নামাজ ও দোয়ায় শুস্ত ভাবে শরীক করেছেন, এই মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ।এবং যাহারা এই দোয়ার অনুষ্টানটি আয়োজন করেছেন আমার বেবী নাজনীন আপা, মুরব্বী জনাব আবদুল লতিফ সম্রাট, বড়ভাই জনাব জিল্লুর রহমান(জিল্লু)ভাই, আমার সুখে দুখে বড়ভাই জসীম উদ্দিন ভুইয়া ভাই, এবাদ চৌধুরী ভাই,সাইদুর খান (ডিউক) ভাই, আবু সাইদ ভাই, খলকুর রহমান (খলকু) ভাই, এবং যিনি আমেরিকা আসার পর থেকেই উনার সাথে সার্বক্ষনিক ভাবে পরিবারের মত জড়িয়ে আছি আমার প্রিয় হারুন ভাই ও বেলাল চৌধুরী (বেলাল) ভাই, বড়ভাই রিয়েল্টর ও জালালাবাদ এসাসায়েশানের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ময়নুজ্জামান চৌধুরী, আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় এবং আমার ছোট ভাই খলিলুর রহমান খলিল হুজুর আব্দুল মুকিত, ও মসজিদের মুসল্লী ভাই, আমি আপনাদের সকলের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ্য।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে ‘ফুড ব্যাংক’ এর আয়োজন করা হয়। গত ১১ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত ‘বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার’ এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ‘ফুড ব্যাংক’ এর কার্যক্রম চলে।

‘ফুড ব্যাংক’ কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসজি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই “ফুড ব্যাংক” কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে “কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি”। কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদদীন পাঠান, মো. আইয়ুব,আমিন খান, মোঃ মনিরুজামান, বেলাল হোসেন ভূঁইয়া, আবদুল জব্বার, নাসির উদ্দীন প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার ‘ফুড ব্যাংক’ এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী

বাংলাদেশ কনসুলেট নিউইয়র্কের ভ্রাম্যমান সার্ভিস প্রসঙ্গে নিউ জার্সি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার চৌধুরীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নিউ জার্সিতে ভ্রাম্যমান কনসুলেট সার্ভিস প্রদানে নিউ জার্সি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কে দায়িত্ব প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ নিউইয়র্কের কনসুলেট জেনারেল ও কনসুটে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে বিগত ২০২৩ সালে কয়েকবার সশরীরে আবেদন নিয়ে যায় নিউ জার্সি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, নিউ জার্সিতে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনকে না জানিয়ে বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা কে ভ্রাম্যমান কনসুলেট সার্ভিস আয়োজনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিউ জার্সি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশ নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ কনসুলেটের এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে ।

ঢাকা জিলা এসোসিয়েশান এর নতুন কার্যকরী কমিটি গঠনকল্পে আহুত সভা তুমুল বাকবিতন্ডার পর পন্ড

৫২ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন কমিশনারকে লক্ষ্য করে তাঁর সামনের টেবিলটি ধাক্কা দিলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এতে বেশ কিছু সদস্য ক্ষোভে মারমুখী হয়ে উঠলেও কয়েকজন পরিস্থিতি মান্ত করতে এগিয়ে আসেন ঘোষণা দেন। পরবর্তী পরিস্থিতি শান্ত হলেও সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এর আগে সভা পন্ড হওয়ার আগে তিনি ঘোষণা দেন ঢাকা জিলা এসোসিয়েশান এর নতুন কার্যকরী কমিটি ভোটারদের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। যদিও সিলেকশান

পদ্ধতির মাধ্যমে কমিটি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের আগ্রহ ছিল বেশী, কিন্তু যেহেতু প্রসিডেন্ট পদে ৫ জন ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন এবং প্রসিডেন্ট পদে ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচন চান, সেহেতু ভোটাভুটি ছাড়া বিকল্প নেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচনের ঘোষনা দেওয়ার পর বিদায়ী সভাপতি আরিফ দাড়িয়ে বলেন, যারা অতীতে কোনদিন ঢাকা জিলা এসোসিয়েশানের সাথে কোন কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন না, তারা হঠাত্ করে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। আরিফের এই বক্তব্যের পক্ষে বিপক্ষে তুমুল উত্তেজনা শুরু হয় এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা দেন ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বিদায়ী কমিটি যা নির্বাচন কমিশন গঠনের পুর্বে বিলুপ্ত করা হয়েছিল, সেই কমিটি দায়িত্ব পালন করে যাবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উক্ত ঘোষনার পর বাকবিতন্ডা চরমে পৌঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত সভাটি পন্ড হয়ে যায়।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সালাউদ্দিন খোকন জানান যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উপর হামলাকারীর বিচার ও শাস্তি হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত্র সকল কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। তিনি আরো জানান মনোনয়ন বাবদ এদিন ৪৬,১০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছে।

সভা পন্ড হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন এর ভুমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঢাকা জেলার ৫টি উপজেলা থেকে ২ জন করে সদস্য নিয়ে ১০ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, নির্বাচন সংক্রান্ত ২য় সভার পুর্বেই ইলেকশান না সিলেকশান - এ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে নির্বাচন কমিশন এর সদস্যরা। তাছাড়া কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে সভা আহবান করা হয় কোন প্রকার নির্বাচনী তফসিল ছাড়াই। মনোনয়ন ফি বাবদ হাজার হাজার ডলার গ্রহণ করা হয় কোন শর্ত, জবাবদিহীতা, বৈধ রশিদ ছাড়া। এভাবে কমিটি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি যুক্তরাষ্ট্রে আইনসম্মত কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ট্যাক্স রিটার্ন শুরু ২৯ জানুয়ারী, আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বেড়েছে

৫২ পৃষ্ঠার পর

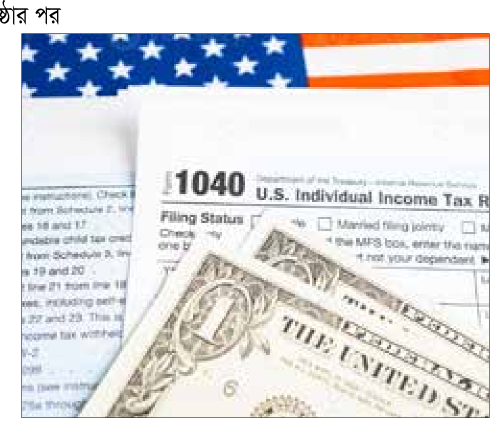

ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বেড়েছে। আইআরএস'র সুত্রে এ তথ্য জানান নিউইয়র্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলড এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম। তিনি আরও জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৩ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত দাখিল করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে প্রাপ্য ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেকট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়। সরকারের কাছে পাওনা থাকলে বছরের যেকোনসময় বিনা জিরমানায় ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

এ বিষয়ে কিংবা ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত জানতে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছেন কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ হাসেম । কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস এর জ্যাকসন হাইটস অফিস : ৩৭-২০, ৭৪ স্ট্রিট (২য় তলা), জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন : ৭১৮-২০৫-৬০৪০, ৭১৮-২০৫-৬০১০; জ্যামাইকা অফিস : ১৬৭-১৮ হিলসাইড এভিনিউ (২য় তলা), জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ফোন : ৯২৯-৩৯৯-২০০৪, ৯২৯-৩৯৯-২০০৭ এবং বাফেলো অফিস : ১১১৪ ওয়ালডেন এভিনিউ, বাফেলো, নিউইয়র্ক ১৪২১১, ফোন : ৯১৭-৪৮৫-৯৯৬৯। যুক্তরাষ্ট্র।

ঢাকায় জমজমাট আয়োজনে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর নতুন বছরের মিট এন্ড গ্রিট

পরিচয় ডেস্ক: গত ২ জানুয়ারী মঙ্গলবার ঢাকায় গুলশানের লেক'শোর হোটেলের লা ভিটা বলরুমে অনুষ্ঠিত হলো যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক চলচ্চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ২০২৪ বছরের মিট এন্ড গ্রিট।

আনন্দঘন এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের বেশ কয়েকজন অভিনেতা, অভিনেত্রী , পরিচালক, প্রযোজক এবং শুভানুধ্যায়ী। উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর অন্যতম কর্ণধার নওশাবা রশিদ বলেন, দএকজন চিকিৎসক এবং একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার দম্পতি ২০১৭ সালে চলচ্চিত্রকে ভালবেসে আমেরিকায় যে যাত্রা শুরু করেছিল, আপনাদের সাহায্য এবং ভালবাসায় এখন সেই বায়োস্কপ ফিল্মস ৩৯টি বাংলা চলচ্চিত্র আমেরিকা কানাডায় দেখিয়ে বাংলা ছবি'র এক স্থায়ী দর্শক উত্তর আমেরিকায় তৈরী করতে পেরেছে। তিনি আরো বলেন, ২০২৩ সালে আমরা মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপে বাংলা ছবি নিয়ে প্রবেশ করেছি। আমাদের দুবাই অফিস এখন পুরোদমে কাজ শুরু করেছে এবং কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব এবং আবু ধাবি তে সিনেমা দেখানোর লাইসেন্সে এখন আমাদের আছে।' নওশাবা রশিদ আরো বলেন, দদআমাদের প্রযোজিত প্রথম ছবি "দাফন" এর কাজ দ্রুত শেষ হচ্ছে এবং এ বছরেই আমরা এ ছবি'র মুক্তি দেয়ার আশা রাখি।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান তার বক্তব্যে বলেন "রাজ ভাই ও রুবনা আপা'র সঙ্গে ২০১৬ সাল থেকে আমার পরিচয়। অত্যন্ত ভাল মানুষ এরা দু'জনেই। আমার প্রথম প্রযোজিত ছবি "দেবী" আমেরিকায় তারাই দেখিয়েছিলেন। দু'জনেই চলচ্চিত্র ভালবেসে এ'কাজ করে যাচ্ছেন এবং বাংলা ছবিকে অত্যন্ত পজিটিভ আঙ্গিকে পৃথিবীর দরবারে নিয়ে আসছেন। আমার নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান দসি তে সিনেমা' -র অনেকগুলো কাজ আগামীতে আসছে, আপনারা সাথেই থাকবেন"।

জয়া আহসান ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতাদের মধ্যে সাজু খাদেম, আহসান হাবিব নাসিম, মিলন ভট্টাচার্য, গাজি আব্দুন নুর, এ কে আজাদ সেতু, সাইফ খান ও জহুর এবং অভিনেত্রী রুনা খান, হৃদি হক, সোহানা সাবা, শাবনাম ফারিয়া, তানজিকা আমিন, প্রিয়ন্তী উর্বী এবং নিশাত প্রীয়ম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সমাজসেবক, রাজনিতীবিদ প্রাক্তন টেলি যোগাযোগ এবং তথ্য প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট তারানা হালিম বলেন, "বায়োস্কোপ ফিল্মস সুদূর আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে বাংলা ছবি নিয়ে যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।" এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন "আমাদের চলচ্চিত্রের মান উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের চলচ্চিত্রের সমাদরও বাড়ছে। এই উন্নয়নে সরকারি অনুদান এবং বাংলাদেশ সরকার এবং মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা'র অবদান অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রধানমন্ত্রী নিজেও একজন চলচ্চিত্র প্রেমী।" প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলা ছবি'র পাশে দাড়াবার আহ্বান জানান তারানা হালিম। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বায়োস্কোপ ফিল্মস প্রযোজিত এবং কৌশিক শঙ্কর দাশ পরিচালিত "দাফন" ছবি'র কলা কুশলীদের পরিচয় করিয়ে বক্তব্য রাখেন বায়োস্কোপ ফিল্মস এর প্রধান অপারেশেন্স অফিসার শুভজিত রায় এবং পরিচালক কৌশিক শঙ্কর দাশ। মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী রুনা খান,
শাবনাম ফারিয়া, প্রিয়ন্তী উর্বী, অভিনেতা সাইফ খান, এবং প্রধান এ.ডি আওরঙ্গজেব। নতুন বছরের এই মিট এন্ড গ্রেট অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য পরিচালক অমিতাভ রেজা চৌধুরী, বিশিষ্ট পরিচালক ফখরুল আরেফিন খান, মিশন এক্সট্রিম ছবির নির্মাতা সানি সানোয়ার, প্রহেলিকা ছবির পরিচালিকা চয়নিকা চৌধুরী, পরিচালক অরুন চৌধুরী এবং ছবির প্রযোজক জামাল হোসেন, শাপলুডু ছবির পরিচালক গোলাম সোহরাব দোদুল, ১৯৭১ সেই সব দিন ছবি'র পরিচালিকা হৃদি হক, নির্বাহী পরিচালক/এডিটর/গায়ক কামরুজজামান রনি, বিশিষ্ট প্রযোজক এবং গলুই ছবির নির্মাতা খোরশেদ আলম খসরু, রিকশা গার্ল ছবির প্রযোজক আসাদুজজমান সকাল এবং মেহজাবিন চৌধুরী, জনপ্রিয় গীতিকার আসিফ ইকবাল, জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কোনাল, বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী খাইরুল আনাম শাকিল এবং মাসুদা আনাম কল্পনা, চ্যানেল আই এর বিশিষ্ট উপস্থাপক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার পুনম প্রিয়াম , জঞঠ র হেড অফ প্রোগ্রামিং দেওয়ান শামসুর রকিব ও প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ২০২৪ সালের প্রথম ৬ মাসের লাইন-আপ ঘোষণা করা হয়। আমেরিকা কানাডা এবং মধ্য প্রাচ্যে পরিবেশনার দায়িত্বে এই চলচ্চিত্র গুলো হচ্ছে ব্রাত্য বসু পরিচালিত মোশাররফ করিম অভিনীত "হুব্বা ", নুরুল আলম আতিক পরিচালিত, জয়া আহসান এবং তারিক আনাম অভিনীত "পেয়ারার সুবাস", সৃজিত মুখার্জী পরিচালিত চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত "পদাতিক", রায়হান রাফি পরিচালিত সুপারস্টার সাকিব খান অভিনীত "তুফান" এবং ২০২৫ সালে রেদোয়ান রনি পরিচালিত চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত "দম"। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের বিশিষ্ট উপস্থাপক রুম্মান রশিদ খান এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নওশাবা রশিদ, শুভজিত রায় এবং নোমান লাম ।

সিরাজুল আলম খানের জন্মদিন পালন করেছে পিপল আপ

রাষ্ট্র জন্মের পরেই রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠে দলপ্রধানের ব্যক্তিগত হাতিয়ার - স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা ষাট ও সত্তরের দশকের ছাত্র রাজনীতির মহানায়ক সিরাজুল আলম খানের রাজনৈতিক ভাবনার নতুন দিক উন্মোচন করেছেন তার আদর্শে দিক্ষিত প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেছেন, সিরাজুল আলম খান দাদা ভাই তার জীবনকে উৎসর্গ করেন জাতির জন্য। তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনে নিজের গন্তব্য নির্ধারণ করেননি। তিনি ছিলেন প্রচলিত ধারার বাইরের মানুষ। তিনি যেখান থেকে বাংলাদেশকে দেখতেন, যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করতেন তা প্রচলিত রাজনৈতিক দলনেতাদের সঙ্গে মিলবে না। রাজনৈতিক নেতারা যে প্রেক্ষিতে দল গড়ে তুলে রাজনৈতিক সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করে এগুলোর কোনোকিছুই সিরাজুল আলম খানকে ছুঁতে পারেনি। রাষ্ট্র জন্ম দেয়ার পরক্ষণেই আমরা দেখেছি রাজনৈতিক দলকে দলপ্রধানের ব্যক্তিগত হাতিয়ার বানানোর প্রক্রিয়া। এই সত্য সিরাজুল আলম খান উন্মোচন করে গেছেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান রূপকার সিরাজুল আলম খানের ৮৩তম জন্মদিন পালন করেছে রাজনীতি গবেষণা ও অনুশীলনের সংগঠক পিপল ইউনাইটেড ফর প্রগ্রেস, পিপল আপ। গত ৬ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় ষাট ও সত্তরের দশকের শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতার জন্মদিন উপলক্ষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের কর্পোরেট অফিসে ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিপল আপ এর প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রকার সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনওয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোমিন মজুমদার, সিনিয়র সাংবাদিক মঈনউদ্দিন নাসের, লেখক সাংবাদিক মাহবুব রহমান, সাপ্তহিক হক কথা'র সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন, রাজনীতিক ও আইনজ্ঞ এড. শেখ আখতারুল ইসলাম, জাসদ নেতা ও সিরাজুল আলম খানের স্নেহভাজন হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, রফিকউল্লাহ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি ইউএসএ শাখার সভাপতি রহমতউল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, সত্তরের নির্বাচন আমরা যখন ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে শায়ত্বশাসন আন্দোলনটাকে ত্বরান্বিত করছি, তখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানীদের রায় আমাদের পক্ষে আসে। তখন সেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেয়ার মতো লোকও খুব কম ছিল। এত প্রভাব ছিল মুসলিম লীগের। সেই সময়ও এই ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দই নির্বাচনে জয়লাভের জাগরণ সৃষ্টি করে। আমরা সেই যুবশক্তিকে ভুলে গেছি। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাখা হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলোতে রাখা হচ্ছে না। মানা হচ্ছে না। দেশ জন্ম হওয়ার আগে শ্লোগান ছিল গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রের জন্য আমরা এত বেশি যৌক্তিক অবস্থানে ছিলাম, সেই মানুষ আমরা যারা কোনোদিন অস্ত্র দেখিনি সামরিক পোশাক দেখিনি তারাই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হয়েছি।

তিনি বলেন, রাষ্ট্র স্বাধীনের পর বড়রা নের্তৃত্ব করবে। নেতারা নেতৃত্ব করবেন সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু ৭০ সনে পাকিস্তানী নেতৃত্ব করবার জন্য বা পার্লমেন্টে যাওয়ার জন্য যাদের আমরা নির্বাচিত করি তাদের দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয়। সেটি কি বাংলাদেশের ছিল না কি পাকিস্তানের ছিল?

ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা রাষ্ট্র বুঝতাম না। এর আগে রাষ্ট্র গঠন করিনি। রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিলাম না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধি দেখেননি যার সাথে এর কোনো সম্পর্কও ছিল না, তিনিই যেহেতু সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা তার নেতৃত্বেই সরকার গঠন করা হয়।

এই সরকারটা মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ সরকার হবার কথা। মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছেন, যারা সংগঠক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মাধ্যমে না হয়ে পাকিস্তানী পার্লিমেনেটে দায়িত্ব নেয়ার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে প্রতিটি মানুসের সাহস, দেশপ্রেম শত্রুকে প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা ও চেতনার যে অভূতপূর্ব যে পরিবর্তন হয়, সেই অভিজ্ঞতা যাতে স্বাধীন দেশের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় কাজে না লাগানো হয়, সেই চক্রান্তের অংশ হিসেবে পাকিস্তানপন্থী জনপ্রতিনিধিদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

আর যেসব ছাত্র যুবকরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে তাদের স্বপ্ন ও চেতনাকে ধুলিস্যাৎ করা হয়েছে একটি শ্লোগান দিয়ে 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, এখন বুঝতে পারি কেন আমরা পরাজিত হলাম। কেন আজ বাংলাদেশ আমাদের নেই।

তিনি বলেন, আমরা শিখিনি কীভাবে রাষ্ট্র চালাতে হয়। যে রাষ্ট্র জন্ম দিলাম সেখানে শুধু একজন নেতা থাকবে, আর কোনো নেতা থাকবেন না। কাউকে স্বীকার করা হবে না। আর কোনো নেতা গড়ে উঠতে দেয়া হবে না। উপরোক্ত অন্যদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হবে। তাদের বিরুদ্ধে রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দেয়া হবে। দেশ মাতৃকার জন্য যুদ্ধ করা তরুণদের গু-া বানিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে বাকিদের হত্যা করার তৎপরতা যখন শুরু হয়েছে তখনই স্পষ্ট হয়ে গেছে, এই রাষ্ট্র আর আমাদের নেই। আমরা আবার পরাধীন হয়ে গেছি। রাষ্ট্র জন্মের পরেই এই ধারা চলে এসেছে।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, সিরাজুল আলম খান বারবার একথাই বলে গেছেন। আমি কয়েক বছর আগে এই নিউইয়র্কেই দাদা ভাইকে জিজ্ঞেক করেছিলাম। তিনি তখন নিউইয়র্কে এল্মহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। সুস্থ হয়ে তার রাজনৈতিক অনুসারী জনাব মহসীনের বাসায় ওঠেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম জন্ম হওয়ার আগেই যখন বাংলাদেশ বিক্রি হয়ে গেল, তখন আপনারা তো ভারতেই ছিলেন, কোনো প্রতিক্রিয়া দেখলাম না কেন? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেছিলেন, আরো অনেকেই তো ফ্যাক্টর ছিলেন। স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তখন ভারতের দিল্লিতে আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি তার বইতে লিখেছেন, দেশ বিক্রির সেই চুক্তিনামা নিয়ে তাজউদ্দিন সাহেব সাক্ষর করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাক্ষর নিতে আসেন। তিনিও তাতে সাক্ষর করেন। কিন্তু পরে যখন তিনি চুক্তিনামা পড়ে দেখেন তখন হতাশ হয়ে যান। এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চেয়ার থেকে পড়ে যান। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, এই জাতি যতদিন যুদ্ধ বুঝবে না, ততদিন রাজনীতি বুঝবে না। যতদিন এই জাতি যুদ্ধ বুঝবে না ততদিন কুটনীতি বুঝবে না।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সকল কিছুতে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের প্রভুত্ব সম্পর্কে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের তথকথিত নির্বাচন নিয়ে যখন মার্কিন রাষ্টদূত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের কাছে কেন অংশিদারিত্বমূলক নির্বাচন হচ্ছে না মর্মে জানতে চান, তখন পররাষ্ট্র সচিব স্পষ্ট জবাব দেন, ভারতের চাপ আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়গুলো সারা পথিবীতেই ছড়িয়েছে।

আবু জাফর মাহমুদ এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রিশংকু অবস্থা প্রসঙ্গে বলেন, আওয়ামীলীগ এত প্রাচীন, এত বড় একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। আওয়মী লীগের হাই কমা- থেকে এই সংগঠনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হলো। তিনটি পক্ষকে পরস্পর মুখোমুখি করে দেয়া হলো। এই রাজনৈতিক দলটিকে বিকলাঙ্গ করে দেয়া হলো। দলের ভেতর থেকে যারা এতটা দিন লুটতরাজে অভ্যস্থ হলো, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক হলো। অবৈধ অস্ত্র আর প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হলো, তারা এখন নিজের দলের ভেতরেই একাধিক পক্ষের মুখোমুখি।

তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এই সিদ্ধান্ত কার? এই দলটিই আমাদের। এই রাজনীতি আমাদের। কারণ এই দেশটি আমাদের। আবু জাফর মাহমুদ বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো পচে গেছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের পথ হয়ে গেছে অন্যায়ের পথ। তারা অন্যায় করে এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। দেশে একজন সেনা অফিসার হয়ে গড়ে উঠতে কত অবদান থাকে গোটা জাতির। উচ্চ স্তরের সেনা অফিসারগুলো, উচ্চ স্তরের পুলিশ অফিসারগুলো, আমলাগুলো বেশি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীগুলো, দক্ষ ডিপ্লোম্যাটগুলো সবাই প্রতিবেশির হয়ে আমার দেশটাকে ধংসের কাজে অভিযানে যুক্ত।

তিনি বলেন, আমি কোনো রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করিনা। আমি প্রতিনিধিত্ব করি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের। সকল বক্তারা, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সিরাজুল আলম খানের রাজনৈতিক আদর্শ ও স্মৃতি সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ষাট ও সত্তর দশকে স্বাধীনতার স্বপ্নদৃষ্টা যে নেতা, তার রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

'সাহিত্য একাডেমি, নিউ ইয়র্ক এর বিজয়ের মাসের মাসিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: বিজয়ের মাস ডিসেম্বর মাস। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩, জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক'র মাসিক সাহিত্য আসরটি। পুরো আসর পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। পারভীন সুলতানার বিজয়ের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা হয়।

এবারের আসরটি দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বটি ছিল লেখকের সঙ্গে মুখোমুখি কথোপকথন। পর্বটি পরিচালনায় ছিলেন লেখক হাসান ফেরদৌস। তিনি বরেণ্য সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমেদের সঙ্গে তাঁর সাংবাদিকতা এবং লেখালেখি নিয়ে কথা বলেন। দ্বিতীয় পর্বটি সাজানো হয় সাহিত্য একাডেমির নিয়মিত আয়োজন আলোচনা ও স্বরচিত পাঠ দিয়ে।

আলোচনার শুরুতে হাসান ফেরদৌস বলেন, মনজুর আহমেদ ৬২ বছর সাংবাদিকতা করেছেন। সাংবাদিকতা তাঁর রক্তে, পাশাপাশি এও ঠিক যে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ২১টি। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ, দ্বিতীয়ত, স্মৃতিকথা, তৃতীয়ত, তাঁর সাহিত্যকর্ম। তিনি গল্প, উপন্যাসও লিখেছেন। অমৃত পথযাত্রী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি বই।

হাসান ফেরদৌসের প্রশ্নের উত্তরে মনজুর আহমেদ বলেন, আমি যত জোর দিয়ে নিজেকে একজন সাংবাদিক বলতে পারি, তত জোর দিয়ে সাহিত্যিক বলতে পারি না। যে নিষ্ঠা আমার সাংবাদিকতায় আছে সে নিষ্ঠা সাহিত্য সাধনায় নেই। আমার পেশার পাশে যখন কোন ঘটনা প্রবাহ স্পর্শ করেছে তখন আমি কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখেছি। এটাকে সাহিত্য সাধনা বলা যায় না। তবে কিছু লেখা লিখে আমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তাঁর লেখা পাঁচটি গ্রন্থ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গ্রন্থ গুলোর বিষয়বস্তু একটি থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ আলাদা। মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, সেগুলোর সংকলন প্রথম বইটা। দেশের বাইর হতে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করে এসেছেন, দেশে থেকে যাঁরা সাফার করেছেন, নয় মাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী, কোন কোন সেক্টরে কারা কীভাবে কাজ করেছেন, নৌ কমান্ডদের কথা সহ প্রতিটি বইয়ের প্রেক্ষাপট আলাদা। অজানার বঙ্গবন্ধু বইটি সম্পর্কে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছি আমি খুব ছোটবেলা থেকে। তাঁকে আমি চাচা বলে সম্বোধন করতাম। খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি, জেনেছি। বইটি লিখতে পেরে খুব আনন্দ পেয়েছি। শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরে মনজুর আহমেদ বলেন, আত্মজীবনী লেখার কথা ভাবি নি, তবে আমি যে সময়টা দেখেছি সে সময়টা তুলে ধরা দায়িত্ব মনে করি। আমি প্রিয়, অপ্রিয়র মধ্যে বাস করি না। আমি হাড়ে মজ্জায় সাংবাদিক, সাদাকে সাদা বলি, কালোকে কালো বলি।

মনজুর আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতার সমাপ্তিতে আরেক বর্ষীয়ান সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, মনজুর আহমেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাঁচ দশকের বেশি। মনজুর আহমেদ এবং আমি, বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে দুই ধরনের আদর্শে বিশ্বাস করি। মতের বিভেদ থাকা সত্ত্বেও একজন যে আরেকজনের সঙ্গে সভ্য, স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, আমাদের বন্ধুত্ব সেটি প্রমাণ করে। তাঁর বন্ধু হতে পেরে গর্ব বোধ করছি। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

আসরের নিয়মিত আয়োজন দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভে লেখক ফেরদৌস সাজেদীন বলেন, আপনাদের কারো চোখেমুখে কোন ক্লান্তি দেখছি না, দেখছি সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে আছেন। উদ্দীপ্ত তো হবেনই, কারণ, আপনাদের সবার সঙ্গে রয়েছে আপনাদের নতুন সৃষ্টি কবিতা, গল্প, ছড়া। আপনাদের উল্লাস ভাগ করে নেয়ার জন্য সাহিত্য একাডেমি একটি পরিবেশ তৈরি করেছে, প্লাটফর্ম দিয়েছে, সেজন্য সাহিত্য একাডেমিকে ধন্যবাদ। মনজুর আহমেদের মতো প্রাজ্ঞজনরা নিয়ম করে সাহিত্য একাডেমিতে আসবেন, কথা বলবেন, আমরা আরো সমৃদ্ধ হবো সামনের দিনগুলোতে। সৃষ্টিশীলতা যার যার তার তার, কিন্তু সৃষ্টিশীলতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটা টোকা তো দরকার, সাহিত্য একাডেমি সেই কাজটাই করছে।

কবি তমিজ উদ্দিন লোদী বলেন, সাহিত্য একাডেমি সাহিত্যের নানান শাখায় কাজ করছে, এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। নতুন প্রজন্ম সাহিত্য একাডেমিতে এসে স্বরচিত পাঠ করছে, এটি আমাদের জন্য আশা জাগানিয়া। বাংলা এবং ইংরেজি, এই দুটি ভাষায় যারা অভিজ্ঞ হবে তারাই আগামীতে আমাদের ডায়াসপোরা সাহিত্য সৃষ্টি করবে। সদ্য গত হওয়া পঞ্চাশ দশকের লেখক আবু বকর সিদ্দিককে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক যতটা শক্তিশালী লেখক ছিলেন ততটা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয় নি আজ অবধি। এতে তাঁর কিছুই যাবে আসবে না। তিনি খুব নিকট ভবিষ্যতে শক্তিশালী লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আরো বেশি করে আবিষ্কৃত হবেন।

কবি কাজী আতীক বলেন, সাহিত্যের পুরো পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সাহিত্য একাডেমির নিজস্ব জায়গা প্রয়োজন। এই বিষয়টি আমরা সকলে মিলে আরো গভীরভাবে চিন্তা করা জরুরি হয়ে উঠেছে। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

লেখক নীরা কাদরী তাঁর পরিচালনায় কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত লেখকের অঙ্গন সম্পর্কে বলেন, এখানে যাঁরা লিখছেন তাঁদের সম্মান জানানো, এবং একে অপরের বই পড়ে নিজস্ব মতামত তুলে ধরা লেখকের অঙ্গনের উদ্দেশ্য। পাঁচ মিনিট থেকে সাত মিনিটের বই আলোচনায় সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ বলেন, সাংবাদিকতা সূত্রে মনজুর আহমেদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকলেও আজ সাহিত্য একাডেমিতে এসে তাঁর মুখে অজানা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলাম। সাহিত্য একাডেমিকে ধন্যবাদ।

লেখক আদনান সৈয়দ বলেন, সাহিত্য একাডেমির যে নতুন আয়োজন দেখছি, এতে সাহিত্য একাডেমি পূর্ণতা পাচ্ছে। বাংলা কিংবা ইংরেজি বইয়ের আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আগামী আসরে তিনি বই আলোচনায় অংশ নিবেন। তিনি মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ওরাল হিস্ট্রিগুলো লিপিবদ্ধ করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক মহসিন আলী বলেন, মনজুর আহমেদ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জেনেছি, ভালো লাগছে। আশা করি সাহিত্য একাডেমি এমন নতুন নতুন আরো অনুষ্ঠান উপহার দিবে।

লেখক আবু সায়ীদ রতন বলেন, সাহিত্য একাডেমির নেয়া নতুন সংযোজন সাহিত্য একাডেমিকে আরো সমৃদ্ধ করবে, এবং এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই। আসরে আবৃত্তি করেন, নজরুল কবীর, ক্লারা রোজারিও, আনিস সিদ্দিকী ও মুনমুন সাহা।

এবারের আসরে স্বরচিত পাঠ করেন, শামস আল মমীন, হোসাইন কবীর, এবিএম সালেহ উদ্দিন, স্বপন বিশ্বাস, তাহমিনা খান, বেনজির শিকদার, রিমি রুম্মান, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, ফারহানা হোসেন, স্বপ্ন কুমার, এলি বড়ুয়া, আনোয়ার সেলিম, আলম সিদ্দিকী, রওশন সরকার, সুমা রোজারিও, সবিতা দাস, সুলতানা ফেরদৌসী, রুপা খানম, সীমু আফরোজা, রাজিনা চৌধুরী, নানজীব ইমাম চৌধুরী, পলি শাহীনা প্রমুখ।

আসরে উপস্থিত ছিলেন, আবেদীন কাদের, আকবর হায়দার কিরণ, তাহমিনা শহীদ, রাহাত কাজী শিউলি, নাসির শিকদার, নীহার সিদ্দিকী, সেলিম আফসারী, লুৎফা শাহানা, রওশন হাসান, ফারজিন রাকিবা, শহীদ উদ্দিন, শাহনাজ হায়াত, এম.এ সাদেক, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, পারভীন পিয়া, নুসরাত কবীর, মিয়া এম আসকির, ইমাম চৌধুরী, স্বজন বণিক, মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

সবাইকে ইংরেজি নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা সহ আগামী আসরের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন মোশাররফ হোসেন।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

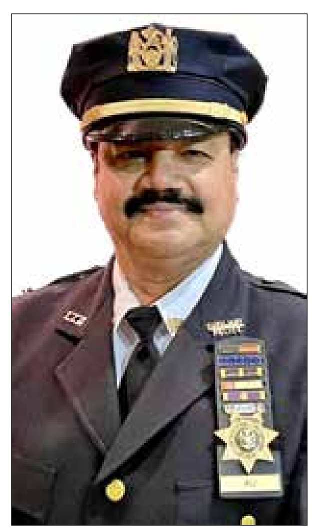

সৈয়দ এনায়েত আলী প্রথম অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী কম্যুনিটির পরিচিতমুখসৈয়দ এনায়েত আলী নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশের প্রথম অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। বাংলাদেশের সন্তান সৈয়দ এনায়েত আলী বাংলাদেশ জাতীয় বক্সিংয়ের প্রাক্তন হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন এবং দক্ষিন এশিয়ান গেমসের রানার্সআপ বক্সার , ১৯৮৮ সালের 'বডিবিলডিংয়ে হেভি ওয়েট মিস্টার বাংলাদেশ' ১৯৮৯ সালে আমেরিকা চলে আসেন। ২০০২ সালে তিনি অক্সিলারি পুলিশ হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০০৯ সালে প্রথম অক্সিলারি পুলিশ সার্জেন্ট হিসেবে পদোন্নতি পান। ৯ মার্চ ২০২১ সালেও তিনিই প্রথম অক্সিলারি পুলিশ লেফটেন্যান্ট হিসেবে পদোন্নতি পান।।

নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ১৯৫০ সালে অক্সিলারি পুলিশ গঠন করে। এটি মূলত ভলান্টারী সার্ভিস, প্রায় ১১০ জন বাঙ্গালী ভলান্টারী সার্ভিস করছেন কমুনিটিকে সাহায্য করার জন্য। কোনো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয় বরং কমিউনিটিকে সাহায্যের উদ্দশ্যে এই সকল বাঙালিরা কাজ করে যাচ্ছেন।তারা অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে চলেছেন নিরন্তর। কমিউনিটিকে এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সাহায্য করার জন্য তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে যোগদান করে এবং পুলিশ ও কমিউনিটিকে তারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। এনায়েত আলী বর্তমানে কুইনস নর্থের ১১৪ নম্বর পুলিশ প্রিসেন্টে সংযুক্ত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপার) করেসপন্ডিং সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। বাপা'র মিডিয়া লিয়াজন জামিল সরোয়ার জানান আরো অনেক বাংলাদেশী অক্সিলারি পুলিশ অফিসার হিসেবে যোগদান করবেন তার এই সাফল্য দেখে। সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াড এরশাদুর সিদ্দিক, ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন একেএম আলম এবং সেক্রেটারী ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক এনায়েত আলীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডিং অফিসার ডেপুটি ইন্সপেক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ, বাপা'র ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সার্জেন্ট মুরাদ আহমেদ, কো ট্রেজারার অফিসার জসীম মিয়া, বাপা'র ট্রাস্টি সার্জেন্ট লতিফ , বাপা'র সদস্য অফিসার ইরফান সহ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ।

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

স্বামী-স্ত্রীসহ ৬ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ, ১ জন পলাতক

নিউইয়র্কে বাংলাদেশীকে অপহরণের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় বাংলাদেশী চক্র অভিযুক্ত

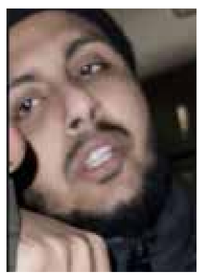
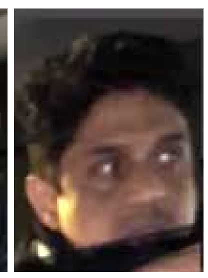
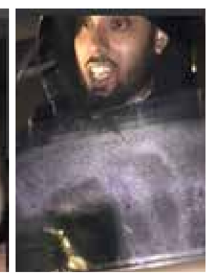

পরিচয়ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত সিটির কুইন্স বরোর জামাইকায় একটি অপহরণকারী চক্রের অভিযুক্ত ছয় বাংলাদেশী সদস্যকে গ্রেফতার করে আদালতে সৌপর্দ করেছে ইউনাইটেড ষ্টেটস এটর্নীর অফিস। একজন এখনো পলাতক রয়েছেনে। তাদের বিরুদ্ধে দুই ব্যক্তিকে অপহরণ, মারধর ও যৌন নিপীড়ণের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হচ্ছেন সৈয়দ রুবেল আহমেদ (৪৩), শাহেদ আলম (২৯), আবু চৌধুরী (২৮), আনজু খান (২৮), সুলতানা রাজিয়া (৩৮) ও ইফফাত লুবনা (২৪)। এদের মধ্যে আবু চৌধুরী ও লুবনা স্বামী-স্ত্রী। গত বুধবার (১০ জানুয়ারী) আদালত তাদের দোষী সব্যস্ত করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ইউনাইটেড ষ্টেটস এটর্নীর অফিস থেকে মিডিয়া অফিসগুলোতে প্রেরীত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

আদালতের নথিতে দেখা যায়, এক ব্যক্তিকে অপহরণ ও অপহরণের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে এ ছয় জনের বিরুদ্ধেই। আর আবু চৌধুরী ও তার স্ত্রী লুবনার বিরুদ্ধে পৃথক আরেকটি অপহরণের অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে ইউনাইটেড ষ্টেটস এটর্নীর অফিস থেকে খবরটি প্রকাশ করার পর নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রকাশ ও প্রচারিত হয়োয় কমিউনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির অভ্যন্তরে 'অপহরণ'-এর এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। ইস্টার্ন ডিস্ট্রক্ট অব নিউইয়র্কের রাষ্ট্রীয় কৌসুলি ব্রেয়ন পিস বলেছেন, গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ অভিযুক্ত রুবেল আহমেদ, শাহেদ আলম, আবু চৌধুরী, আনজু খান ও সুলতানা রাজিয়া অপর এক বাংলাদেশী ব্যক্তিকে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ১৮১ স্ট্রিটের কাছ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

মানব পাচার রোধে একসাথে কাজ করবে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস জাতীয় মানব পাচার সচেতনতা দিবস উদযাপন করেছে এবং মানব পাচার প্রতিরোধ, পাচারকারীদের বিচার এবং বেঁচে যাওয়া *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

লুটেরা গোষ্ঠীর কালো থাবায় দেশ

আবদুল আউয়াল মিন্টু: বাংলাদেশে আজকাল বহু কিছু ঘটে চলেছে, যা শুধু মূল্যবৃদ্ধি নয় বরং দেশ ও সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এসব বিষয়ে কাউকে তেমন কথা বলতে শোনা যায় না। দেশের বর্তমান রাজনীতি, *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স কমেছে ৩৬%

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় প্রবাহে ধস নেমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশভিত্তিক রেমিট্যান্সের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১১২ কোটি ৫৬ লাখ (১.১২ বিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ১৭৬ কোটি (১.৭৬ বিলিয়ন) ডলার। এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এই ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে প্রায় ৩৬ শতাংশ। আর এতে রেমিট্যান্স আহরণে দ্বিতীয় স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে নেমে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এই ছয় মাসে *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

ট্যাক্স রিটার্ন শুরু ২৯ জানুয়ারী, আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বেড়েছে

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২৯ জানুয়ারী সোমবার থেকে ফেডারেল, ষ্টেট ও সিটি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল শুরু হচ্ছে। কোনো জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ২০২৩ সালের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল করা যাবে। এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ঢাকা জিলা এসোসিয়েশান এর নতুন কার্যকরী কমিটি গঠনকল্পে আহুত সভা তুমুল বাকবিতন্ডার পর পন্ড

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্কে বসবাসরত ঢাকা জেলাবাসীদের সংগঠন ঢাকা জিলা এসোসিয়েশান এর নতুন কার্যকরী কমিটি গঠনকল্পে গত সোমবার ৮ জানুয়ারী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আহুত সভাটি কয়েক ঘন্টা চলার পর শেষ পর্যন্ত তুমুল বাকবিতন্ডার পর পন্ড হয়ে যায়। নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভাটি পন্ড হওয়ার আগে তুমুল উত্তেজনা ও বাকবিতন্ডার মধ্যে উপস্থিত একজন কর্তৃক প্রধান *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

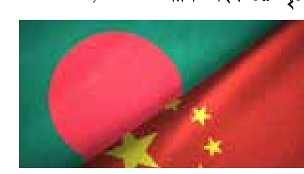

রাজনৈতিক আস্থাহীনতা ও চৈনিক কর্তৃত্ববাদ

যুবায়ের আহমেদ : বাংলাদেশ কি চৈনিক গণতন্ত্রের পথে হাঁটছে? অর্থাৎ, দল অনেক, কিন্তু নেতা এক। এবারের নির্বাচনে নৌকা মার্কার প্রার্থীরা যেমন দলের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯